উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

রংদার

লুডো, ক্যারম, তাস থেকে শুরু করে চু কিতকিত কিংবা হাডুডু-একসময় এই খেলাগুলোই ছিল সবার প্রাণ। আজ সেই দিনগুলো ধুলো জমা স্মৃতির মতো ফিকে। বদলে গিয়েছে খেলার ময়দান। এই সমস্ত খেলার বেশিরভাগ প্রাণ খুঁজছে মোবাইলের স্ক্রিনে।

লুডো লোডিং

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

ইরান থেকে ফিরে মোদির জয়ধ্বনি

বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা ৯

ফের রণক্ষেত্র বেলডাঙ্গা ১৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন

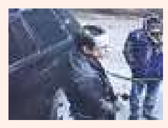

এসইউভিতে পিষে তরুণের মৃত্যু ৯

৪ মাঘ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 18 January 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 240

উপহার উপুড় উত্তরে

“ অনুপ্রবেশকারীদের বাইরে পাঠানো উচিত কি না? তৃণমূল সরকার থাকতে তা কি সম্ভব? ওরা আপনাদের অধিকার কি রক্ষা করবে? আপনাদের জমি, বোন-মেয়েদের রক্ষা করবে? অনুপ্রবেশকারীদের কে বার করবে? বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই।

-নরেন্দ্র মোদি

“ আপনারা দয়া করে দেখবেন, বিপর্যয় থেকে যেন আমাদের সংবিধান রক্ষা পায়। গণতন্ত্র যেন রক্ষা পায়। আমাদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, ইতিহাস, সীমান্ত যেন রক্ষা পায়।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুপ্রবেশ, দুর্নীতিতে ভোটের সুর মোদির

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা। দুটোই ভোটের লক্ষ্যে। বন্দে ভারত স্লিপার সহ একগুচ্ছ দূরপাল্লার ট্রেনের সূচনায় উন্নয়নের বার্তা। আর বিজেপির জনসভার মঞ্চ থেকে আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রচারের মোক্ষম অস্ত্র বুঝিয়ে দেওয়া। অস্ত্র দুটি- অনুপ্রবেশ ও তৃণমূলের দুর্নীতি। মালদার জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বোঝালেন, বিজেপিকে ক্ষমতায় না আনলে এই দুই বিপদ থেকে রক্ষা নেই।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এর আগে কলকাতায় এসে অনুপ্রবেশ নিয়ে ভোট প্রচারের সুর বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদি যেন তাতে সিলমোহর দিলেন মালদায়। এর আগে দক্ষিণবঙ্গের এক জনসভায় তিনি স্লোগান বেঁধে গিয়েছিলেন, ‘বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই।’ শনিবার পুরাতন মালদার সাহাপুর বাইপাস সংলগ্ন ময়দানে সেই স্লোগান কিছুটা পালটে বললেন, ‘পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।’

বাংলায় অনুপ্রবেশ বড় চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করে নাম না করে মোদি আমেরিকার অভিবাসন নীতি টেনে আনেন। তাঁর কথায়, ‘দুনিয়ার সমৃদ্ধ দেশ, টাকার অভাব না থাকলেও অনুপ্রবেশকারীদের বার করে দিচ্ছে। ওদের বাইরে পাঠানো উচিত কি না?’ কিন্তু মোদির ভাষায়, ‘তৃণমূল সরকার থাকতে তা কি সম্ভব? ওরা কি করবে? আপনাদের অধিকার কি রক্ষা করবে? আপনাদের জমি, বোন-মেয়েদের রক্ষা করবে? অনুপ্রবেশকারীদের কে বার করবে?’

‘তৃণমূলের সিন্ডিকেট বহু বছর ধরে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার করার খেলা করছে’ অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ওরা দেশে সন্ত্রাস, হিংসা আনছে। জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভাষার ফারাক আসছে কিছু জায়গায়। মালদহ, মুর্শিদাবাদের অনেক জায়গায় হিংসা বাড়ছে। অনুপ্রবেশকারীদের জোট ভাঙতে হবে। বিজেপি সরকার হলে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ হবে।’

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার দীর্ঘ ভাষণে অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতির উল্লেখে অনেকটা সময় নেন নরেন্দ্র মোদি। দুর্নীতির প্রসঙ্গে বারবার টেনে আনেন মালদার উদাহরণ। তাঁর কথায়, ‘মালদার উন্নয়ন তৃণমূলের দুর্নীতির কারণে মার খাচ্ছে। প্রতি বছর এখানে অসংখ্য ঘর নদীতে তলিয়ে যায়। লক্ষ মানুষ তৃণমূল সরকারের কাছে আবেদন করেন পাড় বাঁধাতে। কিন্তু বাঁধের নামে কত খেলা হয়, তা আমার থেকে বেশি আপনারা জানেন।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সিএজি রিপোর্ট দেখছিলাম। আপনাদের বাঁধের টাকা দেয়নি। কিন্তু তৃণমূলের নিজের লোকদের খাতায় ৪০ বার বাঁধের টাকা পাঠানো হয়েছে। যাঁদের প্রয়োজন নেই, তাঁদের দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল-ঘনিষ্ঠেরা পীড়িতদের টাকা লুটছে। মালদহের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছি, বাংলায় বিজেপির সরকার হলেই তৃণমূলের এই কালো দুর্নীতি বন্ধ হবে।’

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিজেপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী। মালদায় শনিবার। ছবি : কল্লোল মজুমদার

সেয়ানে সেয়ানে

নিশানায় বহিরাগত

- অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার করার খেলা চলছে
- জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
- কোথাও কোথাও ভাষার ফারাক হচ্ছে
- হিংসা, অশান্তি ডেকে আনছে অনুপ্রবেশকারীরা

নজরে বিচার

- কোর্টে চূড়ান্ত রায়ের আগে মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে
- বিভিন্ন এজেন্সি মানুষকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে
- বিপর্যয় থেকে সংবিধান, গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন
- আইনজীবীরা উপযুক্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত

মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ, গণতন্ত্র রক্ষার আর্জি

সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : বিচার ব্যবস্থাকে কার্যত সতর্ক থাকার অনুরোধ জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্ট সহ দেশের বিভিন্ন আদালতের শীর্ষস্থানীয় বিচারপতিদের সামনে তিনি বোঝাতে চাইলেন, সংবিধান ও গণতন্ত্র বিপন্ন। সেসব রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। মঞ্চে তখন উপস্থিত কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। মিডিয়া ট্রায়ালও ছিল মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায়।

মঞ্চটি ছিল জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। শনিবার ওই কর্মসূচিতে প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা দয়া করে দেখবেন, বিপর্যয় থেকে যেন আমাদের সংবিধান রক্ষা পায়। গণতন্ত্র যেন রক্ষা পায়। আমাদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, ইতিহাস, সীমান্ত যেন রক্ষা পায়।’

অনুষ্ঠানটির অন্যতম অতিথি মমতা মনে করিয়ে দেন, ‘আমাদের চারটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত সংবিধান, দ্বিতীয়ত দেশের নাগরিক, তৃতীয়ত বিচার ব্যবস্থা ও চতুর্থত সংবাদমাধ্যম।’ তাঁর এসব কথার সূত্র ধরে আসে বিচারে সংবাদমাধ্যমের প্রভাবের প্রসঙ্গ। তাঁর ভাষায়, ‘কোনও মামলার চূড়ান্ত নির্দেশ আসার আগেই মানুষকে কালিমালিপ্ত করার ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে। কিছু এজেন্সি এসব কাজ করছে।’

এই এজেন্সি কারা, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি। সিবিআই, ইডি’র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি কি না, তা-ও বলেননি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘কোনও মামলার চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত মিডিয়া ট্রায়াল করা উচিত নয়।’ এই বিষয়ে তিনি নজর দেওয়ার

এরপর চোদ্দোর পাতায়

হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের ভবনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। জলপাইগুড়িতে।

ইতিহাস গড়া নাকি ভবিষ্যতের পথে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়া? কী বিশেষণে পরিচিতি পাবে শনিবারের কর্মসূচি? ইঞ্জিনে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র লোগো। তাতে সিংহের ছবি আঁকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবুজ পতাকা দেখিয়ে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন। সফরের সঙ্গী হল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অভির চোখে

ঝুঁকি নাকি সাহসী! লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন রেলকর্মী। পাশ দিয়ে ছুটে চলা একটি ট্রেন থেকে গতিকে ক্যামেরবন্দি করার চেষ্টা (মাঝে)। দূরত্ব ঠিক কতটা? প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিস্ময় চোখে স্টেশনে বেড়ে ওঠা শিশুরা। বন্দে ভারত স্লিপার থেকে দেখা নানা মুহূর্ত।

ট্রেন ঝমাঝম ভোটের নাচন

বন্দে যাত্রা

দীপ সাহা

তোমরা ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা,

সুন্দরী কমলা নাচে!

অসম থেকে বাংলা- সুন্দরী কমলা শুধু নাচল নয়, সেই নাচন দেখতে নাচিয়েও ছাড়ল। মাঠঘাট, জলাজমি, রেললাইন, জাতীয় সড়ক, স্টেশন, ইয়ার্ডে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল জনতাকে। দোতারা নয়, ফোনে ফোনে বাজল রিল আর ভিডিও’র নোটিফিকেশন টোন।

সকাল থেকেই শীতের বিন্দুমাত্র লেশ নেই ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। সূর্যের প্রখর তাপ ছড়িয়ে পড়েছে নীলাচল পাহাড়ের কোণে। সেই রোদ গায়ে মেখেই কামাখ্যা স্টেশনে তুমুল ব্যস্ততা। কমলা সুন্দরীকে একটাবার চোখের দেখা দেখার জন্য উতলা হাজার হাজার মানুষ।

স্টেশনের দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক পা আর ক্রাচে ভর করে প্রণাম ঠুকছিলেন মধ্যবয়সি এক তরুণ। সম্ভবত কোনও দুর্ঘটনায় পা কাটা পড়েছে। পরনে মলিন শার্ট। সেখান থেকে খানিক দূরে ফুলমালায় সজ্জিত ‘সুন্দরী কমলা’ তাঁর কাছে যেন অচেনা এক ‘ভারত’। সেই ভারতকেই দূর থেকে চাক্ষুষ করছিলেন তরুণ। চোখে অনেক স্বপ্ন, সে ‘ভারত’-কে ছুঁয়ে দেখার। কিন্তু সাধ্যি বোধহয় তাঁর নেই।

প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে যেতেই প্রথম যে বাক্য দুটো মগজাস্ত্রে সজোরে ধাক্কা মারল, সেটা এরকম- ‘মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়’। ‘অব কি বার- বন্দে ভারত স্লিপার’। বক্তা এক অবাঙালি ভ্লগার। এসেছেন সুদূর দিল্লি থেকে।

ঠিক ধরেছেন। এতক্ষণ যে কমলা সুন্দরীর বর্ণনা দিচ্ছিলাম, সে সুন্দরী আসলে বন্দে ভারত।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপারে ভিডিওগ্রাফিতে ব্যস্ত ভ্লগাররা।

পথের ধারে কাতারে দর্শক

বন্দে যাত্রা

সানি সরকার

১৭ জানুয়ারি : ইঞ্জিনে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র লোগো। তাতে সিংহের ছবি আঁকা। যা দেখে ঘুম বিশেষজ্ঞ মাইকেল ব্রুসের কথা মনে পড়ে গেল। নিশ্চিন্ত ও আরামদায়ক ঘুমের জন্য ডলফিন, সিংহ, ভালুক ও নেকড়ে- এই চারটি প্রাণীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন মাইকেল। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারেও যাত্রীদের ঘুম আরামদায়ক ও নিশ্চিত করার নানা আয়োজন। শুধু ভালো বার্থ বা সিট নয়, রাতে ঘুমের সময় যাতে চোখে আলো না পড়ে, সেজন্য পর্দা টেনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মালদার মাধবনগর কাছারির যতীন রায় বা মানিকচকের কাকলি দেব রায়ের মতো ট্রেনটির সওয়ার অনেকের মতে, আসনগুলি গরিব রথের কোচ থেকে কিছুটা উন্নত। আজকাল পোষ্যকে কাছছাড়া করতে চান না অনেকে। বাইরে গেলেও কুকুর হোক বা বিড়াল- সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। ট্রেনে এতকাল এজন্য যে হ্যাপা ছিল, তা কাটতে চলল বন্দে ভারত স্লিপারে। শনিবার গুয়াহাটিগামী ট্রেনটিতে বিশেষ পাস নিয়ে যাওয়ার সময় গাজোলের মুক্তি চন্দের সঙ্গী ছিল পোষ্য সারমেয়।

মালদা স্টেশনের ঢোকার মুখে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় ছাড় মিললেও সারমেয়তে আপত্তি এক রক্ষীর। নাছোড় মুক্তির স্পষ্ট কথা, ‘এই ট্রেনে পেট বক্স রয়েছে। তাহলে ও কেন যেতে পারবে না?’ ওই নিরাপত্তারক্ষী সম্ভবত ফোনে পদস্থ কোনও কর্তার সঙ্গে কথা বলার পর ট্রেনে ওঠার অনুমতি মিলল পোষ্যের। মুক্তি বললেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহটি আনন্দে কাটবে। ব্যবসার মন্দাভাব কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক সমস্যা না থাকলেও অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন এ সপ্তাহে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃষ : শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে সামান্য সমস্যা। বাবার পরামর্শে মানসিক শক্তি বাড়বে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করায় সমস্যা হতে পারে।

মিথুন : নতুন সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা প্রবল। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। সন্তানের আরোগ্যলাভে স্বস্তি। ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে তৃপ্তি। সংসারের কোনও সদস্যের জন্যে অর্থব্যয় হতে পারে। সামান্যে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। পারিবারিক সমস্যার অবসান হবে। পেট, নার্ভের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে।

কর্কট : বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতির জন্যে আনন্দলাভ। কোনও ভুল সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করলেও এখনই ফলের আশা করবেন না। আবেগে অপব্যয়ের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যাবে। পথেঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন।

সিংহ : কাউকে অযথা উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অধিক ব্যয়ের কারণে সমস্যা তৈরি হলেও কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় তা কেটে যাবে। ভাইবোনের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। অপ্রিয় সত্যি কথা না বলাই ভালো। অহেতুক তর্কবিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা হতে পারে। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি। উচ্চশিক্ষা ও পেশাদারি শিক্ষায় সাফল্য পাবেন।

কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। প্রায় বিনা কারণেই আপনার ওপর কোনও স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তা সপ্তাহের শেষভাগে কেটে যাবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। বিজ্ঞান গবেষণায় চমকপ্রদ সাফল্য।

তুলা : কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সপ্তাহটি কাটিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। নামি কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকরির সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। কোনও আত্মীয়কে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সপ্তাহজুড়ে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে কিছুটা আনন্দে থাকবেন। সন্তানের জন্য গর্ব। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

ধনু : অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার ইচ্ছার কথা খুলে বলুন। সমস্যা কেটে যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক চাপ বাড়বে। সমাজকল্যাণমূলক কাজে সুনাম ও প্রভাব বৃদ্ধি।

মকর : কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ঠিক থাকলেও পদোন্নতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। চোখের অসুখে ভোগান্তি। ভুল সিদ্ধান্তে আর্থিক ও বৈষয়িক ক্ষতির সম্ভাবনা।

কুম্ভ : রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। বেশ কিছু ঋণ শোধ করতে হতে পারে। ব্যবসায় মন্দাভাব সামান্য কাটবে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সংবাদে খুশি হবেন। ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সৃজনশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো খবর পেতে পারেন।

মীন : সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশ করে আনন্দলাভ। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। পেশাদারি শিক্ষায় সাফল্যের সূত্রে নামী কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটে যাবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ পৌষ, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬, ৪ মাঘ, সংবৎ ১৫ মাঘ বদি, ২৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। রবিবার, অমাবস্যা রাত্রি ১।৩২। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১০।৫৬। হর্ষণযোগ রাত্রি ১০।১৬। চতুষ্পাদকরণ দিবা ১২।৫৩ গতে নাগকরণ রাত্রি ১।৩২ গতে কিস্তুঘ্নকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১০।৫৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৬।৫৬ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ১০।৫৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, রাত্রি ১।৩২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।২৭ গতে ১।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৭ গতে ৩।৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫৬ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।৮ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৯।৫৬ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১।৩২ গতে পুনর্যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৭ গতে পুনর্যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ – (শ্রাদ্ধ) -অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মৌনী অমাবস্যা। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ১।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৭ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১২।১৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ গতে ৯।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী 5'-3", সুদর্শন, ফর্সা, 26, MBA, Siliguri মামা বাড়ি। বড়পেটার প্রবাসী, শিক্ষিত সচ্ছল পাত্র কাম্য। সত্বর যোগাযোগ। (M) 9435189771. (C/119977)

■ পাত্রী P.G., 26+/5'-3", সুন্দরী। ভাই MBBS, Dr., প্রফেঃ, সঃ চাঃ, লম্বা, সুন্দর পাত্র চাই। 9614900795. (C/119934)

■ জেনারেল, 30+/5'-2", M.A. (বাংলা), শ্যামবর্ণ, দেবারি, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। (M) 9002518594. (C/113661)

■ পাত্রী M.A., B.Ed., বয়স ৩৮। আলিপুরদুয়ারের মধ্যে দেবনাথ পাত্র কাম্য। 8944868768. (C/119975)

■ Falakata, রাজবংশী, 25/5'-4", B.A., English Honrs., B.Ed., M.A., Music Expert, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 7602992987. (C/119976)

■ মণ্ডল (নঃ শূঃ), 28/4'-11", M.Sc. (Math), রেল Group-C কর্মরত (NJP), 32-এর মধ্যে শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও ঘটক কাম্য নয়। 9641390194. (C/119986)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, 30+/4'-10", Dr. MD (General Medicine) final yr. পাত্রীর জন্য Dr. (MBBS/MD/MS/DNB/DM/M.Ch.) পাত্র চাই। Caste no bar. (M) 9064566374. (C/118798)

■ ব্রাহ্মণ পাত্রী এবং একমাত্র কন্যা। 5'-3"/30+, M.A., M.Sc, বাবা ও মা জীবিত। শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। কন্যা বর্তমানে চাকরিরত। দাবিহীন, সরকারি চাকুরে (প্রাধান্যে) ও ছোট পরিবারের উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (পাত্র শিলিগুড়ি অথবা জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য)। (M) 8388094161. (M/M)

■ কায়স্থ, 24+/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা। পিতা-সঃ চাকরিরত, মাতা গৃহিণী, কোচবিহার নিবাসী। সঃ চাকুরে পাত্র চাই, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। Ph.No. 8509532186. (C/118994)

■ নমঃ, 25, M.A., B.Ed., 5'-2", বাবা চা-বাগানের এগজিকিউটিভ, মা সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9647748106. (S/C)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27/5'-4", MBBS পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ (Doctor) পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ- 9002630098 (7 P.M. to 10 P.M.). (C/119282)

■ উঃ বঃ নিবাসী, 33+, SBI Officer পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। Mob.No. 9477037027. (B/S)

■ পাত্রী 26, সুন্দরী, ইসলামপুর, শিলিগুড়ির মধ্যে ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7908370239. (C/120029)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা, 36/5'-3", কায়স্থ, M.A., B.Ed., জলপাইগুড়িতে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্র চাই। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন- 8250470063. (C/119277)

■ রাজবংশী, ২৯ বং, ৫'-২", M.A., চাকুরে পাত্র চাই। 8927316191. (K)

■ কায়স্থ, ২৭/৫'-২", B.A.(H), D.El.Ed., গানজানা, স্লিম, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ : 9775425929. (A/K)

■ বারুজীবী দত্ত, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/118793)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5'-6", সরকারি চাকরিজীবী (Gr. B. অফিসার), আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার সংলগ্ন সঃ চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব 34, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9832386037 (7 P.M. - 11 P.M.). (C/118795)

■ পাত্রী সরকারি (SC), 28/5'-2", H.S. (83.8%) 91% Ben.(H) ২য় বর্ষ (জলঃ, হাকিমপাড়া)। নেশাহীন, দাবিহীন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9832659696. (C/119286)

■ সুশ্রী, কায়স্থ, ৪০+/৫'-১", Eng., M.A., B.Ed., কর্মরতা, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য অবিবাহিত বা ইস্যুলেস ডিভোর্সি জলপাইগুড়ির চাকরিজীবী/উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ, শুধু অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। 7718434825. (C/119281)

পাত্র চাই

■ Gen., 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, শান্তস্বভাবের পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত যোগ্য ভদ্র পরিবারের ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। Mob : 8597635530. (C/119278)

■ 29, Tet Pass, 5'-3", ফর্সা, স্লিম পাত্রীর জন্য উঃ বঙ্গের মধ্যে সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8250691836. (C/119280)

■ একমাত্র কন্যা, ৩৫/৫'-৩", দেবারিগণ, চাকরিরতা, ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434340981. (C/119285)

■ কায়স্থ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 26+/5'-3", B.A. Hon(Eng.), D.El.Ed., পলিটেকনিক ফাইনাল ইয়ার, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। কেবল পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন : 6294316967. (C/118800)

■ পাত্রী কায়স্থ, 25/5'-1", একমাত্র কন্যা, B.Sc. Computer Science (Hon.), পাত্রী সরকারি চাকুরের জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 6296503975. (C/120030)

■ রাজবংশী, 33+/5'-3", ডাবল M.A., 2-ডিপ্লোমা জানা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রফেসর/ইঞ্জিনিয়ার/সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8346028562. (C/113665)

■ ৩০ বৎসর বয়সি, কর্মকার, পাঁচ ফিট, ফর্সা ও সুন্দরী, সরকারি হাসপাতালে নার্সিং অফিসার পদে নিযুক্তা এবং এমএসসি নার্সিং পাঠরতা পাত্রীর জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিযুক্ত স্বঃ ও অসবর্ণ, দাবিহীন পাত্র চাই। ডাক্তার ও অধ্যাপক অগ্রগণ্য। 9547376925, রাত ৭টা। (C/120019)

■ 5'-2", ফর্সা, দেবারিগণ, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, 31+, প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরতা, এমন পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9832015556. (C/120020)

■ 31, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সঃ অধ্যাপক/অফিসার/ব্যাংক/রেল/উপযুক্ত সঃ কর্মী পাত্র চাই। (M) 9002875953. (C/120025)

■ কায়স্থ, 30, B.Tech.(Civil), 5'-0", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর অনূর্ধ্ব 36, উত্তরবঙ্গের স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (W/Ap) 9531628465, (M) 8972766858 (6 P.M. - 10 P.M.), ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (S/C)

■ ঘোষ, 34/5', শ্যামবর্ণ, সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed., পাত্রীর জন্য উঃ বঃ নিবাসী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 6294577459. (C/120027)

■ পাত্রী শীল, ৩১ বছর, গ্র্যাজুয়েশন পাশ, সুশ্রী, কর্মরত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। বালুরঘাট। 7585011486. (C/120028)

■ বয়স 50, বিধবা, রেলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : 9330107427. (K)

■ বয়স 24, ঘরোয়া, M.A. পাশ, পিতা সোনার ব্যবসায়ী। পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9230648121. (K)

■ বয়স 38, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, হাইস্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ রাজবংশী (SC), 28/5'-0", M.A., প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরতা, পিতা L.I.C. Officer, একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র (33) চাই। Ph : 6294030046. (C/120031)

■ রাজবংশী, ২৬/৫'-৮", M.Sc., B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য Govt. A/B Gr. চাকুরে পাত্র চাই। Mob : 9832596963. (C/118996)

■ ঘোষ, 27, B.Tech., 5', ব্যাঙ্গালোরে job করে। ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো, যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/120036)

■ ব্রাহ্মণ, 37/5', M.A., সুশ্রী, সঃ চাঃ পাত্রীর জন্য সঃ/অসঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি নিবাসী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 8509913221. (C/119291)

■ কায়স্থ, সিভিল Eng. পাশ, 30/5'-4", পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9547513771. (C/119290)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", M.Sc. (Chem.), B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য ডাক্তার/প্রফেসর/বিজ্ঞানী/উচ্চপদে চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7364928982. (D/S)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, M.Tech. পাশ এবং MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, MCA পাশ, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc. (Math), ও B.Ed. পাশ, গানে বিশারদ ও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, প্রকৃত সুন্দরী, B.Tech. পাশ করে প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরতা কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 7596994108. (C/119770)

■ 30 বছর বয়সি, M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9593704442. (C/119770)

পাত্র চাই

■ বৈশ্য সাহা, 27/5'-5", B.Sc., M.A., D.El.Ed., জলপাইগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী কন্যার জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9064366453. (C/119770)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 31/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 9832015615. (C/119770)

■ শিক্ষিত পরিবার, পাত্রী সরকারি চাকরিরতা, 5'-4", সুশ্রী, Slim, সংসারী। 45 অনূর্ধ্ব, সুশিক্ষিত, সুউপায়ী, নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7477866311, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/119770)

■ 25/5'-2", B.Sc., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য Govt./ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8653243203. (C/119770)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5'-3", M.Sc., Govt. Bank-এ কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/119770)

পাত্রী চাই

■ পাল চৌধুরি, 35, B.A., 5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434493752. (C/120021)

■ 34 বছর, 5'-6", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি কাজ করে পাত্রের জন্য সুন্দরী, 23-27 পাত্রী কাম্য। 8250589468. (C/120022)

■ বিটেক, এমবিএ, মাস্টার্স (আইআইটি কানপুর), HSBC (Global Bank) কলকাতায় কর্মরত, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, কায়স্থ, মাঙ্গলিক (কাটানো), দেবারি, ধনু, 32/5'-8", পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী চাই। মোঃ 9434424039. (C/120024)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন, একমাত্র সন্তান, 29/6', B.Sc. (Math), নিজ বাড়ি (তিনতলা), পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। 27 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9832492004. (C/120026)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, রাজবংশী, M.Sc. পাশ ও সরকারি স্কুলে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, বয়স ৩৮, শিক্ষিতা, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/119770)

■ জন্ম ১৯৯৪, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 8967180345. (C/119770)

■ 31/5'-1", গ্র্যাজুয়েট, প্রকৃত সুন্দরী, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8597767440. (C/119770)

■ কায়স্থ, 23, B.Sc. পাশ, পরমা সুন্দরী, গানজানা, বনেদী পরিবারের পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9734485015. (C/119770)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ সুন্দরী, ফর্সা, ২৫ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, বাঙালি পাত্রী। নামী সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। প্রতিষ্ঠিত ও ভদ্র সুপাত্র কাম্য। 080-69072051. (C/119776)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, 36+/5 ft. 7 ইঞ্চি, IIT Bombay-এর Assistant Professor (physics), বাবা প্রয়াত, মা Retired, একমাত্র বোন বিবাহিত, উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, ফর্সা, ভালো পরিবারের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। WhatsApp : 9800070474. (C/120018)

■ কায়স্থ, 32/5'-6", B.Tech. (Civil), একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ব্যবসা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মচারী। পাত্রের জন্য ২০ ঊর্ধ্বে শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9851146036. (C/120035)

■ 30+/5'-6", জেনারেল, রাজ্য সরকারি স্থায়ী কর্মী, মা পেনশনভোগী, একমাত্র সন্তানের জন্য স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, 29 বছরের মধ্যে স্বর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 8116211167. (A/B)

■ EB কায়স্থ, দিল্লী, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times, 35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob. 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ SC, 29/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Tech., রেলওয়েতে স্থায়ী পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 26, পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকা অগ্রগণ্য। ঘটক/Matrimony নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434816207. (C/120034)

■ কোচবিহার নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 32/5'-10", English-এ M.A., M.Phil ও B.Ed., বেসরকারি H.S. শিক্ষকের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 25-30 বছর বয়সি কর্মরতা সুপাত্রী কাম্য। ঘটক ও ম্যাট্রিমনি সার্ভিস নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ- 9832534177. (C/118999)

পাত্রী চাই

■ রাজ্য সরকারি গ্রুপ-B পদে কর্মরত, (ডিভোর্সি), 37+/5'-7", পাত্রের জন্য ডিভোর্সি, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 7908258385. (C/120032)

■ কোচবিহার নিবাসী, 31+/5'-6", কায়স্থ, M.Tech., GHY IIT, Astt. Manager Chem. Engg. পদে MNC-তে কর্মরত বরোদা, গুজরাটে। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9893611319. (C/118998)

■ সাহা, 28/6', দিনহাটা, ওয়ার্ড নং 4, কোচবিহার নিবাসী, শ্যামবর্ণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ভালো পরিবারের শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8101808991. (C/120101)

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত, 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (5 P.M. - 10 P.M.). (C/120102)

■ অধ্যাপক, পিএইচডি, ৩২+/৫'-৮", তুলা, দেবারি, ভিনরাজ্যে কর্মরত। শিলিগুড়িবাসীর একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব ২৭, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) ৯৭৩৩৩০০২০০.

■ নমঃশূদ্র, 37/5'-6", M.A., D.El. Ed., TET Pass, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 32 বছরের মধ্যে পাত্রী চাই, জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9832682043. (C/119288)

■ জেঃ, 35/6', M.A. (Back), প্রঃ ঔষধ ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, সুশ্রী পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। মোঃ 8145837035. (C/119289)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", উত্তরবঙ্গ কোচবিহার নিবাসী, হায়দ্রাবাদে Investment Banking (U.B.S.)-এ কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। মোঃ নং-8250780385. (C/119000)

■ বসাক, 36/5'-8", রেলে কর্মরত, নেশাহীন ডিভোর্সি পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, অবিবাহিত/ডিভোর্সি/বিধবা, সুশ্রী, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। সঃ চাকুরে অগ্রগণ্য। 9339977655. (D/S)

■ কোচবিহার নিবাসী, শিক্ষিত, বনেদি পরিবার, ব্রাহ্মণ পাত্র। পাত্র M.Pharm., সরকারি চাকরিরত (ক্লার্ক), পাত্র Tall, handsome, বয়স 30, একমাত্র পুত্রের তিনতলা বাড়ি, গাড়ি। শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত, সুদর্শনা, ঘরোয়া, 23-27 বছর (5'-2" - 5'-5") পাত্রী চাই। কায়স্থ, বৈদ্য চলবে। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9046131845. (D/S)

■ বাঙালি সুপাত্র, জন্ম ১৯৯৩, উচ্চতা ৫'-১০", SC, রাজবংশী। ভারতীয় রেলওয়েতে সম্মানজনক পদে কর্মরত। ভদ্র, শিক্ষিতা ও সুসংস্কৃত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69103014. (C/119776)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-8", একমাত্র সন্তান, নিজস্ব বাড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 24, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9476157571. (C/119770)

■ পাত্র ৩২, শিলিগুড়ি, বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত, দাবিহীন, এই মুহূর্তে নিজস্ব বাড়ি নেই, সাধারণ পরিবারের সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9474035670. (C/119775)

■ কোচবিহার নিবাসী, 32/5'-8", B.Tech., Govt. Bank-এ কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9635575795. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৪, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119770)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৪১, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, M.Tech. পাশ, PWD-তে সিনায়ার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119770)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech., MBA ও সরকারি ব্যাংক-এ অফিসার পদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119770)

■ কুম্ভকার, 31+/5'-9", B.Tech., বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 8918369131. (C/119293)

পাত্রী চাই

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসার পদে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119770)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৪৯, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা উভয়ই মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/119770)

■ জন্ম ১৯৮৪, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Sc., Ph.D., সেন্টঃ গভঃ চাকরিরত। এইরূপ পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119770)

■ ব্রাহ্মণ, 35, M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, একমাত্র পুত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্রী চাই। জাতিভেদ নাই। 9836935367. (C/119770)

■ কায়স্থ, 33/5'-9", M.Sc., MBA, Cent. Govt. মিনিস্ট্রী অফ কালচার অফিসার পদে কর্মরত ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9733066658. (C/119770)

■ ডিভোর্সি, কর্মকার, ৩২/৫'-৯", ব্যবসায়ী পাত্র। ডিভোর্সি, বিধবা, জেনারেল, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9933133251. (C/119770)

■ 32/5'-8", M.A., B.Ed., লেকচারার (প্রাইভেট কলেজ) দাবিহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। পাত্রের পিতা-মাতা প্রয়াত। 6001416719. (C/119770)

■ গন্ধবণিক, শিলিগুড়ি, 31/5'-10", নরগণ, সঃ ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, স্বর্ণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 9851084901. (C/119772)

■ পূর্ববঙ্গ, ব্রাহ্মণ, 29 বৎসর, 5 ft. 10 inch, মেষ রাশি, নরগণ, স্থায়ী নিবাস শিলিগুড়ি, পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, B.Tech., Comp. Engineer, সুদর্শন, পুনেতে আমোরিকান কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, পুনেতে কর্মরত বা বদলি হইতে ইচ্ছুক 24 থেকে 27-এর মধ্যে ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষিতা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। পাত্রীর স্থায়ী নিবাস উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9339452189. (C/119772)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 36/5'-6", একমাত্র ছেলে। নামমাত্র ডিভোর্সি, ফোটো জার্নালিস্ট। পিতা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, মাতা গৃহিণী। পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8637052036, 9832468139. (C/119772)

■ বাঙালি, সুন্নি মুসলিম, জন্ম ১৯৯২, M.Sc., সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। শিলিগুড়ির সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের সন্তান। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9164400029. (C/119776)

■ ১৯৯৪ সালে জন্ম, বাঙালি কায়স্থ পাত্র, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, Sr. Software Engineer (৭৫ LPA)। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 080-69072051. (C/119776)

■ ব্রাহ্মণ, 5'-6",/31, শাণ্ডিল্য গোত্র, জলপাইগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোঃ- 9382068177. (C/419284)

■ সেন (শীল) শিলিগুড়ি নিবাসী 32 বছর 5'-6" বয়সি দেবগণ B.Com/MBA ছেলে বেসরকারি Bank-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী নিজ বাড়ি ছোট পরিবার পাত্রের জন্য উচ্চ শিক্ষিতা ফর্সা সুন্দরী গৃহকর্ম জানা ঘরোয়া পাত্রী চাই। কোনওরূপ কাস্টবার নাই। 9434106551, 9832464999. (C/120005)

■ কায়স্থ, 32/5'-10", Software Engineer, Bangalore-এ কর্মরত, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M : 8337836673. (C/119991)

■ কোচবিহার নিবাসী, চাকরিজীবী, ডিভোর্সি, 45+/5'-4", B.A. Hons. পাত্রের জন্য সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M : 9933992593. (C/118989)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 38+, উচ্চতা 5'-7", Auction-এর ব্যবসা, প্রাইভেট কোম্পানিতে Valuation কর্মরত ও জমিজমা। ছোট পরিবার মা ও ছেলে। মা পেনশনার (G.O.V.T), সুশ্রী, পাত্রী চাই। (একমাত্র পুত্র)। M : 9832539450. (C/118990)

■ ব্রাহ্মণ, 35+ বছর, M.Sc. D.El, Ed, ফর্সা, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই। যোগাযোগ- 8436102180/8967036946. (C/119283)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৪০+ ডিভোর্সী পাত্রের জন্য শিশুসন্তান সহ ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী কাম্য। 97493-96834. (C/119279)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S. পাশ, প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, B.A. পাশ সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। M : 9432190886. (A/K)

■ ব্রাহ্মণ, নেশাহীন, 40, মেডিসিন ডিস্ট্রিবিটার, দাবিহীন, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। কাস্ট বার নেই। M : 9851332051. (C/118796)

■ মণ্ডল 30/5'-7" মালদা নিবাসী B.Tech (KIIT), রাজ্য সরকারের Engineer (MBL), এক ভাই, বোন বিবাহিত, পুত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুপাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M : 6289798996/6295400821. (C/120002)

■ দাবিহীন, রায়গঞ্জ, ক্ষত্রিয়, অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুলের শিক্ষকের একমাত্র পুত্র, মেয়ে নেই। B. Tech, 32+/5'-9", ব্যবসা (মিল), তিনটি দোতলা বাড়ি, কৃষি জমি আছে। বাবা- মা ইসকন ভক্ত। সুশ্রী পাত্রী চাই (5'-2")। অসবর্ণ চলিবে। M : 8967175765. (C/120003)

■ জেনারেল সরকারি কর্মচারী, 33+/5'-9", পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য মানানসই, শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M : 9641250953. (S/C)

■ রাজবংশী, ৩১, শিলিগুড়ি, সরকারি ডাক্তার, বিয়ের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত পাত্রীর খোঁজ চাই। যোঃ 8250627818. (C/120008)

■ ব্রাহ্মণ, 37, স্নাতক, সরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী অনধিক 30 বছর ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। M :9382489074. (C/119274)

■ পাত্র 31/5'-8" Gen B.Tech. রেলে কর্মরত, ফর্সা সুশ্রী অনূর্ধ্ব ২৬ সরকারি চাকুরিরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। Mob - 9775494408. (M-115452)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 29 B.Com pass, পাল, কায়স্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ন্যূনতম B.A. পাশ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। একমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন। ঘটক বা Matrimony site নিষ্প্রয়োজন। M : 9832383417. (C/120011)

■ নমঃশূদ্র, 30/5'-7" ইসরোর বিজ্ঞানী পাত্রের 24-27, ফর্সা, সুশ্রী, উপযুক্ত সঃ/অসঃ পাত্রী চাই। ঘটক/সংস্থা বাদে। M : 8372912341. (C/118992)

■ কায়স্থ,30/5'-4", B.Tech, ব্যাঙ্গালোরে প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। M : 7319477389. (C/118799)

■ WB ব্রাহ্মণ, 35/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী, অনূর্ধ্ব 30, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, উঃ বঙ্গ পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7001917551. (C/119870)

■ উচ্চ প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, 32, পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী চাই। 7479265127. (C/119979)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 26/5'-7", দেবারিগণ, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য 20-22/5'-3", ফর্সা, ঘরোয়া, দেবারিগণ পাত্রী কাম্য। Ph : 9932516255. (C/119980)

■ কায়স্থ, পাত্র 28 yrs./5'-4", আলিম্যান গোত্র, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9474379205. (C/119981)

■ ব্রাহ্মণ, 34, M.A., 5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি, নামমাত্র বিবাহ (১ দিন), একমাত্র পুত্রের ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। স্বল্পকালীন ডিভোর্সি চলিবে। (M) 8918034185. (S/C)

■ পূঃ বঃ বৈদ্য (দাশগুপ্ত), 38+/5'-10", M.A., DITA, আয়-FD, বাড়ি ও দোকান ভাড়া। নিজস্ব বাড়ি, জমি। মা পেনশনভোগী। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, শিক্ষিত, 25-32'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (রায়গঞ্জ)। 8942060035. (C/119989)

■ Barujibi groom 35/5'-8", B.Tech., MNC job in Bengaluru, seeking suitable bride (Mangalik preferable). Parents 9546556700. (C/119972)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119763)

বহু প্রতীক্ষার পর শনিবার জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। হাইভোল্টেজ অনুষ্ঠানেও সরব মমতা।

মেঘওয়ালকে এড়ালেন মমতা

পূর্ণেন্দু সরকার ও সৌরভ দেব

মঞ্চে ফের বঞ্চনার অভিযোগ

উদ্বোধনী মঞ্চে মমতা, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেঘওয়াল।

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : 'বিচার বিভাগের পরিকাঠামো তৈরিতে কেন্দ্র থেকে কোনও অর্থ রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে না।' শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী মঞ্চে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়ালের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর ওই বক্তব্যে কার্যত রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের যে সংঘাত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনেই ফের একবার ধরা পড়ল। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়ে যান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী।

এখানেই শেষ নয়, অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে থাকা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সহ অন্য বিচারপতিদের নিজের হাতে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন। কিন্তু দেখা যায় মঞ্চে থাকা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে এড়িয়ে যান তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। মঞ্চে যখন রাজ্য-কেন্দ্র তর্জা চরমে, ঠিক তার আগের মুহূর্তে উলটো ছবি ধরা পড়ল অতিথি আসেন। মঞ্চের সামনের সারিতে বসা তৃণমূলের রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে করমর্দন করতে দেখা গেল জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়কে। যার সাক্ষী থাকলেন সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে অতিথিদের আসনে থাকা আইনজীবীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থবরাদ্দে বঞ্চনার শিকার রাজ্য সরকার তা বিভিন্ন সময় দাবি করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বা রাজনৈতিক মঞ্চে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে বহুবার দেখা গিয়েছে। সেই একই ছবি আবারও দেখা গেল এদিন কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ভাষণে বলতে শোনা যায়, সার্কিট বেঞ্চ তৈরির জন্য রাজ্য সরকার ৪০ একর জমি প্রদানের পাশাপাশি ৫০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে। খরচের প্রসঙ্গে টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত আমাকে বহুবার বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো তৈরিতে টাকা দিতে বলতেন। আমরা সার্কিট বেঞ্চ তৈরি করা ছাড়াও এক হাজার দুশো কোটি টাকা খরচ করে ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত, ৭টি পকসো আদালত, ৪টি লেবার কোর্ট, ৬টি জেলা আদালত এবং ৮টি মহকুমা আদালতের পরিকাঠামো তৈরি করেছি।'

এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় দাবি করেন, 'আমরা বিচার বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়নে এত খরচ করছি, কিন্তু এই খাতে কেন্দ্র সরকার আমাদের একটি টাকাও দেয় না।' মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে কার্যত অস্বস্তিতে পড়ে যান মঞ্চে থাকা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। অন্যদিকে অনুষ্ঠান মঞ্চে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পালটা দাবি করে বলেন, 'দেশজুড়েই বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নত করা ও ই-কোর্ট আইনি পরিষেবা খাতে মোট ৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে কেন্দ্র। প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্র আরও করবে। আমরা চাই মানুষ সুষ্ঠু আইনি পরিষেবা পান।'

- প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সহ অন্য বিচারপতিদের নিজের হাতে উত্তরীয় পরান মমতা
- কিন্তু মঞ্চে থাকা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীকে এড়িয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী

মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টারে অনুষ্ঠানে সূর্য কান্ত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে শনিবার হেলিকপ্টারে বাগডোগরা থেকে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। বিমানে বাগডোগরায় নেমে সেখান থেকে সড়কপথে তাঁর জলপাইগুড়িতে রওনা হওয়ার কথা ছিল। বিমানবন্দরে কনভয়ও তৈরি ছিল। কিন্তু তাঁর বিমান বাগডোগরায় পৌঁছাতে অনেকটাই দেরি করে। ফলে সড়কপথে জলপাইগুড়ি রওনা হলে পৌঁছাতে অনেকটাই দেরি হয়ে যেত। এই খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হেলিকপ্টার ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেন।

যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক অথবা মুখ্যমন্ত্রীর তরফেও কিছু বিবৃতি দেওয়া হয়নি। বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভেদ নাজিম দেশের প্রধান বিচারপতির হেলিকপ্টার ব্যবহার নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, 'এটা আমরা প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে পারি না। তবে এটা বলতে পারি, অনুষ্ঠান শেষে সকলেই সন্ধ্যায় বিমানে ফিরে গিয়েছেন।'

মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস এবং কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দু'দিনের সফরে শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়িতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। রাতে উত্তরকন্যার অতিথি নিবাস কন্যাশ্রীতে থেকে শনিবার দুপুরে তিনি সড়কপথে জলপাইগুড়ি রওনা হন। বেলা ১২টার কিছু পরেই মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্য হাইকোর্টের বিচারপতিরাও দুপুরের মধ্যেই জলপাইগুড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে জলপাইগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল। সরকারি সূচি অনুযায়ী, সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর ২টোয়। ৩.৩০ মিনিটে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ভাষণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বেনারস থেকে আসছেন। তাঁর বিমান অনেকটাই দেরিতে বাগডোগরায় পৌঁছাবে।

> **এটা আমরা প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে পারি না। তবে এটা বলতে পারি, অনুষ্ঠান শেষে সকলেই সন্ধ্যায় বিমানে ফিরে গিয়েছেন।**
>
> **নাভেদ নাজিম** ডিরেক্টর, বাগডোগরা বিমানবন্দর

রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে প্রস্তাব দেন যে, বাগডোগরা বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার রাখা রয়েছে। সেই হেলিকপ্টারেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জলপাইগুড়িকে নিয়ে আসা যেতে পারে। এর পরেই নির্দিষ্ট জায়গায় প্রস্তাব পৌঁছায় এবং সবুজ সংকেত মিলতেই সড়কপথের বদলে আকাশপথে প্রধান বিচারপতিকে বাগডোগরা থেকে জলপাইগুড়িতে উড়িয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়। জলপাইগুড়ির আসাম মোড় সংলগ্ন স্থায়ী হেলিপ্যাডটি দ্রুত তৈরি করা হয়। এর পরে বিমানে বাগডোগরায় নেমেই হেলিকপ্টারে চাপেন সূর্য কান্ত। বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে হেলিকপ্টার জলপাইগুড়িতে পৌঁছায়। পৌনে চারটা নাগাদ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সড়কপথে বাগডোগরায় ফিরেছেন। সেখান থেকে বিমানে কলকাতায় ফিরেছেন। প্রায় একই সময়ে মুখ্যমন্ত্রীও সড়কপথে জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরেন।

সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। জলপাইগুড়িতে শনিবার।

স্থায়ী বেঞ্চের আশ্বাস কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চকে স্থায়ী বেঞ্চে পরিণত করার বিষয়টি কেন্দ্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এমনকি মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলা যাতে যুক্ত হয়, সে ব্যাপারেও কেন্দ্র ভাবনাচিন্তা করবে। শনিবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে বসে এমনই আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জেলা বিজেপি অফিসে যান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একথা তৃণমূলের বোঝা উচিত। প্রধানমন্ত্রী সার্কিট বেঞ্চের শিলান্যাস করেছিলেন।' পরিকাঠামো গড়ে তোলা রাজ্য সরকারের কাজ, স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি।

এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে দলীয় লিগ্যাল সেলের সঙ্গেও বৈঠক করেন মন্ত্রী। লিগ্যাল সেলের তরফে আইনজীবী সৌজিৎ সিংহ সার্কিট বেঞ্চকে স্থায়ী বেঞ্চ করার দাবি তোলেন। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের তিন জেলাকে যুক্ত করার কথা বলেন। এই দাবি শীর্ষ মহলে জানানোর আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। এরপরেই তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে যে অর্থ খরচ হয়, তা রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা। সে কাজই রাজ্য সরকার করেছে। কেন্দ্র প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই রাজ্যকে টাকা দেয়। কিন্তু মাননীয়া সব প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামে চালান। এর উত্তর ভোটবাক্সে মানুষ দেবেন।' সার্কিট বেঞ্চের বাইরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে। সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের অক্ষমতা সামনে আসছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে। না হলে রাজ্যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে।' আইপ্যাক সংক্রান্ত ইডি মামলা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'মামলাটি পেন্ডিং রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে টিপ্পনীও করেছে।' এদিন জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামল রায়, জেলা নেতা দধিরাম রায়, লিগ্যাল সেলের সৌজিৎ সিংহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তিনি সার্কিট হাউসে যান এবং সেখান থেকে সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এদিকে, জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের দীর্ঘ আন্দোলনে জড়িত প্রবীণ আইনজীবী ও সার্কিট বেঞ্চ দাবি আদায় সমন্বয় সমিতির সভাপতি কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এত বছর পর স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন হল। শান্তি পেলাম। কিন্তু স্থায়ী বেঞ্চ চালুর দাবি এখনও ছাড়ছি না।'

বিচারের দাবি নিয়ে সার্কিট বেঞ্চের সামনে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : উদ্বোধনের দিনই বিচার চেয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অদূরে বসে পড়লেন এক তরুণ। শিলিগুড়ি ঠাকুরনগরের বাসিন্দা হরিপদ রায় বিশেষভাবে সক্ষম। শনিবার উত্তরবঙ্গে ন্যায়ের বিচারের নতুন দরজা খুলছে। আর তরুণের এভাবে বসে পড়া অনেকের নজর কেড়েছে। পরে পুলিশ তাঁকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। হরিপদর দাবি, পুলিশ প্রশাসন দাবিগুলো শুনে আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

প্রথমে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের বিপরীতে থাকা জাতীয় সড়কের পাশে ও পরে ডিভাইডারের উপর এসে বসেন তিনি। তাঁর হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। বিশেষভাবে সক্ষমকে বসে থাকতে দেখে ভিড় জমান অনেকে। তাঁর একটি ক্র্যাচারেও লাগানো রয়েছে প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা রয়েছে, 'মামা মা-কে ঠকিয়ে নেওয়া জমি ফেরত পেতে সাহায্যের আশায় দাবি জানাচ্ছি। ভিক্ষা করে মা-কে খাওয়াই, আমার পা ভাঙা। তাই অনেকেই ভিক্ষা না দিয়ে হ্যারাসমেন্ট করে। প্রতিবন্ধী ভাতা নেই, কেউ কি পাশে দাঁড়াবেন না? আমার এই জন্মভূমিতে কেউ কি টাকা ছাড়া কেস লড়ে দিতে পারবেন? মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে দিদিকে বলো সহ বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছি।'

প্রশ্ন করা হলে হরিপদ বলেন, 'আমার মা মানসিক ভারসাম্যহীন। আগে ফুড ডেলিভারির কাজ করতাম। এখন সাহায্য নিয়ে চলছি। আমার মামারা মায়ের নামে থাকা সমস্ত জমির টাকা আত্মসাৎ করেছেন। দিদিকে বলো-থেকে বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছি। কোনও সুরাহা মেলেনি। এদিন সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন উদ্বোধন হল। এখানে সকলে ন্যায়বিচারের আশায় আসবেন। আমিও এসেছি। কোনও সহৃদয় আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের কেসটি লড়েন, সেই আবেদন জানাতে এসেছি। আমার মা তাঁর প্রাপ্ত জমি অর্থ পেলে এভাবে প্রতিদিন ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালাতে হবে না।'

পুলিশ তাঁকে তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে হরিপদর মন্তব্য, 'নিরাপত্তার জন্য এখানে কড়া ব্যবস্থা রয়েছে। পুলিশ আমাকে ডিভাইডার থেকে তুলে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার কথা শুনে পরবর্তীতে কথা বলার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হরিপদকে ওখানে দেখা গেলে পরবর্তীতে আশ্বাস পেয়ে বাড়ি ফিরে যান।

বালি পাচার রুখতে ময়দানে পদ্ম বিধায়ক

শামুকতলা, ১৭ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই শামুকতলা এলাকার বিভিন্ন নদীবক্ষ থেকে বালি পাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। শনিবার সেই নদীগুলি পরিদর্শনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। কীভাবে বালি পাচার হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য গ্রামবাসীদের থেকে সংগ্রহ করেন। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও এব্যাপারে কথা বলেন। এরপরেই সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার প্রতিটি নদী থেকে বালি লুট চলছে। সারারাত ধরে বালি পাচার চলে। তিনি বলেন, 'স্থানীয় ক্ষমতাশালী নেতা এবং পুলিশ-প্রশাসনের মদত ছাড়া এভাবে বালি পাচার হতে পারে না। এই বালি পাচার বন্ধ না হলে আমরা থানা ঘেরাও করব!' এদিন বিধায়কের সঙ্গে এলাকার বিজেপি নেতারাও নদী পরিদর্শনে যান।

বিধায়ক এদিন শামুকতলায় এসে অভিযোগ করেন, জয়ন্তী ছাড়াও বিভিন্ন নদীবক্ষ থেকে বালি পাচার চলছে। সেখানে তিনি বলেন, 'যাঁরা এই বালি পাচারের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের তালিকা তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেব। এরপরেও এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।'

তবে বিষয়টি অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজেন মিঞ্জ বলছেন, 'ভোট এলেই কুমারগ্রামের বিধায়ক এই ধরনের নানা মিথ্যে অভিযোগ এনে এলাকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। দলীয়ভাবেই আমরা এর মোকাবিলা করব।' তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সভাপতি জ্যোতি দাস অধিকারী জানান, নানা কায়দায় বিধায়ক বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দলের কেউ কোনও অবৈধ কাজে যুক্ত নেই। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার যতই চেষ্টা চলুক, সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।'

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত R চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ ও প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন
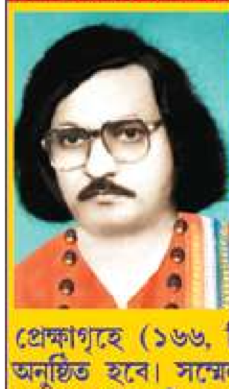
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজের পরিচালনায়
ড. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
মহাশয়ের উদ্যোগে ৪৮তম আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ ও প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন আগামী ২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মহাজাতি সদন প্রেক্ষাগৃহে (১৬৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কোলকাতা-৭) অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে উত্তরীয়, ব্যাগ, স্মারক পত্রিকা এবং চা/কফি সহ মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা থাকবে। অ্যাওয়ার্ড, টাইটেল ও প্রবেশপত্রের জন্য অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। অফিস ● ১৬, এস. কে. দেব রোড (লেকটাউন), কোলকাতা-৪৮ ● ৮, আশুতোষ শীল লেন, কোলকাতা-৯।
9903744515/7596999070
9711638838/9433094470
9038400570/9830923597/9339844948
☎ 033-2521-3300/7802,2360-1224

ডিসান কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত
অ্যাক্সিডেন্টের চিকিৎসা মানেই ডিসান

রবিন রোজকার মতন স্কুটিতে অফিস যাচ্ছিল। একটু তাড়া থাকায় জোরেই চালাচ্ছিল স্কুটি। হঠাৎ এক বাঁকের মুখে স্কুটি নিয়ে রবিন জোরে আছড়ে পড়ল। রাস্তার আশেপাশের লোকজন দৌড়ে এসে ওঁকে তুলে জল দিয়ে সুস্থ করল। তারপর কাছেই ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু ওঁকে পরীক্ষা করে বুকের X-Ray ও মাথার MRI করতে বলেন। এর মধ্যে বাড়ির লোক এসে যাওয়ায় তারাই সব ব্যবস্থা করে। MRI তে মাথার বাঁ দিকে স্পট পাওয়া যায়। কিন্তু বাড়ির লোক সেটা গুরুত্ব দেয় না। ঠিক ২দিনের মাথায় সকালবেলায় রবিন ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়ে পড়ে যায়। বাড়ির লোক ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কিন্তু রবিনের অবস্থা খুবই খারাপ হতে থাকে। বাবা, মা এবার কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না, ঠিক এই সময় রতনদা শিলিগুড়ির ডিসান হসপিটালের কথা বলল। কারন ডিসান ক্রিটিকাল কেসের চিকিৎসায় একটুও সময় নষ্ট করে না। রবিনের বাবা ও ভাই মিলে ডিসানের এমার্জেন্সিতে নিয়ে এলে দেখা যায় যে ওঁর জ্ঞান নেই, ব্লাডপ্রেশার ওঠানামা করছে। ডিসান হসপিটালে ফের MRI করাতে দেখা যায় মাথার ভেতর ব্লিডিং খুবই বেশী হচ্ছে। ডিসানের নিউরো সার্জেনদের টিম রবিনকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে সেদিনই ব্রেন সার্জারি করে ক্লট বার করে ব্লিডিং বন্ধ করে। আস্তে আস্তে রবিন সুস্থ হতে থাকল। রোজ ফিজিওথেরাপি করে হাঁটাচলা স্বাভাবিক করা হল। এর কদিন পর নিউরো সার্জেনদের টিম তাঁকে পরীক্ষা করে ছুটি দিল। রবিনের বাবা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বলছিল যে ওই রাত্রে শিলিগুড়ির ডিসান হসপিটালের ডাক্তাররা MRI করে চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিল বলেই রবিন আজ ভালো হয়ে বাড়ি ফিরছে।

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
ডিসান হসপিটাল, কলকাতা
ই এম বাইপাস
✆ 90 5171 5171

AmbujaNeotia
ব্যথায় নয়,
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাঁচুন।

এখন উন্নত নিউরোসার্জিক্যাল চিকিৎসা আপনার হাতের নাগালে।
আপনার কি প্রায়ই কোমর বা ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়? পায়ে ঝিনঝিন বা দুর্বলতা অনুভব করেন? কিংবা হাঁটতে অসুবিধা অথবা মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছে? এই লক্ষণগুলো অবহেলা করবেন না।
উপলব্ধ পরিষেবা
- মিনিম্যালি ইনভেসিভ স্পাইন নিউরোসার্জারি
- এন্ডোস্কোপিক এবং মাইক্রোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি
- ডিকম্প্রেশন এবং ফিউশন প্রসিডিউর
- মেরুদণ্ডের হাড়ের ফ্র্যাকচার বা হাড় ফেটে যাওয়ার চিকিৎসা
- সিলেক্টিভ নার্ভ রুট ব্লক
আমাদের বিশেষ স্পাইন ক্লিনিকে আজই যোগাযোগ করুন
প্রতি বৃহস্পতিবার | দুপুর ১২:০০ টা – দুপুর ২:০০ টা
Emergency
0353 660 3030
Neotia Getwel Multispecialty Hospital
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা.লি.
ট্যালেন্ট বুস্টার সহায়িকা
প্রতিটি বিষয়ের ওপর দক্ষতা বাড়াও আরও সহজে
talent booster
ক্লাস VI থেকে VIII
ক্লাস IX থেকে X
Free paper bank
বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, পরিবেশ ও বিজ্ঞান
বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল, ইতিহাস, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান
বইগুলির বিশেষত্ব
✓ বিষয়ভিত্তিক সহজবোধ্য ব্যাখ্যা
✓ টেক্সট বইয়ের প্রশ্নের সমাধান
✓ পরীক্ষামুখী প্রশ্নোত্তর
✓ পরীক্ষা প্রস্তুতি/মক টেস্ট
অনলাইনে কিনতে স্ক্যান করো
www.santrapub.com
নিকটবর্তী বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে

চাকা গড়াল অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ জানুয়ারি : মালদা টাউন স্টেশন থেকে শনিবার প্রথম চাকা গড়াল বন্দে ভারত স্লিপারের। এদিনই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হল আরও কয়েকটি ট্রেনের।

ডুয়ার্সের রেলপথে সরাসরি বেঙ্গালুরু যাওয়ার ট্রেনের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেল। এদিন আলিপুরদুয়ার-বেঙ্গালুরুগামী অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয় আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে। সেখানে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সহ রেলের অন্য কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। ।

এই ট্রেনটিরই স্টপ দেওয়া হয়েছে কালচিনি ব্লকের হাসিমারা রেলস্টেশনে। দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে ট্রেনটি প্রবেশ করে এখানে। ৫ মিনিট বাদে যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। রেল দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার করে আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করবে।

অন্যদিকে, এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি রাঙ্গাপানি রেলস্টেশন থেকে আরেকটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন। এই ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নাগেরকয়েল পর্যন্ত চলবে। শিলিগুড়ি জংশন রেলস্টেশনে এদিন আলিপুরদুয়ার-পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী মালদা থেকে ভার্চুয়ালি ফ্ল্যাগ অফ করে ট্রেনটির উদ্বোধন করেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি এদিন নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলস্টেশন থেকে অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেছেন। এই অমৃত ভারত ট্রেনটি এনজেপি থেকে তিরুচিরাপল্লি যাবে।

এবারই প্রথম দক্ষিণ ভারতগামী, বেঙ্গালুরুগামী ট্রেন পেয়ে শনিবার উচ্ছ্বাসে ভাসলেন রায়গঞ্জ মহকুমার হাজার হাজার বাসিন্দা। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বহু প্রতীক্ষিত রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন হল। মালদায় মূল আনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলেও উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রান্তিক স্টেশন রাধিকাপুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আরেকটি মেল এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয় বালুরঘাট থেকে। এই ট্রেনটিও বেঙ্গালুরু যাবে।

তুলসীহাটা শাখা
জেলা - মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD
পূর্বের এলাহাবাদ ব্যাংক

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি000S693
ইমেল : S693@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক)-এর তুলসীহাটা শাখা, জেলা মালদার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১২/০২/২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৬,১৩,৪৪,২৬১/- (টাকা ছয় কোটি তেরো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত একষট্টি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক) তুলসীহাটা শাখার কাছে ১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)। ডিরেক্টর- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল এবং শীতল মোদি। নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা- গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫। নির্মাণ ভূমির ঠিকানা- গ্রাম কান্তরিয়া, পোস্ট- তুলসীহাটা, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১৪০। ২. সঙ্গীতা আগরওয়াল সুশীল কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কোলকাতা (পঃবঃ), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল- ৭২৭৮২৭৬৬২৭। ৩. শীতল মোদি অজয় মোদির স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩২৩৮৭২৮। ৪. কিরণ দেবী আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫। মোবাইল- ৯৭৩৩৪৮২৩১৯। ৫. শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫। ৬. রবি প্রকাশ আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫। ৭. লীলাধর আগরওয়াল রাম স্বরূপ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫। ৮. বিজয় কুমার মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯১২৬৫৫৬৩০৫। ৯. অজয় মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল- ৮৯৪৫০৩৭২৫১। ১০. বৈজনাথ মোদি বিশ্বনাথ মোদি (জামিনদাতা)-এর পুত্র, গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫। ১১. সুশীল কুমার আগরওয়াল মদন আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কোলকাতা (পঃবঃ), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল- ৭৯৮০৫৭৬৯৮৩। ১২. অমিত কুমার আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়ালের পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক-পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং- ১বি, দ্বিতীয় তলা, শিব মন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, (পঃবঃ), পিন- ৭৩৪০০১। ১৩. মীরা দেবী আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়ালের স্ত্রী (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক-পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং- ১বি, দ্বিতীয় তলা, শিব মন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, (পঃবঃ), পিন- ৭৩৪০০১-এতে বসবাসরত ব্যক্তির ১৬.০১.২০২৬ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে তালিকাভুক্ত ঃ-

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	১১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ দ্রষ্টব্য দলিল নং- I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ সবকটিই ০৬.১২.২০১২ তারিখের মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ডিরেক্টর কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির প্রতিনিধিত্বে এবং ২৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির দ্রষ্টব্য দলিল নং- I-৭৮৫১ ০৬.১২.২০১২ তারিখে কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির স্বত্বাধিকরণে (সম্পূর্ণ জমির পরিমাপ ১৩৮ ডেসিমেল, রাইস মিল শ্রেণির অন্তর্গত) সঙ্গে ভবন/গঠন, প্ল্যান্ট এবং রাইস মিল স্থাপন/অনুবিদ্ধ করার জন্য যন্ত্রাংশের প্রয়োজন, যেটি মৌজা- কান্তরিয়া, জে.এল নং- ১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), আসল খতিয়ান নং- ১২৭৩, ১২৭০, ১২৭১ এবং ১২৭২ এল আর প্লট নং- ৬৯৪/১১৫৭ এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির সীমানা ঃ ১১১ ডেসিমেলের জমির দলিল নং- I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ অনুসারে সীমানা ঃ উত্তর দেবেন বসাকের জমি, দক্ষিণ- ডাক বসাকের জমি এবং কিরণ দেবী আগরওয়াল এবং অন্যান্যদের জমি, পূর্ব- পিডব্লিউডি রাস্তা, পশ্চিম- বিজয় বসাকের জমি। ২৭ ডেসিমেলের জমির দলিল নং- I-৭৮৫১ অনুসারে সীমানা ঃ উত্তর- বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দক্ষিণ- চারু চন্দ্র বসাক (ডাক বসাক), পূর্ব- পিডব্লিউডি রাস্তা, পশ্চিম- বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রাংশ ঃ নির্মাণ ভূমিতে উপলব্ধ।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৩,৫৩,০০,০০০/- (টাকা তিন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ মাত্র) জমি এবং ভবন- টাঃ ৩,২৮,০০,০০০/- এবং প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রাংশের স্ক্র্যাপ ভ্যালু ঃ টাঃ ২৫,০০,০০০/-
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৩৫,৩০,০০০/- (টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ৩,০০,০০০/- (টাকা তিন লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১২.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ৫:০০
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৮৭৪২৪২৪২

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) -এ পরিদর্শন করুন অথবা আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ অংশগ্রহণ করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০-তে, রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com-এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com- পরিদর্শন করুন এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ, যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ১৬.০১.২০২৬
স্থান : তুলসীহাটা
অনুমোদিত আধিকারিক

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) শ্রী পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
২) শ্রী মুন্না রজক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোবাইল নং- ৭৭৫৫৮২২২৪৯

স্বপ্নপূরণ।। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে পড়ুয়ারা। মালদা টাউন স্টেশনে শনিবার। ছবি ঃ অরিন্দম বাগ

মোদি দর্শনে খুশি খুদেরা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৭ জানুয়ারি : দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করতে শনিবার মালদায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া অদ্রিজা মণ্ডল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারার আনন্দে আত্মহারা হয়ে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া অন্তরা কর বলে, 'এই দিনটার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না। এত কাছ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পেলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।'

প্রধানমন্ত্রী যে মঞ্চ থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেন, তার পাশেই সার দিয়ে বসানো হয়েছিল খুদেদের। মঞ্চ থেকে নেমে হেঁটে যেতে যেতে খুদেদের সঙ্গে কথা বলেন নরেন্দ্র। কোনও খুদে প্রধানমন্ত্রীকে বলে, 'স্যর আমি আপনার ফ্যান।' কেউ বলে, 'স্যর, বড় হয়ে আমি দিল্লি যাব।' প্রধানমন্ত্রী সবার কথা শোনেন। হেসে উত্তর দেন। হাতও মেলান। এত কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে, তাঁকে ছুঁতে পেরে আনন্দে আত্মহারা খুদেরা।

'বিকশিত বাংলা, বিকশিত ভারত'-এর পোস্টার বানিয়ে এদিন দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন দেখতে এসেছিল নবম শ্রেণির পড়ুয়া দেবস্মিতা সাহা। সে বলে, 'দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

মালদা শহরের রেখা মণ্ডল, শম্পা দাসরা ভারতের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার সাক্ষী থাকল। রেখা বলে, 'মালদায় বন্দে ভারতের প্রথম স্লিপার ট্রেন উদ্বোধন হওয়া আমাদের কাছে ভীষণ গর্বের।'

শোভানগর হাইস্কুলের ছাত্র রনি মণ্ডল এদিন নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রীর ছবি এঁকে এই অনুষ্ঠানে এসেছিল। স্টেজ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নজর পড়ে রনির আঁকা ছবির দিকে। নিরাপত্তারক্ষীকে তিনি নির্দেশ দেন ওই ছবিটা তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। প্রধানমন্ত্রীকে নিজের আঁকা ছবি দিতে পেরে রনি ভীষণ খুশি হয়ে বলে, 'ছবির পিছনে নিজের নাম আর ফোন নম্বর লিখে দিয়েছি। উনি যদি আমায় ফোন করেন, তাহলে খুব আনন্দ পাব।'

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুচিত্রা সরকার এদিন প্রধানমন্ত্রীর ছবি এঁকে এই অনুষ্ঠানে এসেছিল। কিন্তু ভিড়ের কারণে প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিজের আঁকা ছবিটি দিতে পারেনি সুচিত্রা। হতাশ গলায় সুচিত্রা বলে, 'সারাজীবন এই ছবি নিজের কাছে রেখে দেব।' প্রধানমন্ত্রীকে নিজের আঁকা ছবি উপহার দিতে না পেরে হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে সপ্তম শ্রেণির ঈশিতা সাহাও।

মোদির জনসভায় হনুমান ও রামের সাজে দুই খুদে। ছবি ঃ পঙ্কজ ঘোষ

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide- N.I.eT. No. **WB/APD-I/BDO-ET/25/2025-2026. Dt. 14.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/- Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

CORRIGENDUM FOR EXTENSION OF DATE FOR BID SUBMISSION
The date for submission of Sealed Tenders of various works for under mentioned NITs under Harirampur Panchayat Samity is hereby extended by the undersigned. Details please see official notice board for details. Ref. : NIT-26/OF/HRP/PS/DD to 31/ OF/HRP/PS/DD, Dated- 06.01.2026 & 07.01.2026. Last date of submission- 22-01-2026 up to 05.00 PM Date of opening of tender-22-01-2026 after 05.30 PM
Sd/- E.O.
Hrp PS. D/Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

RECRUITMENT NOTICE
The District Level Selection Committee, Darjeeling, invites applications to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA Darjeeling. For details please visit **www.wbhealth.gov.in** & **www.darjeeling.gov.in**
Sd /-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling
& Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

AIR FORCE SCHOOL, BAGDOGRA
CBSE Affiliation No. 248005
Website: www.airforceschoolbagdogra.com,
E-mail: princiafbgd@rediffmail.com
Contact No. 94759 23556, 0353-2698093

NOTICE

APPLICATION INVITED FOR REGULAR/CONTRACTUAL/ PANEL VACANCIES (ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF)

1. Written test and interview will be held from **09.03.2026 to 13.03.2026** and on subsequent days at 0900 hrs at Air Force School Bagdogra.
2. Please visit the school website www.airforceschoolbagdogra.com for details of posts, mandatory qualifications, pay scale, age limit and other details prescribed for the posts.
3. Last date for submission of application form along with all testimonials is on or before **04.02.2026**.
4. School Management Comittee (SMC) reserves the right of cancelling the selection process at any stage even after advertisement without any notice or assigning any reason.

আজ টিভিতে

কীর্তনের পর কীর্তন দুপুর ২টা স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.৪৫ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৪.৪৫ জোর, সন্ধে ৭.৪৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১১.০০ অরুন্ধতী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা, দুপুর ১২.৩০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ ইন্দ্রজিৎ, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ সতী বেহুলা, ১০.৩০ অভিমান, বিকেল ৪.০০ বচ্চন, সন্ধে ৭.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.০০ প্রজাপতি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনের মতো মন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নাম্বার-ওয়ান
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৬ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.০৯ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৫.০১ ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৯ সময়-টু, রাত ১০.১৬ স্পাইডার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫০ তলাশ, দুপুর ৩.২০ ডর, সন্ধে ৬.৫০ হাঙ্গামা, রাত ১০.০০ এলান
স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.২৮ তুমসে অচ্ছা কওন হ্যায়, দুপুর ১.২১ দরবার, বিকেল ৩.৫০ ফিদা, সন্ধে ৬.৫৫ কভি খুশি কভি গম, রাত ১০.৫৬ মর্দানি-টু
জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৫ বিবাহ, বিকেল ৩.০৯ দেবা, সন্ধে ৬.০২ ক্রু, রাত ৮.০০ আরআরআর, ১১.৪৫ ভোলা

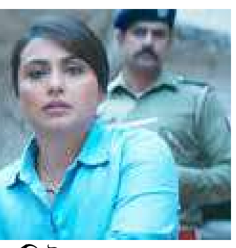

মর্দানি-টু রাত ১০.৫৬ স্টার গোল্ড টু

পিকনিক স্পেশাল পর্ব

জাফরানি চিংড়ি এবং কমলা কাসুন্দি চিকেন শেখাবেন দিপসা সাধুখাঁ। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ট্রেন টু বুসান রাত ১১.০০ স্টার মুভিজ

শিক্ষা

■ Private Tutor (Law) LLB, B.Com, BBA, Legal Studies CBSE, HS Pol Science (WB Board) 9832302513. (K)

ভাড়া

■ ভক্তিনগর পাইপলাইন বসতি বাড়িতে 20'/8', 6'/11', 6'/13. একসঙ্গে যুক্ত পাকা টিনের দোচালা ঘর অফিস অথবা গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ - 9475591001. সময় - সকাল - 9 A.M. to 9 P.M. (C/120017)

■ হোটেল মেঘনাদ প্যালেসের টপ ফ্লোর এ 1800 sq.ft এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩০০০/- ৬৫০০ sq.ft ভাড়া দেওয়া হবে, ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস-এর বিপরীতে M : 7001723159/9734093030. (A/B)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় 2 BHK এবং ২ রুমের বাড়ি ফ্যামিলিকে ভাড়া দেওয়া হবে। M : 8918542395.

■ উত্তরায়নে Ground Floor - এ 2 BHK Flat ভাড়া (গ্যারাজ সহ) দিবো। যোগাযোগ:- 9832685516. (C/119776)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ সম্পূর্ণ হাতে বানানো ঘী এবং পনীর পাইকারিতে নিতে যোগাযোগ করুন - 8392031756 (ভালো লাভজনক)। (C/119774)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ পুরোনো, নতুন, যে কোনও ধরনের বাড়ি, ঘর, বিল্ডিং, কিনে ভেঙে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, Slg - 6294310899. (C/119770)

ভাগিরথি দুধ

■ ভাগিরথি দুধ এবং পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রি করার জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন - জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, সালুগাড়া। আর্থিক সচ্ছলতা সম্পন্ন ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 79081-80066. (C/119770)

স্পোকেন ইংলিশ

■ দুই মাসে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতির কোচিং। আগ্রহীরা দেখা করুন। 9733565180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/119770)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/119771)

জ্যোতিষী

শোরুমে জ্যোতিষী প্রয়োজন

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত গ্রহরত্নের শোরুমে উত্তরবঙ্গ নিবাসী স্বনামধন্য জ্যোতিষীর সত্বর প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9564576014. (C/119771)

Sale

■ Land 48 Kattha for sale at Rani Nagar (near Coca Cola) at 4 Lane. Mo. 8250136548/ 8116676350.

স্কুলবাস বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ির একটি স্বনামধন্য স্কুলের বৈধ পারমিট সহ সচল অবস্থার তিনটি স্কুলবাস বিক্রয় হবে। সকল কাগজপত্র পরিষ্কার। M : 81709-89682. (C/119770)

বিক্রয়

■ হাকিমপাড়াতে 850 sq.ft. Covered Garrage Space বিক্রয় হবে, 70 Lacs 9830506995 M. (C/119954)

■ সদ্য ২ বছরের Activa 5G Scooty বিক্রয় হবে। মো ঃ 98324-92816. (C/113661)

■ শিলিগুড়ি নৌকাঘাট মোড়ের কাছে 2 BHK (650 S/F) ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 6296224328. (C/120006)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় নতুন ২-৩ বেডরুমের ১ম-২য় তলার ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ডেভেলপার : 9093019470. (C/119971)

■ ৩ কাঠা জমি সহ বাড়ি বিক্রয় হবে। মধ্য চয়নপাড়া, ঘুঘুমালি, শিলিগুড়ি। সত্বর বিক্রয়। M : 8617018574. (C/119276)

■ ২.৫ কাঠা জমি বিক্রি করতে চাই দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া রাজপুর সংলগ্ন। ৬০ বিঘা জমি বিক্রয় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মেন রোড সংলগ্ন। সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার মারুতি সুজুকি জিপিসি (বিএস ৩) গাড়ি বিক্রয়, সমস্ত কাগজপত্র সঠিক। যোগাযোগ করুন - তড়িৎ চৌধুরী, ফোন : 9433090913, 9007751240 Email : lokenathagency430@gmail.com (C/120009)

■ ডিসেম্বর 2020 টপ মডেল 62,000 km চলা পার্সোনাল ইউজ করা এক্সিডেন্ট ফ্রি হুন্ডাই আউরা সাদা অরিজিনাল কালার, ট্যাক্স 2030 পর্যন্ত পে করা 445000/- বিক্রি হবে। আলিপুরদুয়ার : 9733196802. (C/118797)

■ 2 BHK flat for sale at Kolkata Kestopur. Mo. 9832009803.

■ শিলিগুড়ি নিরঞ্জন নগর (৩৬ নং ওয়ার্ড) ৩ কাঠা জমি (বাউন্ডারি ওয়াল) উত্তরে ১৮ ফুট, পশ্চিমে ৮ ফুট রাস্তা। সত্বর বিক্রয়। M : 9733415807, সময় : বিকেল ৫-৭টা (C/119771)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ারে মধ্যপাড়ায় রাস্তার ধারে ৬ ডেসিমেল জমি বিক্রি হবে (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। M : 8918976870. (C/119772)

■ বারহাতি, রামশাই (গরুমারা রিজার্ভ ফরেস্টের কাছে) 1.25 একর রেকর্ড জমি বিক্রয়। M : 6295024617. (C/120038)

■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোড প্রাইম এলাকায় নতুন ফ্ল্যাট বিক্রি 2/3 BHK। দাম মাত্র 27L থেকে শুরু। M : 7318794323. (C/119922)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119773)

■ ধূপগুড়ি বাজারে ২৯২ স্কোঃ ফুট দোকান বিক্রয়। 8159050676. (K)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে সবজি ক্ষেতের কাজ জানা লোক চাই। পরিবার সহ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাহিনা আলোচনা সাপেক্ষ। মো ঃ 8617817594. (C/119502)

■ Siliguri based Travel Company needs urgently office Assistant, Marketing Executive and Software Developer. Send your CV at 8293674862. (C/119770)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির জন্য অভিজ্ঞ জিম Trainer চাই, পুরুষ এবং মহিলা, ফোন - 9832044645. (C/119770)

■ শিলিগুড়িতে আমুল দুধ Supply করার জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার ও একজন Salesman প্রয়োজন। 9832494825. (C/119770)

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদে - পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/119770)

■ ডাক্তারের বাড়িতে রান্না ও বাড়ির কাজের জন্য বাঁধা মাঝ বয়সী মহিলা চাই ও একজন স্থায়ী প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার চাই। 8777607245. (C/119770)

■ শিলিগুড়ি বাগান বাড়িতে ২টি দেশি গোরু দেখাশোনা করার জন্য ১ জন কর্মঠ লোক চাই। (M) - 9733066255. (C/119771)

■ প্রিন্টিং হাউসে কাজের জন্য স্টাফ চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। Flex - O - Print, শিলিগুড়ি, M:- 9832012024. (C/119771)

■ শিলিগুড়ির প্রসিদ্ধ ট্রাভেল এজেন্সি Help The Tourists অ্যাকাউন্ট্যান্ট (Accountant) প্রয়োজন (Tally জানা আবশ্যক)। অভিজ্ঞতা কমপক্ষে ১ বছর হতে হবে। বেতন Rs. 15,000/- যোগাযোগ করুন এখনই (M) 7384708450. (C/119776)

■ রেস্টুরেন্টের বাসন-ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন - ১০০০০/- + থাকা-খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি। ফোন:- 9832206061. (C/119774)

কর্মখালি

■ বাড়ির ভিতর ও বাইরের ছবি, ব্যক্তিগত তদন্তের জন্য অস্থায়ী ভাবে একজন দক্ষ ডিটেকটিভ প্রয়োজন। 89005-75289. (C/119772)

■ Req Female office ASST & Marketing Executive (Male) Min Graduate, Office at S.F.Ro, SLG. 9474583608(M). (C/119978)

■ E-commerce কোম্পানিতে Lastmile Delivery করার জন্য মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি) Office থেকে 734002, 734003, 734005, 734009, 734010, 734011, 734012, 734013, 734014, 734015, 734421 -এই পিনকোড গুলোতে পুরুষ প্রার্থী চাই। ১ কপি বায়োডাটা, ২ কপি ছবি, বাইক ও বাইক-এর কাগজ, পার্মানেন্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান, আধার কার্ড আবশ্যক। আয়ঃ 30000 পর্যন্ত মাসিক এবং ১ লাখ টাকার Medical Insurance এবং ৫ লাখ টাকার Accidental Benefit -এর সুবিধা। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ। বয়স ঃ ২১-৩৫। যোগাযোগ ঃ Zodiac Express Pvt. Ltd., 9830741640, 6296051762. (K)

■ কোচবিহারে ভিডিও এডিটিং এবং ক্যামেরার কাজ জানা একজন লোক চাই। টোটো ড্রাইভিং জানা থাকলে অগ্রগণ্য। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। মো ঃ 8972664987. (C/119501)

কর্মখালি

■ মুম্বাইতে বাঙালি রিটেল দোকানে অনূর্ধ্ব 35 সেলসম্যান ও হেল্পার চাই। বেতন : 10-16K থাকা খাওয়া ফ্রী। 8169557054. (K)

■ Urgently need 1Yr Experience Receptionist Sales & Marketing Exe, Workshop Manager (3Yr Exp.) At Burdwan Rd, T/W Showroom WhatsApp C.V- 9733317771. (C/120033)

■ Applications are invited from Well-Qualified and Experienced Female Teachers for Kindergarten Teachers/ NTT/Montessori Teacher/ Mother Teachers for Greenwood English Medium School, Baisi. Salary 19.5K - No bar. Contact - 9693354088. (A/B)

WALK IN INTERVIEW

■ On 19-01-26 onwards from 11:30 am Modern Commercial Corporation Sevoke Road, Siliguri, Call 9775155331/kcs. mccslg@gmail.com 1- Accounts Clerk - Commerce Graduate with know how of Tally - M/F 2- Sales Engineer/Estimator - Diploma in Mechanical/ Electrical M/F 3- Trainee Sales Representative - HS/Graduate 4- Trainee Technicians/ Electricians. (C/120041)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারত সরকার

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত

"বাংলার উন্নয়নই ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে এবং আজকের এই উদ্বোধন সেই ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে"

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের বন্দর, নৌপরিবহন, জলপথ ও রেল খাতে ৮৩০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এক পরিবর্তনকারী উপহার

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আইডব্লুটি টার্মিনাল ও রোড ওভারব্রিজ সহ বলাগড়ে সম্প্রসারিত পোর্ট গেট সিস্টেম

- শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট অথরিটি, কলকাতার ক্ষমতা বৃদ্ধি
- কলকাতার যানজট হ্রাস
- কন্টেনারে পরিবাহিত কয়লা এবং সাধারণ পণ্যের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ আরও মসৃণভাবে পরিচালন
- লজিস্টিক ব্যয় হ্রাস এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

প্রবর্তন

কলকাতায় বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান

- ৫০ জন যাত্রীর জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনসহ পরিবেশবান্ধব জলযান
- ভ্রমণের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে কমায় এবং সড়ক পরিবহনের উপর চাপ হ্রাস করে
- অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সজ্জিত
- পর্যটন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে

উদ্বোধন

জয়রামবাটী ও ময়নাপুরের মধ্যে নতুন রেল লাইন

- বাঁকুড়া জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য দ্রুত ও সুবিধাজনক রেল যোগাযোগ
- জয়রামবাটী ও কামারপুকুরের মত তীর্থস্থানগুলিতে যাতায়াত সহজতর হবে
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলির অধিক সহজলভ্যতা
- আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন এবং জীবিকার জন্য নতুন সুযোগ

শুভ সূচনা

কলকাতা (সাঁতরাগাছি)-তাম্বরম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
কলকাতা (হাওড়া)-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
কলকাতা (শিয়ালদহ)-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
জয়রামবাটী-ময়নাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন

- দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও নিরাপদ বিকল্প
- বাণিজ্য, ব্যবসা এবং যাত্রী চলাচল উন্নত করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর সাথে উন্নত সংযোগ স্থাপন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

রচনা ব্যানার্জী
সাংসদ

সৌমিত্র খাঁ
সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার | রবিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | বেলা ৩টা | সিঙ্গুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

ইরানের বর্তমান অস্থিরতা কেবল সাময়িক বিক্ষোভ নয়, বরং চার দশকের এক অনমনীয় রাষ্ট্রকাঠামোর গভীর অস্তিত্বের সংকট। একদিকে 'বাজারি' ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি ও রিয়ালের ঐতিহাসিক পতন। অন্যদিকে, রক্ষণশীল মোল্লাতন্ত্রের আদর্শিক অনমনীয়তা আজ আধুনিকমনস্ক তরুণ প্রজন্মের (জেনারেশন জেড) আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, আইআরজিসি'র একচেটিয়া ক্ষমতা এবং ডিজিটাল বিদ্রোহের সমন্বয়ে ইরানের এই অভ্যন্তরীণ অন্তর্দহন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেতর থেকেই দুর্বল করছে। এই অস্থিতিশীলতা ভারতের চাবাহার বন্দর ও কৌশলগত স্বার্থের জন্য যেমন উদ্বেগের, তেমনি তা সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতাকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ নিয়েই আজকের উত্তর সম্পাদকীয়।

কোন পথে ইরান

রিয়ালের পতনে লাগল আগুন

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

একটা দেশে তার জাতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন কোন তলানিতে এসে ঠেকেছে জানলে স্রেফ শিউরে উঠতে হয়। ভাবা যায়, টালমাটাল পরিস্থিতিতে দিশেহারা ইরানে এই মুহূর্তে এক ডলারের সরকারি বিনিময় মূল্য ৪২ হাজার রিয়াল? আর সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে খোলা বাজারে ডলার আরও ৩৫ গুণ দামি-- কল্পনা করুন, ১ মার্কিন ডলার = ১৪,৫০,০০০ (সাড়ে ১৪ লক্ষ) রিয়াল! ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে বিগত প্রায় অর্ধ শতকে রিয়ালের দাম পড়েছে ২০ হাজার গুণ! ঠেকানোর কেউ নেই। এই পরিস্থিতিতে চাল, চিনি, ভোজ্য তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কোথায় যেতে পারে সহজেই অনুমেয়। আর এমন মুদ্রাস্ফীতির দাপটে রোজগেরে মানুষের বেতনের তো কোনও মূল্যই নেই! অথচ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আবার যখন জারি হল ২০১৮ সালে তখনও ডলারের দর ছিল ৫৫ হাজার রিয়াল। অর্থাৎ গত ৭-৮ বছরের মধ্যে ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও ভয়াবহ। সুতরাং সামাজিক মর্যাদা খোয়ানো ইরানের সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ আর হতাশা জমে উঠছিল।

পুরোভাগে ব্যবসায়ীরা

খামেনেই জমানার বিরুদ্ধে অতি সম্প্রতি ইরানে যে জনরোষ ফেটে পড়েছে তার সূচনা নতুন বছর শুরুর ঠিক চারদিন আগে। গত ২৮ ডিসেম্বর রবিবার তেহরানের ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড বাজারে ব্যবসায়ীরা সব দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল শুরু করে দিলেন। ব্যবসায়ীদের স্থানীয় পরিচিতি 'বাজারি' নামে। ডলারের সাপেক্ষে রিয়ালের বিনিময়মূল্যে চরম অস্থিরতা চলতে থাকায় বাজারিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বাজারিরা খুব ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শাসকদের এরাই বরাবর মদত জুগিয়ে এসেছে। আবার এরা সমর্থন তুলে নেওয়াতেই পতন ঘটেছিল একনায়কতন্ত্রী শাহ জমানার। কাজেই বাজারিদের হরতালের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তেহরানে তো বটেই, ক্রমে ইরানের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের শহরগুলিতে দলে দলে মানুষ পথে নেমে আসে। শুরু হয়ে যায় সরকার-বিরোধী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ। ওই এলাকাগুলিতে প্রধানত কুর্দ, লুরি, আরব ও তুর্কি সংখ্যালঘুদের বাস। রায়ট পুলিশের গুলিতে নিহত হতে থাকে প্রতিবাদকারীরা। আর বিক্ষোভের মাত্রাও বাড়তে বাড়তে অন্তত ৩০টি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে শামিল হয় বেকার যুব সম্প্রদায়, সামান্য বেতনের কর্মী সহ হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ। অর্থনৈতিক প্রতিবাদ বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা নেয়।

পেট্রোল ও বাজেট ইন্ধন

অবশ্য হরতালের পিছনে ইন্ধন জুগিয়েছে নিছক রিয়ালের পতন নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি প্রধান কারণ -- পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়া এবং জনবিরোধী বাজেট। সস্তায় পেট্রোল মেলার অন্যতম দেশ হল ইরান। প্রতি মাসে সরকারিভাবে ১৫ হাজার রিয়ালের বিনিময়ে পাওয়া যায় ৬০ লিটার পেট্রোল আর ৩০ হাজার রিয়ালে ১০০ লিটার। ২০১৯ থেকে দাম বেঁধে রাখা রয়েছে একই জায়গায়। গত ডিসেম্বরেই সেখানে তৃতীয় একটি স্তরের সূচনা করে বলা হয়েছে, যাঁদের মাসে ১৬০ লিটারের বেশি পেট্রোল লাগছে তাঁদের লিটার পিছু দিতে হবে ৫০ হাজার রিয়াল। আবার নতুন বাজেটে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক, বাঘা বাঘা ব্যবসায়ী ও বড় কোম্পানিগুলির ওপর উচ্চ হারে কর চাপানো হয়েছে। সব মিলিয়ে বাজারিরা এতে চটে লাল। কারণ, বাজারের অলিতে-গলিতে দোকানের বাইরেও তাঁদের কোটি কোটি ডলারের লেনদেন। নতুন দুটি পদক্ষেপেই তাঁদের স্বার্থহানি। বিত্তবান বাজারিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে যোগ দেওয়ায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই সরকার অনুগত 'পাসদারান' বা ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) হানায় নিরস্ত্র 'সন্ত্রাসবাদী'দের মৃত্যুর সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে।

ট্রাম্পের কূটনীতি

ইরানে যখন এত মুদ্রাস্ফীতি, তখন খামেনেই ইসলামিক সরকার দেশের সীমিত আর্থিক সম্পদও পারমাণবিক প্রকল্প ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কাজে লাগাতে মরিয়া। আর মার্কিন ও পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক সংকট হয়ে উঠছে আরও সঙ্গিন। তাই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সামাজিক ক্ষোভ, হতাশা। ইরানের প্রতিবাদীদের উদ্দেশে সরাসরি ইন্ধন জুগিয়ে বার্তা দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প -- দেশপ্রেমী ইরানি প্রতিবাদকারী, আপনারা বিক্ষোভ চালিয়ে যান। পারলে আপনাদের আশপাশের সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করুন। ইজরায়েলের নেতানিয়াহুও প্রকাশ্যে বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে ইরানি শাসকদের বিরুদ্ধে সামরিক হানার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রতিবাদীদের কণ্ঠে খামেনেই-বিরোধী স্লোগান- 'নিপাত যাও'। আর খামেনেইও বিগত কয়েক দশক ধরে ধ্বংস করতে চেয়েছেন আমেরিকাকে। প্রতিবাদীদের বিক্ষোভে ধুয়ো দিয়ে ইরানে ইসলামিক জমানার পতন ঘটাতে পারলে তো আমেরিকার সোনায় সোহাগা। ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে গদিচ্যুত করতে পেরে ট্রাম্পের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছে। এবারে যদি কিউবা এবং ইরানকে বাগে আনা যায় তাহলে ট্রাম্পকে পায় কে!

সন্দেহ নেই, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, ইরানের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, মোল্লাতন্ত্রের অপশাসন এবং ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়ার জেরে তেহরান ও অন্যান্য শহরে জনতা ক্ষোভে ফুটছে। তবে তার মানে এই নয় যে ইরানি প্রতিবাদীরা কোনও বিদেশি অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করছে অথবা তারা মার্কিন বা ইজরায়েলি হস্তক্ষেপের প্রত্যাশী। বরং গত বছর ইজরায়েল ও আমেরিকা যখন ইরান আক্রমণ করে তখন খামেনেইপন্থী ও বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে আন্তর্জাতিক হানার প্রতিবাদ করেছে। মনে রাখতে হবে গত বছর জুনে তেহরানের এভিন কারাগারের ওপর ইজরায়েলের মারাত্মক হানায় ৮০ জন নিহত হয়েছিল। ইজরায়েলের ছেঁদো যুক্তি ছিল, ওই জেলখানা থেকে তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো হচ্ছিল। পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করে, ওই আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। কাজেই ইরানের জনতা আমেরিকা ও ইজরায়েলকে হাড়ে হাড়ে চেনে। আর শুধু আমেরিকা-ইজরায়েল কেন, ১৯৮০ সালে ইসলামিক বিপ্লব পরবর্তী বিশৃঙ্খলা থেকে ফায়দা লুটতে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন যখন ইরান আক্রমণ করেছিলেন তখনও ইরানিরা একজোট হয়ে বিদেশি আগ্রাসন প্রতিহত করেছিল।

সম্পর্কের অবনতি

ইরান সরকার বিক্ষোভ আন্দোলনকে আপাতত কিছুটা সামাল দিতে পারলেও সাম্প্রতিক ঘটনা দেশের শাসনতন্ত্রের প্রথাগত কিছু দুর্বলতাকে সামনে এনে দিয়েছে। মোল্লাদের সঙ্গে বাজারিদের বোঝাপড়া বেশ ভালোই বজায় ছিল। তবে বিগত দুই দশকে সুসম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ, আইআরজিসি এবং 'বনিয়াদ' বা সাবেক যুদ্ধ সৈনিক, সেনা-বিধবা ও অনাথদের কল্যাণে গঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ব্যবসা, ম্যানুফ্যাকচারিং ও ঠিকা কাজের লোভনীয় সব বরাত দখল করেছে। বাজারিদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের একটি চুক্তি নাকি হয়েছে। তবে বাজারিদের খুশি করতে প্রবল প্রভাবশালী আইআরজিসি নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ কাটছাঁট করতে রাজি হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির চাপ মোকাবিলায় ৮ কোটি নাগরিকের প্রত্যেকের জন্য ইরান সরকার আগামী চার মাস ধরে এক কোটি রিয়াল (৭ ডলার) মাসোহারা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে এই ব্যবস্থায় গণবিক্ষোভের স্থায়ী সমাধান না হওয়ারই আশঙ্কা। মনে রাখা দরকার, আধুনিক ইরানি প্রজন্মের দুই তৃতীয়াংশের জন্ম ইসলামিক বিপ্লবের পরে। প্রতিবেশী উপসাগরীয় দেশগুলির দৌলত তাদের নজর এড়াচ্ছে না, পাশাপাশি নিজেদের দুরবস্থার জন্য তারা দুষছে দেশের মোল্লাতন্ত্রকে। চরমপন্থী মৌলবীদের দখলে সংসদ ও বিচারব্যবস্থা। প্রশাসন কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। নারী সম্প্রদায়, অ-শিয়া সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং নানা সামাজিক মহল নিজেদের অবহেলিত ও প্রান্তিক মনে করছে।

নজর ভারতেরও

ইরানের এই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ট্রাম্প কী চাল চালেন সেটাই দেখার। মার্কিন হানাদারির জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থপুষ্ট যে কোনও লক্ষ্যবস্তু ইরান সহজে ধ্বংস করতে পারে। তাতে কী খেসারত দিতে হয় ভেবে উপসাগরীয় দেশগুলি আতঙ্কিত। তেমন কোণঠাসা হলে আবার ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে। তখন পেট্রো পণ্যের দাম হবে আকাশছোঁয়া। ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চিন ও দুবাই দিয়ে তেল চোরাচালানে ইরান পারদর্শী। কাজেই আমেরিকাও বুঝে খেলবে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে আগামী দিনে তেহরানের বৈঠক কি হবে?

ইরান ও উপসাগরীয় অঞ্চলের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে ভারতের স্বার্থও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখতে গেলে ভারত তো ইরানকে এড়িয়ে চলতে পারবে না। আবার ইরানের আকাশসীমা বন্ধ থাকলে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচলের খরচ বহুগুণ বেড়ে যাবে। ভারতে বসবাসকারী শিয়াপন্থী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। সুতরাং ইরানে যা ঘটবে তার আঁচ ভারতে পড়বেই। আবার এমন সব আশঙ্কার বাইরে আশার কথা হল, অদূর ভবিষ্যতে ইরানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে, জমানা বদল হলে কিংবা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ভারতের সামনে খুলে যাবে অমিত অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা। পারস্যের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের ইতিহাস কারও অজানা নয়।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

ভেতর থেকেই চাপে পড়া এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা

রণধীর চক্রবর্তী

গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ইরান নিজেকে বিশ্বমঞ্চে এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরেছে, যা বহির্বিশ্বের অবিরাম চাপ, নিষেধাজ্ঞা এবং কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণভাবে দৃঢ় ও স্থিতিশীল। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে তেহরান বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, তাদের শাসন ব্যবস্থা কেবল ধর্মীয় আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, বরং তা জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে পুষ্ট। নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক একঘরে অবস্থা কিংবা আঞ্চলিক প্রক্সি যুদ্ধ— সবকিছুকেই ইরানি নেতৃত্ব বরাবর তাদের আদর্শিক দৃঢ়তার প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে, কাঠামোগত দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে নয়। কিন্তু আজ ইরানের সামনে যে সংকটটি সবচেয়ে গভীর ও বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছে, তার উৎস ওয়াশিংটন, তেল আভিভ বা রিয়াধ নয়; বরং এই সংকটের বীজ লুকিয়ে আছে ইরানি সমাজেরই গভীরে। বর্তমান ইরান এক বহুমাত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং এক অনমনীয় রাষ্ট্রকাঠামো মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এটি আর কোনও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলন নয়; বরং শাসন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি বৈধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ফাটল। এই অস্থিরতার অভিঘাত কেবল মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এর কূটনৈতিক ও কৌশলগত তাৎপর্য অপরিসীম। পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের যে সূক্ষ্ম ভারসাম্যমূলক নীতি রয়েছে, ইরানের এই অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা তাকে আরও জটিল ও অনিশ্চিত করে তুলছে।

প্রজন্মের সংঘাত ও আদর্শিক বিচ্যুতি

অর্থনৈতিক অসন্তোষ থেকেই রাজনৈতিক প্রত্যাখ্যানের শুরু। ইরানে অর্থনৈতিক প্রতিবাদের ইতিহাস নতুন নয়, তবে সাম্প্রতিক সময়ের আন্দোলনগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—সেগুলি খুব দ্রুতই রাজনৈতিক ভাষা ও মৌলিক দাবিতে রূপ নিচ্ছে। ধর্মীয় কর্তৃত্ব, সর্বোচ্চ নেতার প্রশ্নাতীত ভূমিকা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সামগ্রিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলা এখন আর কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই আমূল পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইরানের তরুণ প্রজন্ম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইরানের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের বীরত্বগাথা কিংবা আশির দশকের ইরান-ইরাক যুদ্ধের স্মৃতি শুধুই ইতিহাসের ধূসর পাতা; এর কোনও প্রত্যক্ষ আবেগীয় আবেদন তাদের প্রাত্যহিক জীবনে নেই। তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা গড়ে উঠেছে বিশ্বায়ন, ডিজিটাল সংযোগ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আধুনিক ধারণাকে কেন্দ্র করে। এই 'জেনারেশন জেড'-এর কাছে রাষ্ট্রের কঠোর নৈতিক পুলিশিং, পোশাকবিধির কড়াকড়ি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি থেকে দেশের বিচ্ছিন্ন থাকাটা ক্রমশ অচল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা কেবল এক বছরের আন্দোলন ছিল না; বরং তা ছিল কয়েক দশকের চাপা ক্ষোভের এক ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ। যদিও রাষ্ট্রীয় পেশিবল দিয়ে সেই আন্দোলন স্তিমিত করা হয়েছে, কিন্তু সমাজের ভেতরে যে ফাটল তৈরি হয়েছে, তা আজও অমলিন।

অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব ও ক্ষমতার অন্দরমহল

ইরানের বর্তমান সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে এক দীর্ঘস্থায়ী এবং পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক বিপর্যয়। মুদ্রাস্ফীতি আজ সাধারণ মানুষের সহনসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার ফলে খাদ্য, জ্বালানি এবং বিদ্যুতের মতো মৌলিক প্রয়োজনগুলি ক্রমেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই এই পরিস্থিতির জন্য আংশিকভাবে দায়ী, কিন্তু ইরানি জনমত আজ শুধু বিদেশিদের দোষ দিয়ে শান্ত থাকতে নারাজ। দেশের ভেতরে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কাঠামোগত দুর্নীতি এবং বিশেষ করে অনির্বাচিত শক্তিকেন্দ্র— ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অতিকেন্দ্রিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র বিতৃষ্ণা তৈরি করেছে। একটা সময় ছিল যখন 'বাজারি' বা ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়ী সমাজকে ধর্মীয় শাসনের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে ধরা হত। আজ সেই ব্যবসায়ীরাও যখন ধর্মঘটের পথে হাঁটেন, তখন বুঝতে হবে সংকটের গভীরতা আদর্শের সীমা ছাড়িয়ে অস্তিত্বের লড়াইয়ে পৌঁছেছে। সাধারণ ইরানিদের কাছে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সামাজিক ন্যায় ও মর্যাদার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা আজ বাস্তব জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতায় মলিন। এই অর্থনৈতিক হাহাকারই আজ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন মানুষ দেখে যে তার ঘাম ঝরানো আয়ের কোনও মূল্য নেই, তখন সে রাষ্ট্রের উচ্চতর আদর্শের চেয়ে নিজের অধিকারের দাবিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়।

দমনের পরিকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ফাটল

ইরানি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বরাবরের মতোই এই বিক্ষোভের মোকাবিলা করেছে চিরাচরিত কঠোর দমননীতির মাধ্যমে। ইন্টারনেট সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, গণগ্রেপ্তার, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রচার এবং প্রতিবাদকারীদের ওপর সরাসরি বলপ্রয়োগ— এসবই স্পষ্ট করে দেয় যে, সরকার সম্মতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রাণহানির সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক। তবে আজকের এই দমনপীড়ন আগের দশকের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আধুনিক যুগে সহিংসতা কেবল প্রতিবাদ থামায় না, বরং তা ক্ষোভকে আরও গভীর ও সংঘবদ্ধ করে তোলে। নিহত ও বন্দিদের স্মৃতি আজ ব্যক্তিগত শোক ছাড়িয়ে সমষ্টিগত প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হল দমনের এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ— যেখানে নিরাপত্তাবাহিনী, বিচার বিভাগ এবং প্রচারযন্ত্র একত্রে এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যার লক্ষ্য সামাজিক মধ্যস্থতা নয়, বরং একতরফা কর্তৃত্ব বজায় রাখা। অথচ এই কঠোরতার আবহেও ক্ষমতার ভেতরে ফাটল স্পষ্ট হচ্ছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ক্রমাগত অনির্বাচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। সংস্কারপন্থী আমলা ও প্রযুক্তিবিদরা আজ প্রান্তিক, আর সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। এই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই ইরানকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আগামীর পথ চলা

আন্তর্জাতিক স্তরে তেহরান আজও সব অস্থিরতার পেছনে বিদেশি ষড়যন্ত্র বা 'শত্রুরাষ্ট্রের' হাত দেখে। শাসকগোষ্ঠীর কাছে এই বয়ান রাজনৈতিকভাবে কার্যকর হলেও, সাধারণ ইরানিদের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ কমছে। ভারতের মতো বন্ধুপ্রতিম দেশের জন্য ইরানের এই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাবাহার বন্দরের উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগরক্ষা করতে ভারতের কাছে ইরানের স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। যদি ইরান দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার কবলে পড়ে, তবে ভারতের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ইরান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও আক্রমণাত্মক বা অনিশ্চিত আচরণ করতে পারে, যা সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর প্রভাব ফেলবে। ভারতের জন্য এখন কেবল রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কের বাস্তববাদ যথেষ্ট নয়; ইরানের সমাজ ও নতুন প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনকেও আমাদের কৌশলগত হিসাবের মধ্যে আনতে হবে। কারণ আগামীর ইরান গড়ে উঠবে সেই সংযুক্ত ও সচেতন তরুণ প্রজন্মের হাতে, যারা আজ পরিবর্তনের দাবিতে রাজপথে নামছে। ইরানের অন্তর্দহন এখনও শেষ হয়নি; বরং এটি এক নতুন যুগের সূচনা হতে পারে। শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের পথে হাঁটবে নাকি আরও কঠোর হবে— সেই সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে কেবল ইরানের নয়, বরং গোটা পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতা।

(লেখক অধ্যাপক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইতিহাসের সাক্ষী মালদা টাউন স্টেশন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ জানুয়ারি : কথায় বলে, শনিবারের বারবেলা। অথচ ১৭ জানুয়ারি, সেই শনিবারের দুপুরেই ইতিহাসের পাতায় নাম উঠল মালদা জেলার। দুপুর ১টা বেজে ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবুজ পতাকা দেখিয়ে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন। ট্রেনের চাকা গড়াতেই হাততালি, সিটি আর চিৎকারে যেন কেঁপে উঠল মালদা টাউন স্টেশন।

ওদিকে যখন ট্রেন আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে, তখনও ট্রেনের জানলা দিয়ে যাত্রীরা এক মুহূর্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টায় মগ্ন। প্রত্যুত্তর দিয়েছেন মোদিও। ট্রেনের শেষ কামরা স্টেশন না ছাড়া পর্যন্ত যাত্রীদের উদ্দেশে হাত দেখিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ওদিকে ট্রেনের যাত্রী, এদিকে প্ল্যাটফর্মে থাকা উৎসাহী জনতার কেউ কেউ যাত্রা শুরু হতেই সেলফি তুলতে শুরু করে দিলেন ট্রেনের সঙ্গে। কেউ আবার লাইভ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গত কয়েকদিন ধরেই তো শনিবারের অনুষ্ঠান নিয়ে তুলকালাম প্রস্তুতি চলছিল মালদা টাউন স্টেশনে। তারই শেষপর্যায়ে এসে এদিন সকাল থেকে মালদা টাউন স্টেশনে যেন কেবল উচ্ছ্বাসের দৃশ্য। প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রীরা যেমন ইতিহাসের সাক্ষী হতে উৎসাহিত ছিলেন, তেমনই উৎসাহিত ছিলেন মালদা টাউন স্টেশনে আসা ছাত্রছাত্রীরাও। ট্রেনের প্রথম কামরায় শুধুমাত্র বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের চাপার অনুমতি ছিল।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে খুদেদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার।

ঘড়ি ধরে আরেকটু পিছিয়ে আসা যাক। দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট। বায়ুসেনার কপ্টারে চেপে লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়ামে পৌঁছোলেন নরেন্দ্র মোদি। দুপুর ১টা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশন পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মালদার দুই সাংসদ খগেন মুর্মু ও ইশা খান চৌধুরী।

স্টেশনে পা রাখার পর মোদি সোজা চলে যান ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থাকা শিশু-কিশোরদের সঙ্গে দেখা করতে। কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কারও মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের প্রথম কামরায় উঠে পড়েন মোদি। সেখানেও ছিল বাচ্চারা। প্রায় ১০ মিনিট ধরে তাদের সঙ্গেও কথা বলেন মোদি। সবশেষে ট্রেনের চালকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আর সবকিছু শেষে সবুজ পতাকা দেখিয়ে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেন। বাইপাসের ধারে জনসভায় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন নিয়ে মোদি বলেন, 'বাংলা আধ ডজন নতুন ট্রেন পেয়েছে। তার মধ্যে একটা খবর আনন্দের যে, প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত শুরু হচ্ছে বাংলা থেকেই।'

কুর্শামারিতে স্কুলে তালাবন্ধ বিএলও

লাঠি হাতে বাড়ি ঘেরাও

শীতলকুচি ও নয়ারহাট, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। শনিবার তারই প্রতিফলন দেখা গেল শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছোট গদাইখোঁড়া এলাকায়। এদিন এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পেয়ে বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রায় ২০০ গ্রামবাসী লাঠি হাতে গ্রামের বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-এর বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা হাসিনা খাতুন বিবি বলেন, 'এভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা একেবারে উচিত নয়। আমরা চাই নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখুক।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁরা অনেকদিন ধরে ওই এলাকার স্থায়ী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৪৫০ জনের নামে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় হাতেম মিয়াঁর বক্তব্য, 'কারও কারও নথিতে ছয়জনের লিংকেজ দেখানো হচ্ছে। অথচ বাস্তবে তাঁদের পরিবারে ছয়জন সদস্য নেই। এধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।'

এর প্রতিবাদে এদিন সকলে একত্রিত হয়ে বিএলও-র বাড়ির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। যদিও ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট বিএলও বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। বিএলও মৌসুমি খাতুন টেলিফোনে বলেন,

> **ছোট গদাইখোঁড়ায় প্রায় ৪৫০ জনের নোটিশ এসেছে। তবে এখানে আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার নেই। নির্বাচন কমিশন যা নির্দেশিকা দেবে, সেই অনুযায়ী কাজ করব।**
>
> **মৌসুমি খাতুন,** *বিএলও*

'এই এলাকা থেকে প্রায় ৪৫০ জনের নোটিশ এসেছে। তবে এখানে আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার নেই। নির্বাচন কমিশন যা নির্দেশিকা দেবে, সেই অনুযায়ী কাজ করব। আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই।'

এদিন এই গ্রাম ছাড়া পাশের কুর্শামারি গ্রামের বিএলও সুরঞ্জন বর্মন ও নগর শোভাগঞ্জ গ্রামের বিএলও সুব্রত বর্মনের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। নগর শোভাগঞ্জের বাসিন্দা বিপিন্দ্রনাথ বর্মন জানান, সাধারণ নামের বানান ভুলের জন্য বিডিও অফিসে ডাকা হচ্ছে। গ্রামবাসীর সময় নষ্ট হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন গ্রামে এসে তাঁদের নাম ও তথ্য সংগ্রহ করুক এই দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এদিকে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগ্রাম বুথে এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে বিএলও শামসুল হুদাকে সাতগাঁও এপি ফার্স্ট ফেজ স্কুলের একটি ঘরে আটকে রেখে তালাবন্ধ করা হয়। বিএলও ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে রয়েছেন। যদিও বিএলও অনুরোধ করায় কিছুক্ষণ বাদে তাঁকে মুক্ত করা হয়। মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, 'গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বুথে খসড়া ভোটার তালিকায় ১ হাজার ১১৬ জন ভোটারের নাম রয়েছে। তার মধ্যে বর্তমানে ৩০৪ জন ভোটারের নামে শুনানির নোটিশ এসেছে। এদিন নোটিশ বিলি করতে গিয়ে বিএলও ভোটারদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁকে জোর করে স্কুলের একটি ঘরে তালা মেরে আটকে রাখা হয়। স্থানীয় নুরজাহান খাতুন বিবির বক্তব্য, 'বাপঠাকুরদার আমল থেকে এখানে বসবাস করছি। এখন আমাদের শুনানির নোটিশ দিয়ে হয়রান করা হচ্ছে। আমরা এসআইআর মানি না।'

পলাশ পাড়তে গিয়ে মৃত্যু

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শাল বাগানের সংরক্ষিত এলাকায় শনিবার পলাশ ফুল পারতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এভাবে অবাধ যাতায়াত হওয়ায় বন দপ্তরের নজরদারি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর আগেও সংরক্ষিত এলাকায় পিকনিক করাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবিষয়ে কোচবিহার জেলা বন দপ্তরের আধিকারিক অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শাল বাগানে সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়েত বন্ধ রয়েছে ঠিকই, তবে অনেকেই আড়ালে প্রবেশ করেন।'

- স্থানীয় এক বাসিন্দা লাল্টুকে গাছে উঠতে নিষেধও করেন
- পলাশ সংগ্রহে নিষেধ অগ্রাহ্য করে গাছে উঠে যান
- গাছের একটি ডালে পা দেওয়ার সময় পিছলে সরাসরি ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে যান

> **শাল বাগানে সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়েত বন্ধ রয়েছে ঠিকই, তবে অনেকেই আড়ালে প্রবেশ করেন।**
>
> **অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়**
> আধিকারিক
> কোচবিহার জেলা বন দপ্তর

শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ দিনহাটা-বলরামপুর রোডের বাসিন্দা ৪০ বছর বয়সি লাল্টু কুণ্ডু সাইকেল নিয়ে শাল বাগান এলাকায় প্রবেশ করেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় একটি পলাশ গাছ রয়েছে। তার পাশ দিয়েই ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার চলে গিয়েছে। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে পলাশ ফুল সংগ্রহ করে তা বিক্রি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এমনকি স্থানীয় এক বাসিন্দা লাল্টুকে গাছে উঠতে নিষেধও করেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করেই তিনি গাছে উঠে পড়েন। এনিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাবু বর্মনের বক্তব্য, 'গাছের একটি ডালে পা দেওয়ার সময় পিছলে তিনি সরাসরি ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে যান। সেখান থেকে নীচে ছিটকে পড়েন।' দুর্ঘটনার পর তড়িঘড়ি একটি টোটো করে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি দেখে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতেই চিকিৎসকরা লাল্টুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছালে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার পর থেকেই শাল বাগানের সংরক্ষিত এলাকায় বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। শাল বাগানে প্রবেশ, কোনও গাছের ডাল কাটা বা ফুল সংগ্রহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি বন দপ্তরের নজর এড়িয়ে কী করে ভিতরে ঢুকলেন সেই প্রশ্ন তোলেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে ক্রিকেট অনুশীলন। ছবি : জয়দেব দাস।

প্রশ্নের মুখে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

তুফানগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : সরকারি অফিসে অনলাইন আবেদন, শংসাপত্র সংগ্রহ সহ নানা নাগরিক পরিষেবায় মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বাংলা সহায়তাকেন্দ্র (বিএসকে) চালু করেছিল রাজ্য সরকার। উদ্দেশ্য ছিল, গ্রাম থেকে শহর সব জায়গাতেই মানুষ যেন বিনামূল্যে ও সহজে সরকারি পরিষেবা পান। কিন্তু বাস্তবে তুফানগঞ্জ মহকুমায় সেই ছবি অনেকটাই অধরা।

তুফানগঞ্জ মহকুমায় মোট ২২টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র (বিএসকে) রয়েছে। অথচ ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের কর্তব্যে গাফিলতি, পর্যাপ্ত প্রচারের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে গ্রামাঞ্চলে এই পরিষেবা কার্যত শিকেয় উঠেছে। বহু পঞ্চায়েতে এখনও সহায়তাকেন্দ্রই গড়ে ওঠেনি। ফলে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে অনলাইন কাজ সহ সরকারি শংসাপত্র পরিষেবার জন্য মানুষকে ভরসা করতে হচ্ছে সাইবার ক্যাফের উপর।

যদিও তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাসের দাবি, 'চালু থাকা সহায়তাকেন্দ্রগুলি থেকে উপভোক্তারা সব ধরনের পরিষেবা পাচ্ছেন। আগামীদিনে ব্লকের বাকি পঞ্চায়েতগুলিতেও এই পরিষেবা চালু হবে।' তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি কর্তব্যে গাফিলতির বিষয়টি খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়ায় সরকারি শংসাপত্র ও নানা কাগজপত্র অনলাইনে আপলোডের বাধ্যবাধকতা থাকায় সমস্যার মুখে পড়ছেন বহু মানুষ। অভিযোগ, অনেক বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের বিরুদ্ধেই কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বহু ডেটা এন্ট্রি অপারেটর দুপুর ১২টার আগে অফিসে আসেন না, আবার বিকেল ৩টেয় কাজ শেষ করে চলে যান। কোথাও কোথাও দুর্ব্যবহারের অভিযোগও সামনে এসেছে।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের সামনে মানুষের ভিড়।

শনিবার সকালে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট বাজারের একটি সাইবার ক্যাফেতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব তপন রায়। ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষার পরও কাজ না হওয়ায় তাঁর মেজাজ তখন সপ্তমে। কাজ হল প্রশ্ন করতেই তাঁর জবাব, 'এসব ঝামেলা আর কত পোহাব? শুনেছি পঞ্চায়েতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র রয়েছে। অথচ কোনও দিনই সময়মতো তা খুলতে দেখিনি।'

তুফানগঞ্জ শহরের পুরসভা, তুফানগঞ্জ-১ ও ২ বিডিও অফিস এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে বিএসকে থাকলেও ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-১, বারকোদালি-১, মহিষকুচি-১, রামপুর-১ এবং তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-২, ধলপল-২, বালাভূত, অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২, চিলাখানা-২ এই পঞ্চায়েতগুলিতে এখনও সহায়তাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের যে কোনও অনলাইন কাজের জন্য বিডিও অফিসের বিএসকে-তেই যেতে হচ্ছে। এতে যাতায়াত বাবদ অতিরিক্ত ৫০ থেকে ১০০ টাকা খরচ হচ্ছে। মহিষকুচি-১ পঞ্চায়েতের রতন দাসের অভিযোগ, 'শুধু নামের বানান ভুলের জন্য শুনানির নোটিশ এসেছে। এখন নথিপত্র জোগাড় করতে ক্যাফেতে ছুটতে হচ্ছে। পঞ্চায়েতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থাকলে অনেকটাই সুবিধা হত।' যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুভশ্রী বর্মন বলছেন, 'মাস দুয়েক আগে পঞ্চায়েতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই কেন্দ্রটি চালু হবে।'

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য ইউসুফ আলির অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রকল্পের প্রচার করছে না, যাতে ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব কমে গিয়ে প্রকল্পটি তুলে নেওয়া যায়।' একই বক্তব্য বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক বিমল পালেরও।

পাশাপাশি জগদীশ-নিখিল

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসে গল্প করতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দৃশ্যকে কেন্দ্র করে গুঞ্জন ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। তবে দুজনেই সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে জানিয়েছেন। শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছোয় নতুন বন্দে ভারত স্লিপার। বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রেল।

অসুস্থ এক

পারডুবি, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাটিয়ারকুঠিতে বিডিও অফিসে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র শুনানিতে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা। ওই মহিলা উনিশবিশা এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত নিশিগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থার কারণেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।'

আটক লরি

বক্সিরহাট, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার রাতে বেআইনিভাবে অসম থেকে বাংলায় পাচারের পথে ব্যাটারির প্লেটবোঝাই একটি লরিকে আটক করে বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ নাকা চেকিং পয়েন্টে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় গাড়িটি আটক করে পুলিশ। পরিবহণের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় চলককে। ধৃতের নাম আজিজুল শেখ। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

চাটামপাড়ায় এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়েই অভিযোগ উঠেছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে ক্ষোভ

নয়ারহাট, ১৭ জানুয়ারি : অনেকদিন আগেই চালের টিনের একাংশ উড়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হলেই টিনের ফুটো দিয়ে জল পড়ে। জানলা-দরজার অবস্থাও ভালো নয়। দেওয়াল ও মেঝের একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এমনই বেহাল দশা মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চাটামপাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির। এক ঝলকে দেখলে এটিকে পরিত্যক্ত ঘর বলেই মনে হয়। দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোর এমন হাল হলেও তা দেখার কেউ নেই বলে অভিযোগ। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে থাকলেও তাদের কোনও হেলদোল নেই। ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। দ্রুত সেটির পরিকাঠামো উন্নতির দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছে। যদিও মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিশুর ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবিলায় শিশু উন্নয়ন পরিষেবা কর্মসূচির অংশ হিসাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি কাজ করে। শিশুর প্রাক-প্রাথমিক লেখাপড়া নিশ্চিত করাও এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। কিন্তু চাটামপাড়ার ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির পরিকাঠামোর যা হাল, সেখানে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদান হয় না বললেই চলে। ওই কেন্দ্রের কর্মী বাসন্তী বর্মন বলছেন, 'ঘরটি অনেক পুরোনো। সেটি সংস্কারের জন্য একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আশা করছি সাড়া মিলবে।' ওই কেন্দ্রের সহায়িকা শান্তি প্রামাণিক জানালেন, বৃষ্টি হলেই মেঝেতে জল জমে। জলের জন্য উপভোক্তারা মেঝেতে বসতে পারে না। রান্নাঘরেও জল পড়ে। জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্য ভিজে যায়। রান্নাঘরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় খাদ্যদ্রব্যের একাংশ অন্য এক বাড়িতে রাখা হয়। এই কেন্দ্রে মোট ৮০ জন উপভোক্তা রয়েছেন।

আদুরী মণ্ডল নামে এক অভিভাবিকার অভিযোগ, 'টিনের চালে ফুটো থাকায় বৃষ্টি হলেই ঘরে জল পড়ে। জানলা-দরজার অবস্থাও তথৈবচ। ফাটল থাকায় দেওয়াল ভেঙে যে কোনও মুহূর্তে অঘটন ঘটতে পারে। পরিকাঠামো উন্নতির ব্যাপারে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।' এবিষয়ে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মনের বক্তব্য, 'শীঘ্রই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।'

অন্ধকারে ডুবে দুই শ্মশান

চৌধুরীহাট, ১৭ জানুয়ারি : শ্মশানে নেই আলো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। এমনকি কোনও শৌচালয় বা সীমানা প্রাচীরও নেই। দীর্ঘদিন ধরেই দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলের নেলপুর ঘাট ও কেদারের ঘাট এলাকার দুটি শ্মশানের এমনই বেহাল অবস্থা। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। দুটি শ্মশানের সমস্যার জেরে প্রতিনিয়ত গ্রামের সাধারণ মানুষকে ভুগতে হয় বলে অভিযোগ। যদিও দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিভাস অধিকারী বলেন, 'একটি শ্মশানের জন্যে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচির তরফে আলোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এছাড়া দুটি শ্মশানের উন্নয়ন নিয়েও চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলের নেলপুর ঘাট ও কেদারের ঘাট এলাকায় দেহ সৎকারের জন্য দুটি শ্মশান রয়েছে। কিন্তু দুটোর কোনওটাতেই পানীয় জলের কিংবা আলোর ব্যবস্থা নেই। চরম অবহেলায় শ্মশান দুটি পড়ে রয়েছে। আলো না থাকায় রাতের অন্ধকারে দেহ সৎকার করতে হলে গ্রামবাসীরা সমস্যায় পড়েন। এছাড়া একদিকে যেমন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই তেমনই সৎকারের পর চুল্লি ধোয়ার জন্যও কোনও জলের ব্যবস্থা থাকে না। তার জন্য পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বানিয়াদহ নদীর ওপর ভরসা করতে হয়। শ্মশানযাত্রীদের জন্য একটি করে প্রতীক্ষালয় থাকলেও তা একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য।

এদিকে মূল রাস্তার ধারেই শ্মশান দুটি থাকায় রাতের অন্ধকারে ওই এলাকা দিয়ে চলাচলে অনেকেই দ্বিধা বোধ করেন। তাই স্থানীয়রা চাইছেন দুটি শ্মশান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে তোলা হোক।

এপ্রসঙ্গে নেলপুর ঘাট এলাকার বাসিন্দা ধীরেন দাসের কথায়,

'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এলাকার শ্মশানটির এমন অবস্থা। পানীয় জল পাওয়া যায় না। চুল্লির ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও নেই। কারও শেষকৃত্য করতে গেলে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়। মরেও যেন শান্তি নেই।' অন্যদিকে একই বক্তব্য কেদারের ঘাট এলাকার বাসিন্দা মিন্টু শীলেরও। তিনি বলেন, 'শ্মশানে বসার জায়গা থাকলেও তা ঝোপঝাড়ে ভরে থাকে। কারও কাছের মানুষের দাহকার্যের সময় তার নিকটজনদের কারও মন ভালো থাকে না। তাই জায়গাটি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে সকলেরই সুবিধা হয়।' আরেক বাসিন্দা ধীরেন দাস জানান, দুটি শ্মশানের উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসন চিন্তাভাবনা করলে তাঁদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

রূপমের ছাদ বাগানে ২০ প্রজাতির কমলালেবু

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৭ জানুয়ারি : বর্তমান সময়ে প্রতিদিন গাছ কাটার ঘটনা খবরের শিরোনাম হয়। এমন সময়ে দাঁড়িয়ে গাছ বাঁচাতে পেশায় শিক্ষক রূপম দেবনাথের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। রূপম মহিষকুচি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। বাড়ি তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ছোট লাউকুঠি এলাকায়। গাছ বাঁচাতে রূপম গত সাত বছর ধরে নিজের বাড়ির ছাদে গড়ে তুলেছেন একটি বাগান। এই বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল, নানা ধরনের কমলালেবু, বেদানার চাষ করেছেন তিনি। প্রায় দেড় হাজার বর্গফুটের এই ছাদ বাগানে আছে একটি গ্রিন হাউসও।

এই বাগানে বোগেনভিলিয়া, ডালিয়া, জারবেরা, পিটুনিয়া সহ প্রায় ১০০টি ফুলের গাছ আছে। আছে ১৬টি প্রজাতির বেদানা। এছাড়া প্রায় ২০টি প্রজাতির কমলালেবুর গাছ রয়েছে। যার মধ্যে দার্জিলিং অরেঞ্জ, নাগপুর অরেঞ্জ, জাপানি ডেকোপন ম্যান্ডারিন অন্যতম। রূপমের বাগানে ইন্ডিয়ান সিকি মাল্টা, ভিয়েতনাম মাল্টা, ওয়েস্টিন, নাটাল প্যারা-র উপস্থিতিও নজর কাড়ে।

ছাদ বাগানে রূপম দেবনাথ।

রূপম বলেন, 'স্কুলে যাওয়ার আগে এবং স্কুল থেকে ফিরে তিন ঘণ্টা আমি গাছগুলোর পরিচর্যা করি। ছোটবেলা থেকেই আমার গাছের প্রতি ভীষণ টান। ছোট থেকেই বাগান করার ভীষণ ইচ্ছে ছিল। বড় হয়ে সেটা করতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত।'

> **স্কুলে যাওয়ার আগে এবং স্কুল থেকে ফিরে তিন ঘণ্টা আমি গাছগুলোর পরিচর্যা করি। ছোটবেলা থেকেই আমার গাছের প্রতি ভীষণ টান। ছোট থেকেই বাগান করার ভীষণ ইচ্ছে ছিল।**
>
> **রূপম দেবনাথ**

তিনি যোগ করেন, 'শুধুমাত্র জৈব সার দিয়ে আমি গাছেদের পরিচর্যা করি। যাঁরা এই বাগান দেখতে আসেন তাঁদের আমি নিজের গাছের ফল খাওয়াই। এই তৃপ্তি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

রূপম জানান, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনলাইনে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের চারা সংগ্রহ করেছেন তিনি। রূপমের এই বাগানে মরশুমি ফুলের সম্ভার দেখে তাক লাগতে বাধ্য। কেউ যদি এই বাগানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ান, নিমেষে তাঁর সারাদিনের ক্লান্তি কেটে যেতে বাধ্য।

রূপম বলেন, 'যখন বিভিন্ন জায়গায় গাছ কেটে ফেলার খবর পড়ি, ভীষণ কষ্ট হয়। আমাদের বুঝতে হবে মানবসভ্যতার টিকে থাকার জন্য গাছ অত্যন্ত আবশ্যক।' তিনি যোগ করেন, 'হাজার ব্যস্ততা থাকলেও একদিনের জন্যও আমি গাছেদের পরিচর্যা না করে বাড়ি থেকে বেরোই না।'

কোচবিহার জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব শর্মা বলেন, 'ওঁর এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সবুজ বাঁচাতে সমাজের সকল মানুষের এভাবেই এগিয়ে আসা উচিত।'

ক্ষোভের মুখে জগদীশ

বিক্ষোভ এড়াতে সাংসদের কর্মসূচির আগে সমীক্ষা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫১ নম্বর বুথে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। স্থানীয় মহিলারা সাংসদের গাড়ির সামনে বেঞ্চ ফেলে বিক্ষোভ দেখান বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবারের এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শনিবার রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কর্মসূচিতে স্থানীয়রা রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জগদীশের কাছে তাঁরা জানতে চান, এলাকার যে ছয় কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা কবে সংস্কার করা হবে?

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই সময় সাংসদ বলেন, আগের নির্বাচনে এলাকার মানুষ তাঁকে ভোট না দেওয়ায় উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি। এবারে যদি স্থানীয়রা তাঁকে ভোট দেন, তাহলে তিনি উন্নয়ন করবেন। রাস্তাও ঠিক করে দেবেন। সাংসদের এই মন্তব্যে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এবং কর্মসূচির শেষে সাংসদের গাড়ির সামনে বেঞ্চ ফেলে স্থানীয় মহিলারা বিক্ষোভ দেখান।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গিরিন বর্মন বলেন,

■ উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন সাংসদ

■ স্থানীয়রা রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাংসদের কাছে

■ অযাচিত পরিস্থিতি এড়াতে এরপর থেকে জগদীশের কর্মসূচির আগে এলাকার পরিস্থিতি সমীক্ষার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছে তৃণমূল

> **তৃণমূল সরকার কোনও প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। তাই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। একটা কথা স্পষ্ট, মানুষ ভোটের মাধ্যমেই সমস্ত জবাব দেবেন।**
>
> -বিরাজ বসু *বিজেপির জেলা সহ সভাপতি*

'সাংসদকে সামনে পেয়ে এদিন গ্রামবাসীরা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আবেদন করেন। কেউ বিক্ষোভ দেখাননি। সাংসদের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন মাত্র।' তিনি যোগ করেন, 'খুব শীঘ্র রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

জগদীশ শুক্রবার বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সাংসদের উপস্থিতি সত্ত্বেও গোসানিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে একাধিক জায়গায় অসন্তোষ ও কম সাড়া পাওয়ার ঘটনায় অস্বস্তিতে থাকা তৃণমূল অযাচিত পরিস্থিতি এড়াতে এরপর থেকে জগদীশের কর্মসূচির আগে এলাকার পরিস্থিতি সমীক্ষা করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বলেছে জানা গিয়েছে।

বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সহ সভাপতি বিরাজ বসু বলেন, 'তৃণমূল সরকার মানুষকে দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। তাই ওই দলের নেতাদের এভাবে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে জনরোষ দেখা যাচ্ছে, তাতে একটা কথা স্পষ্ট, মানুষ ভোটের মাধ্যমেই সমস্ত জবাব দেবেন।'

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে জগদীশ বলেন, 'আমরা ছাড়া আর কোনও দল তো মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। তাই মানুষ আমাদের কাছেই সমস্ত আবদার করছেন। এটাই স্বাভাবিক।'

তিনি যোগ করেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই ওই রাস্তার টেন্ডার পাশ হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। আর আমি জনসংযোগের জন্য সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যাব। আমার সভার জন্য এলাকা বাছাই করতে হবে না।'

স্ল্যাব কালভার্টে অসন্তোষ

মাথাভাঙ্গা, ১৭ জানুয়ারি : এলং নদীর গতিপথ স্বাভাবিক রাখতে নির্মীয়মাণ স্ল্যাবের কাজ প্রশ্নের মুখে। ক্ষোভে শনিবার সেই কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের এলংমারিতে নদীর ওপর হিউমপাইপ কালভার্টের পরিবর্তে স্ল্যাব কালভার্ট তৈরি হচ্ছিল। যা তুলনায় অনেকটা ছোট। তবে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাখ্যা, হিউমপাইপ কালভার্ট দিয়ে যত কম পরিমাণে জল প্রবাহিত হত, স্ল্যাব কালভার্ট দিয়ে অনেক বেশি জল প্রবাহিত হবে। তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পদ্ধতি মেনে স্ল্যাব কালভার্ট তৈরি শুরু হয়েছে। সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক।

এই ব্যাপারে এলংমারির বাসিন্দাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত সাহা, দুলাল সাহার অভিযোগ, নতুন স্ল্যাব কালভার্ট দৈর্ঘ্যে আগের তুলনায় ছোট। ফলে বর্ষার সময় জল নিষ্কাশনে সমস্যা হতে পারে। নদীর জলপ্রবাহ ঠিক রাখতে হলে আগের মতো দীর্ঘ কাঠামো প্রয়োজন। নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু অন্য ছবি তুলে ধরছেন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, হিউমপাইপ কালভার্টই সমস্যার কারণ ছিল। পাইপের ভেতর দিয়ে সীমিত জলপ্রবাহ হওয়ায় এলং নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হচ্ছিল। সেই কারণে প্রযুক্তিগত সমীক্ষার ভিত্তিতে স্ল্যাব কালভার্টের নকশা তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হাজারিলাল সাহা বলেন, আগের ১৫ মিটার দীর্ঘ দশটি হিউমপাইপের বদলে এখন তিনটি স্ল্যাব কালভার্ট দিয়ে বেশি জল নিষ্কাশন সম্ভব হবে।

এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে পরিবেশ ভাবনাও। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধিদের মতে, একসময় যেখানে সেতু ছিল সেখানে অপরিকল্পিত হিউমপাইপ বসানোর ফলেই নদী আজ মৃতপ্রায়। বর্ষায় নদীর সঙ্গে অন্যান্য জলধারা মিশে বিপর্যয় ডেকে আনে। সেই প্রেক্ষিতে সঠিক নিয়ম মেনে স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ হলে নদী ও জনজীবন উপকৃত হবে।

এলংমারিতে স্ল্যাব কালভার্ট তৈরির কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা। শনিবার।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণে বাধা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি বাজারে পথশ্রী প্রকল্পে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সেই কাজের মান নিম্নমানের অভিযোগ তুলে শনিবার বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা তৈরিতে ইট ব্যবহার করা হয়নি। তিন ইঞ্চির বদলে দেড় ইঞ্চি ঢালাইয়ে কাজ করা হচ্ছে। রাস্তায় দেওয়া হয়নি বাঁশের পাইলিংও। এই পরিস্থিতিতে এদিন এলাকাবাসী বিক্ষোভে শামিল হন। স্থানীয় বাসিন্দা নিরঞ্জন দাস বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। রাস্তায় ইটের বদলে শুধুমাত্র বালি-পাথর দিয়ে ঢালাই করা হচ্ছে। সামগ্রীর মান খুব খারাপ। এই রাস্তা দু'দিনের বেশি টেকসই হবে না।'

যদিও পথশ্রী প্রকল্পের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার দাবি, সরকারি শিডিউল মেনে সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণের কাজ হচ্ছে। এলাকার কয়েকজন মিথ্যা অভিযোগ তুলে কাজ আটকে দিয়েছেন। এদিকে, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা তৃণমূল এবং ব্লক প্রশাসনকে কটাক্ষ করছেন। তাঁদের কথায়, শাসকদলের কাটমানির চাপে রাস্তার মান খারাপ করতে বাধ্য হচ্ছেন ঠিকাদার।

তুফানগঞ্জ-১'র বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং বললেন, 'কাজের গুণগতমান খতিয়ে দেখতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলব।'

কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন সাহেববাড়িতে

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সাহেববাড়িতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে দিন দশেক আগে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়। সাহেববাড়ি বাজার থেকে চিলাখানা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার গ্রাভেল রাস্তাটি কংক্রিটের রাস্তা করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এদিকে, প্রতি বছর ভোটের মূল ইস্যু হয়ে উঠত ওই পাথরের রাস্তাটি। তাই এবার রাজনৈতিক নেতাদের তরফে রাস্তাটি নতুন করে তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অবশেষে রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু কাজের মান দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। আরেক এলাকাবাসী বাসন্তী বর্মন জানালেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার শিডিউল মেনে কাজ করছেন না। লিখিত অভিযোগ জানানো হবে ব্লক প্রশাসনকে।

এদিকে, রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প পথশ্রী, অথচ সেখানেও টাকার ভাগ বসাচ্ছেন তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসক ও নেতারা। কোথাও পাঁচ শতাংশ, কোথাও বা তিন শতাংশ হারে কাটমানি দিতে হয় ঠিকাদারদের। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার মান খারাপ হয়েছে।' একই কথা শোনা গেল সিপিএমের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য অসীম সাহার মুখেও।

অন্যদিকে, তৃণমূল পরিচালিত চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়তের প্রধান বুদ্ধদেব দাস আশ্বস্ত করে বললেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখে ঠিকাদারকে শিডিউল মেনে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

মেখলিগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল কুচলিবাড়ির এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম মহম্মদ মোস্তফা (৩৪), বাড়ি কুচলিবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকার ১০৮ ছোট কুচলিবাড়ি গ্রামে। পরিবারের দাবি, প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে তিনি কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন। মঙ্গলবার দিনভর কাজ শেষে রাতে ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। শনিবার মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ

চৌধুরীহাট, ১৭ জানুয়ারি : হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ হল দিনহাটা-২ ব্লকের আবুতারা ফুটবল ময়দানে। শনিবার সনাতনী জাগরণ মঞ্চ আবুতারার উদ্যোগে বসে এই হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর। এদিনের অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও আরও অনেকেই। জানা গিয়েছে, এদিনের গীতা পাঠের আসরে দেশের পাশাপাশি রাশিয়া, ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশের বহু সনাতনী ধর্মের ভক্তরা সেখানে ভিড় জমান।

চিলাখানায় দোকানে চুরি

তুফানগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : শুক্রবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বাজারের একটি মুদিখানার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার দোকান খুলতে গিয়ে চুরির ঘটনাটি নজরে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। দোকান মালিক আনন্দ বসাক বলেন, 'সকালে দোকান খুলতে এসে দেখি তালা খোলা। ক্যাশ বাক্স লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। দোকানে রাখা প্রায় ৭০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এর আগেও বাজারে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করুক।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

নিখোঁজ

তুফানগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাপের বাড়ি থেকে নাটাবাড়ি চাড়ালজানি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় গত বৃহস্পতিবার আট বছরের সন্তান সহ নিখোঁজ হন অনীতা অধিকারী রায় নামে এক বধূ। গৃহবধূর বাবা অমল অধিকারী তুফানগঞ্জ থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অমল অধিকারীর অভিযোগ, 'আমার মেয়ে কয়েকদিনের জন্য ঘুরতে এসেছিল। গত বৃহস্পতিবার নাতি সহ শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে বের হয়ে বাড়িতে ফেরেনি। কেউ ওদের অপহরণ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে আমার নাতি সহ মেয়েকে উদ্ধার করুক এই অনুরোধ করছি।' লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওসি বদল

পুণ্ডিবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি : বদলি হলেন পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী। শুক্রবার রাতে জেলা পুলিশ সুপার এই বদলির নির্দেশিকা জারি করেন। শনিবার পুণ্ডিবাড়ি থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাহুল তালুকদার। অপরদিকে, সোনম মাহেশ্বরী বদলি হয়ে গেলেন জেলা পুলিশের ট্রেনিং সেলের দায়িত্বে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অবাক চোখে।। *আলিপুরদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।*

চিন্তায় অভিভাবক মহল

স্যানিটাইজারের নেশায় বুঁদ যুবসমাজ

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : সালটা ২০২০। করোনায় আক্রান্ত গোটা বিশ্ব। দুর্বিষহ জনজীবন। অনেকের ঘরে এখনও স্যানিটাইজার রয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ সেটি ব্যবহারও করছেন। কিন্তু এই অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার এখন যুবসমাজকে বিপদে ফেলছে। স্যানিটাইজারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছেন তরুণরা।

সন্ধ্যা নামতেই তুফানগঞ্জ শহর এবং গ্রামাঞ্চলে চোখে পড়ছে এই ছবি। খালি পড়ে থাকা আবাসন, রাস্তার মোড় কিংবা মাঠেঘাটে নিয়মিতভাবে এই নেশার আসর বসছে। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি শিক্ষিত পরিবারের সন্তানরাও জড়িয়ে পড়ছে এই সর্বনাশা অভ্যাসে। উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক মহলে। উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরাও।

স্যানিটাইজারের এই নেশা করা হয় কী করে? জানা গিয়েছে, স্যানিটাইজারে আগুন ধরিয়ে নেশা করছে। সূত্রের খবর, শহরের বেশ কয়েকটি এলাকার রাস্তার মোড়ে সন্ধের পর মজছে তরুণদের একাংশ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট বাজার লাগোয়া শিবগঞ্জ বাজার, সূর্য সংঘ মোড় এলাকাতেও বসছে এই ঠেক।

তুফানগঞ্জ শহরের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ লায়েক বললেন, 'স্যানিটাইজারে অ্যালকোহলের পাশাপাশি অন্যান্য রাসায়নিক ও

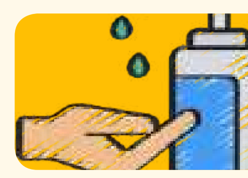

■ স্যানিটাইজারের একটি বোতলে খরচ পড়ে ৩০-৫০ টাকা

■ কম দাম হওয়ায় সহজেই নেশার সামগ্রী পেয়ে যাচ্ছেন তরুণরা

■ শহরের পরিত্যক্ত আবাসন থেকে রাস্তার মোড়ে সন্ধ্যার পর বসছে এই ধরনের নেশার ঠেক

সুগন্ধিও মেশানো থাকে। সেইসবের বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসের প্রদাহ, হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, এই নেশায় আসক্ত হলে ফুসফুসে অ্যালার্জি, মাথায় ঝিম ধরা এবং হাঁপানি পর্যন্ত হতে পারে।' এই সমস্যা মেটাতে আসক্তদের অবিলম্বে নেশামুক্তিকেন্দ্রে পাঠানোর পাশাপাশি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন তিনি।

একটি স্যানিটাইজারের বোতল কিনতে ৩০ থেকে ৫০ টাকা খরচ হয়। অনেকগুলো কিনলে মেলে ছাড়ও। সহজলভ্য হওয়ায় এই নেশার প্রবণতাও বাড়ছে। শহরের এক বাসিন্দা বললেন, 'শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ড, ৩ নম্বর ওয়ার্ড, তুঁত ফার্ম এলাকায় সন্ধ্যার পর তরুণদের ভিড় শুরু হয়। অনেকেরই হাতে স্যানিটাইজারের বোতল দেখা যায়।' বাসিন্দাদের অনেকে প্রতিবাদও করেছেন। কেউ কেউ ভয়ে আবার পিছিয়েও আসছেন। এ ব্যাপারে টোব্যাকো কন্ট্রোল সেলের ইনচার্জ সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রকাশ্যে ধূমপান করার জন্য সর্বোচ্চ ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পুলিশও চালান কাটছে। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে নেশাদ্রব্য বিক্রি করলেও বিক্রেতাকে জরিমানা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে মাদকদ্রব্য।' সব ধরনের নেশা ঠেকাতে তাঁরা অভিযান চালাচ্ছেন। সেইসঙ্গে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগে সপ্তাহে দু'দিন তামাক বর্জন সহায়তাকেন্দ্র খোলা রয়েছে।

জখম চালক

নিশিগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার সকালে বালিবোঝাই ডাম্পার ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন দুই গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের নিশিগঞ্জ সিটকিবাড়ি এলাকায়। স্থানীয়রাই জখম দুই চালককে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। আঘাত গুরুতর থাকায় পরে দুজনকেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গাড়ি দুটি সরাতে গিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

বাইক চুরি

নিশিগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ হাইস্কুলের সামনে থেকে চুরি হল একটি মোটরবাইক। শনিবার সকালে রাস্তার পাশে বাইকটি রেখে মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখতে যান এক তরুণ। কিছুক্ষণ পর দেখেন বাইকটি চুরি করে পালিয়েছে কেউ। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

আহত চার

জামালদহ, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কালীরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন চার তরুণ। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ কালীরহাট সেন্ট্রাল ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সড়কে থাকা ট্রাফিক ব্যারিকেডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি স্কুটার ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন চার তরুণ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে আনা হয়।

উদ্বোধন

জামালদহ, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি অঞ্চলের উছলপুকুরি কৃষক উদ্যোগ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেট ও সীমানা প্রাচীরের উদ্বোধন হল। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে নির্মিত বিদ্যালয়ের গেটের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মন, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্য বাবলু হোসেন, অঞ্চলের প্রধান গায়ত্রী বর্মন প্রমুখ।

কীর্তন

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ জানুয়ারি : চ্যাংরাবান্ধা মাড়োয়ারি সমাজের পক্ষ থেকে শনিবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা চৌধুরী ধর্মশালায় খাটু শ্যামজির ভজনকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতার বিখ্যাত ভক্তিগীতি গায়ক বিকাশ ঝা উপস্থিত ছিলেন। মেখলিগঞ্জ ব্লক ছাড়াও আশপাশের জেলা থেকে প্রচুর ভক্তবৃন্দ এসেছিলেন অনুষ্ঠানে বলে জানান হয়েছে আয়োজকদের তরফে।

সেতু পেয়ে হাসছে নওতাবাস

বছরে তিন থেকে চারবার গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাঁকো বানাতে হত। তা দিয়ে খুঠামারা নদী পারাপার করতে হত গ্রামবাসীকে। গ্রামে ঢুকত না অ্যাম্বুল্যান্সও। দু'কোটি টাকায় সেতু তৈরির পর ভোগান্তি মিটেছে নওতাবাস গ্রামের।

শীতলকুচি, ১৭ জানুয়ারি : খুঠামারা নদী পারাপারে দীর্ঘ ৪০ বছরের যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। নদীর বারনির ঘাট পার হতে সাঁকোই ছিল একমাত্র ভরসা। সেখানে প্রায় দুই কোটি টাকায় পাকা সেতু নির্মাণ হয়েছে। তাতে হাসি ফুটেছে শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নওতাবাস গ্রামে।

কথা হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দা সুজিতচন্দ্র বর্মনের সঙ্গে, 'প্রতিবছর ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই ঘাটে বছরে ৩-৪ বার সাঁকো বানিয়ে দিত। কয়েক হাজার লোক যাতায়াত করায় সেই সাঁকো ভেঙে যায়। এতে নদী পারাপারে চরম ভোগান্তি হয়। গ্রামবাসীরা এই সমস্যা নিরসনে পাকা সেতু তৈরির দাবি তোলেন। নওতাবাসে সেতু হওয়ায় সেই ভোগান্তি মিটেছে।' সুজয়চন্দ্র বর্মন নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'সাঁকো দিয়ে নদী পারাপারে অসুবিধা হত। কেউ অসুস্থ হলে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে চাইত না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে এখন সেতু হওয়ায় বাসিন্দাদের অনেক সুবিধা হয়েছে।'

খুঠামারা নদীর বারনির ঘাট দিয়ে ছোট শালবাড়ি, ছোট গদাইখোড়া, নওতাবাস, ফক্করেরহাটের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। প্রতিবছর বর্ষায় জলের স্রোতে সাঁকো ভেঙে গেলে সমস্যায় পড়ে স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা। এতবছর সেতু না থাকায় কৃষকের উৎপাদিত ফসল প্রায় ৮ কিমি ঘুরপথে শীতলকুচি বা বড়মরিচা বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে হত। এতে যাতায়াত খরচ অনেক বেশি পড়ে যেত। সেতুর দাবি পূরণ হওয়ায় যাতায়াত সমস্যা দূর হয়েছে বাসিন্দাদের।

এই গ্রামেই বাড়ি শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক রায় প্রামাণিকের। তাঁর কথায়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বারনির ঘাটের সেতুর দাবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছেন। সেরকম সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে তৃণমূল নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর নজরে আনলে সেতুর দাবি পূরণ হয়।

তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে সেতুর দাবি পূরণ হওয়ায় নওতাবাস বুথে সাধারণ মানুষের স্বস্তি ফিরেছে। সেটা ভোট বাক্সেরও প্রভাব ফেলতে পারে। তবে গ্রামের মানুষের যাতায়াতে সমস্যা সমাধান হওয়ায় তা গ্রামের উন্নয়নের পক্ষেও সহায়ক হয়েছে। এখন সহজেই জমির ফসল হাটে নিয়ে যাওয়া যায়। ভোগান্তি কমায় কৃষকরাও অনেক নিশ্চিন্ত। সমস্যা মেটায় সাধারণ মানুষ আনন্দে। সেতুর জন্য যাতায়াত সুগম হয়েছে।

হাসছে গ্রাম

খুঠামারা নদীর বারনির ঘাটে সেতু।

বকেয়া আসায় স্বস্তি

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : পথশ্রীর-৩'এর বকেয়ার সমস্ত টাকা এল কোচবিহার জেলা পরিষদে। টাকার পরিমাণ প্রায় ১৭ কোটি টাকা বলে জেলা পরিষদ সূত্রে খবর। এতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। পথশ্রী-৪ প্রকল্পে রাস্তার কাজের টেন্ডার ম্যাচিওর হওয়া নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, বকেয়া চলে আসায় সেই সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে আশায় কর্তৃপক্ষ।

এই ব্যাপারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেন, 'গতবারের বকেয়া ১৭ কোটি টাকা এসেছে। শীঘ্রই সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

পথশ্রী-৩ প্রকল্পে গত বছর কোচবিহার জেলা পরিষদ ১০১টি রাস্তা তৈরি করেছিল। সেজন্য প্রায় ৪৬ কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছিল। এরমধ্যে কয়েকটি বাদে সমস্ত রাস্তার কাজই সম্পন্ন হয়েছে। সেটার বছর ঘুরতে চললেও পথশ্রী-৩ প্রকল্পে কাজের টাকা পাননি প্রচুর ঠিকাদার। এ নিয়ে ঠিকাদাররা ক্ষুব্ধ। প্রায়ই তাঁরা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে এসে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন।

গতবছর কোচবিহার জেলা পরিষদ শতাধিক রাস্তা তৈরি করলেও পথশ্রী-৪ প্রকল্পে মাত্র ১৩টি রাস্তা তৈরির বরাত তারা পেয়েছে। এজন্য অনুমোদন হয়েছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কারণ, গতবার পথশ্রী-৩ প্রকল্পে কাজের পরও সেই পুরো টাকা অধিকাংশ ঠিকাদার না পাওয়ায় পথশ্রী-৪ প্রকল্পে রাস্তা তৈরির কাজে তাঁরা আগ্রহ দেখাননি। সেই কারণে জেলা পরিষদ ১৩টি রাস্তার টেন্ডার একাধিকবার করার পরেও এখন পর্যন্ত ৪টি রাস্তার টেন্ডার ম্যাচিওর হয়নি।

এই অবস্থায় পথশ্রী-৩ প্রকল্পের বকেয়া ১৭ কোটি টাকা জেলা পরিষদে চলে আসায় বকেয়া থাকা ঠিকাদাররা সহ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ, সকলের মুখে হাসি ফুটেছে। কর্তৃপক্ষের আশা, বকেয়া পাওয়ার পর পথশ্রী-৪ প্রকল্পের রাস্তার কাজের টেন্ডার ম্যাচিওর হওয়া নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলি শীঘ্রই সমাধান হবে।

ইরান থেকে ফিরে মোদির জয়ধ্বনি

বিভীষিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ইরানে ক্রমশ বাড়ছে খামেনেই-বিরোধী গণ বিক্ষোভ। সেই রোষাগ্নির মধ্যেই ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির জেরে ইরানের আকাশে-বাতাসে যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ। চারিদিকে গুলির শব্দ আর গগণভেদি স্লোগান। সেইসঙ্গে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্তব্ধ। আকাশসীমাও বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। এহেন বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার গভীর রাতে তেহরান থেকে নয়াদিল্লি ফিরলেন সেদেশে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকরা। পরিবারের সদস্যদের দেখে কারও চোখে জল, তো কারও মুখে বিশ্বজয়ের হাসি।

ইরানে অর্থনৈতিক মন্দা আর মুদ্রাস্ফীতির জেরে শুরু হওয়া বিক্ষোভ এখন আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। বিক্ষোভ রুখতে গোটা দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল তেহরান। ফলে ইরানে থাকা প্রায় ১০ হাজার ভারতীয় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রেখে এক ভারতীয় পড়ুয়া বলেন, 'পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলা তো দূর, দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করার কোনও উপায় ছিল না। মনে হচ্ছিল আমরা কোনও ভিনগ্রহে আটকে আছি।' ২৮ ডিসেম্বর তেহরানের গ্র্যান্ড বাজার থেকে শুরু হওয়া এই আগুন এখন দেশজুড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শুধু মূল্যবৃদ্ধি নয়, এবার চাই শাসনের পরিবর্তন।

দেশে ফেরা এক ভারতীয় নাগরিকের বক্তব্য, 'ইরানের অবস্থা খুব খারাপ। ভারত সরকার অনেক সহযোগিতা করছে। ভারতীয় দূতাবাসের তরফে আমাদের দ্রুত ইরান ছাড়তে বলা হয়। ভারত সরকার ও দূতাবাসের সমন্বয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরতে পেরেছি। সত্যি বলতে কী, মোদিজি আছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।' অপর এক ভারতীয়র বর্ণনায় ফুটে উঠেছে ইরানের নিরাপত্তাহীনতার ছবি। তিনি বলেন, 'আমরা ওই দেশে একমাস ধরে ছিলাম। কিন্তু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি গত এক-দু'সপ্তাহ ধরে। আমরা যখন বাইরে বেরোতাম তখন প্রতিবাদী জনতা গাড়ির সামনে চলে আসত আর সমস্যা তৈরি করত। ইন্টারনেট বন্ধ। সেই কারণে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারছিলাম না। আমরা চিন্তিত ছিলাম। দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারিনি।' দেশে ফেরা ভারতীয়দের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের এক পড়ুয়া বলেন, যেভাবে ইরানে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হচ্ছে সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভারত সরকার খুব ভালো প্রচেষ্টা করেছে এবং পড়ুয়াদের ফিরিয়ে এনেছে।'

ইরানে বিপজ্জনক এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে তৎপরতা বাড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক এবং তেহরানস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে দফায় দফায় নির্দেশিকা জারি করা হয়। নাগরিকদের যে কোনও উপায়ে দ্রুত ইরান ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারত সরকার বর্তমানে চাবাহার বন্দর এবং কুজেস্তানের তেল শোধনাগারে কর্মরত ভারতীয়দের সুরক্ষায় বিশেষ জোর দিচ্ছে। দিল্লি বিমানবন্দর চত্বরে এখন শুধুই স্বস্তির মেজাজ। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর প্রিয়জনকে ফিরে পেয়ে ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে অসংখ্য পরিবার। তবে ইরানে এখনও যাঁরা রয়ে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন চালু রেখেছে বিদেশমন্ত্রক। আকাশপথ আংশিক খোলার পর বাণিজ্যিক উড়ানের পাশাপাশি প্রয়োজনে বিশেষ বায়ুসেনার বিমান পাঠানোর প্রস্তুতিও সেরে রেখেছে নয়াদিল্লি।

এসইউভিতে পিষে হিন্দু তরুণের মৃত্যু

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আবহে ফের প্রাণ হারালেন এক সংখ্যালঘু। রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ মোড়ে একটি পেট্রোল পাম্পে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে রিপন সাহা নামে ওই হিন্দু কর্মীকে এসইউভি দিয়ে পিষে মারার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওপার বাংলায়। ঘাতক গাড়ির মালিক আবুল হাসেম ওরফে সুজন এবং চালক কামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাসেম রাজবাড়ি জেলা বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এবং যুব দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি।

পেট্রোল পাম্পে দাঁড়ানো রিপন সাহার সেই ছবি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে একটি কালো রঙের এসইউভি করিম ফিলিং স্টেশনে প্রায় ৫ হাজার টাকার জ্বালানি নেয়। টাকা না দিয়ে চালক পালানোর চেষ্টা করলে বাধা দিতে গাড়ির সামনে দাঁড়ান রিপন। চালক গতি না কমিয়ে রিপনকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাজবাড়ি সদর থানার পুলিশ আধিকারিক খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, 'আমরা একটি খুনের মামলা দায়ের করছি। পাওনা টাকা না দিয়ে পালানোর সময় গাড়িটি ওই কর্মীর ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়।'

মমান্তিক ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলার অভিযোগ তুলছে বিভিন্ন সংগঠন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সেদেশে সংসদীয় নির্বাচন। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার

পদ্মাপারে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু

হারও তত বাড়ছে। পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই দেশে ৫১টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে নরসিংদিতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রাণতোষ সরকারকে গুলি করে হত্যা এবং ময়মনসিংহে গণপিটুনিতে দীপু চন্দ্র দাসের মৃত্যুর মতো একাধিক ঘটনা রয়েছে।

২০২২ সালের জনগণনা অনুযায়ী, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৭.৯৫ শতাংশ। দিল্লির তরফে বারবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক সতর্ক করেছে যে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বলে লঘু করার প্রবণতা চরমপন্থী মৌলবাদীদের আরও উৎসাহিত করছে। আসন্ন নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয় দেখাতে এই ধরনের পরিকল্পিত হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

বেলুন উৎসব... *শনিবার হায়দরাবাদে।*

হাসিনার নেতৃত্বেই ফিরব : আওয়ামী বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগের বাংলাদেশে ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে প্রত্যয়ী বার্তা দিলেন দলের শীর্ষ নেতারা। তাঁদের দাবি, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তা আদৌ অবাধ বা নিরপেক্ষ নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে একটি সাজানো নির্বাচন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও তাঁদের প্রতি প্রায় ৬০ শতাংশ সমর্থন রয়েছে। জনগণের এই বিপুল সমর্থন সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে বলেই তাঁদের অভিযোগ। শনিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগ নেতা হাসান মাহমুদ বলেন, 'আমরা নির্বাসিত সরকার গঠনের পথে যাব না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আমরা বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে সরকার গঠন করব।'

বাংলাদেশে জুলাই-অগাস্ট মাসে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্টেরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। রিপোর্টটিকে তিনি 'চরম পক্ষপাতদুষ্ট' বলে আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন, এতে আওয়ামি লিগের কর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর চালানো হিংসার ঘটনাগুলি কার্যত উপেক্ষিত হয়েছে। আন্দোলনের সময় হাজার হাজার পুলিশকর্মী প্রাণ হারালেও সেই তথ্য রিপোর্টে গুরুত্ব পায়নি। তাঁর দাবি, ওই অশান্তির সময় প্রায় ৩,০০০ পুলিশকর্মী নিহত হন। এমনকি একটি থানায় ৪০ জন পুলিশকর্মীকে ভিতরে আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

হাসান মাহমুদের বক্তব্য, রিপোর্টে যে মৃতের সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে তা একতরফা এবং যথাযথ যাচাই না করেই প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, ইউনূস প্রশাসনের জারি করা সরকারি গেজেটে যাঁদের মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে পরে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এদিন হাসান মাহমুদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ গবেষণা ফাউন্ডেশনের আইনি বিভাগের প্রধান গোলাম মারুফ মজুমদার নিজুম। হাসান মাহমুদ জানান, অগাস্ট মাসের বিদ্রোহের পর থেকে হওয়া খুন, হিংসা ও নির্যাতনের একটি বিস্তৃত নথি প্রস্তুত করছে আওয়ামি লিগ। তাঁর দাবি, গত দুই সপ্তাহেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তত আটজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি জানান, এই সমস্ত তথ্য রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ সচিবালয়ের কাছে জমা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছে হয় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার, নয়তো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হবে।

কংগ্রেস নেতার ধর্ষণ মন্তব্যে বিতর্ক

ভোপাল, ১৭ জানুয়ারি : ধর্ষণ নিয়ে বেফাঁস মন্তব্যের জেরে বিতর্কে পড়লেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়ক ফুল সিং বরেয়া। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ধর্ষণের তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনও পুরুষ, তাঁর মানসিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় তিনি যদি কোনও সুন্দরী মেয়ে দেখেন, তাহলে তাঁর মন বিভ্রান্ত হতে পারে এবং তারপরই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।' এরপরই যৌন হিংসাকে জাতপাতের আতশকাচে ফেলে ওই কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেছেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদেরই সবথেকে বেশি ধর্ষণ করা হয়। কারণ আদিবাসী রমণীদের অত্যন্ত সুন্দরী বলে মনে করা হয়। তপশিলি জাতির, ওবিসি মহিলারাও সুন্দরী হন। সেই কারণেই তাঁরা ধর্ষণের শিকার হন। কেন ধর্ষণ হয়? প্রাচীন পুঁথিতে তাঁদের ধর্ষণের নিদান দেওয়া আছে।' ধর্ষণকে তীর্থযাত্রার সঙ্গেও তুলনা করেছেন ওই কংগ্রেস নেতা।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। কংগ্রেস কেন ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সেই প্রশ্নও তুলেছে বিজেপি। ঘটনাচক্রে এদিন ইন্দোরে দূষিত জল পান করে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেখানে অন্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেই ছিলেন ফুল সিং বরেয়া।

'চাই গণতান্ত্রিক সরকার'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশে গুম-খুন ও নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'দেশে প্রতিটি অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে হলে একটি দায়বদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।' শনিবার ঢাকার চিন-মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আমরা বিএনপি পরিবার' ও 'মায়ের ডাক' আয়োজিত এক সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

তারেক বলেন, 'গুম ও নির্যাতনের শিকার মানুষগুলির চোখের দিকে তাকিয়ে বলছি, প্রতিটি অন্যায়ের বিচার পাওয়ার একমাত্র পথ হল জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ সরকার গঠন করা।' তিনি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে

শহিদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক দেশ গঠনের সুযোগ হাতছাড়া করা শহিদদের প্রতি চরম অবমাননার শামিল হবে। তিনি অভিযোগ করেন, 'কিছু শক্তি গণতন্ত্রের পথে যাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। যারা গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তাদের সফল হতে দেওয়া যাবে না।'

মেয়র পদ নিয়ে বিজেপি-শিন্ডে দ্বন্দ্ব

ভোট শেষে রিসর্ট রাজনীতি মুম্বইয়ে

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে নিয়ে শিরঃপীড়া ক্রমশ বাড়ছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং বিজেপি নেতৃত্বের। বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) বিপুল জয়ের পরও স্বস্তি মিলল না শাসক মহাযুতিতে। মুম্বইয়ের পরবর্তী মেয়র কে হবেন, তা নিয়ে বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডের শিবসেনার মধ্যে প্রবল দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। আর সেই সূত্রে পুরভোট মিটতেই রিসর্ট রাজনীতি ফিরে এসেছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। দল ভাঙার আশঙ্কায় শনিবার শিবসেনার সমস্ত কর্পোরেটরকে বান্দ্রার একটি পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে এনে রেখেছেন শিন্ডে। তাঁর এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করেছে শিবসেনা (ইউবিটি) এবং কংগ্রেস।

২২৭ আসনের বিএমসি-তে ৮৯টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হয়েছে বিজেপি। সেই কারণে পুরসভার ১৩৭ বছরের ইতিহাসে প্রথম মেয়র পেতে মরিয়া পদ্মশিবির। যদিও পুরবোর্ড গঠনের জন্য শিন্ডের শিবসেনা (২৯)-কে প্রয়োজন তাদের। আর সেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে মেয়র পদের দাবি তুলেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, শিন্ডে চান, আড়াই বছর করে রোটেশনের ভিত্তিতে বৃহন্মুম্বই পুরসভায় পরবর্তী মেয়র বাছতে হবে। অর্থাৎ প্রথম আড়াই বছর শিবসেনা থেকে কাউকে মেয়র করতে হবে। বাকি আড়াই বছর বিজেপি থেকে মেয়র হবেন। বিএমসি-র মেয়র পদে গত ৩০ বছর ধরে অবিভক্ত শিবসেনার নেতা বা নেত্রীরাই 'রাজ' করেছেন। বিপুল জয়ের পর বিজেপি সেই ধারায় এবার ইতি টানতে চাইলেও শিন্ডে বেঁকে বসেছেন। তাঁর দলের নেতারাও জানিয়েছেন, বিএমসির

> একনাথ শিন্ডে বিজেপিকে ভয় পাচ্ছেন। তাই নিজের দলের কর্পোরেটরদের একটি পাঁচতারা হোটেলে রেখে দিয়েছেন। উনি জানেন, ওঁদের একবার যখন ভাঙা গিয়েছে, তখন আবারও সেটা করা সম্ভব।
>
> **উদ্ধব ঠাকরে**

মেয়র শিবসৈনিক হবেন, এটাই ছিল বালাসাহেব ঠাকরের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ভাঙতে রাজি নন শিন্ডে। এর আগে গত বিধানসভা ভোটে জেতার পর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার ব্যাপারে জেদ ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপির চাপে শেষমেশ উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। এবার দেশের সবথেকে ধনী পুরসভার মেয়র পদ যে তিনি বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবেন না, সেটা তাঁর রিসর্ট রাজনীতিতে স্পষ্ট।

শিন্ডের এই কীর্তি দেখে তাঁকে কটাক্ষ করেছেন উদ্ধব ঠাকরে। ২০২২ সালের পর শিবসেনায় ফের ভাঙনের জল্পনা উসকে তাঁর খোঁচা, 'একনাথ শিন্ডে বিজেপিকে ভয় পাচ্ছেন। তাই নিজের দলের কর্পোরেটরদের একটি পাঁচতারা হোটেলে রেখে দিয়েছেন। উনি জানেন, ওঁদের একবার যখন ভাঙা গিয়েছে, তখন আবারও সেটা করা সম্ভব।' তবে শিবসৈনিক মেয়র পদে যে বসবেন সেটা উদ্ধব ঠাকরেও মানেন। যদিও তিনি এও জানিয়েছেন, এবার সংখ্যা তাঁদের সঙ্গে নেই। বিএমসিতে হারের পর বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন উদ্ধব। মাতুশ্রীতে দলের নবনির্বাচিত কর্পোরেটরদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি।

অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ নাসির হুসেন বলেন, 'একনাথ শিন্ডে কাকে ভয় পাচ্ছেন? কারা ওঁর কাউন্সিলারদের ভাঙাতে পারে? দল ভাঙানোর অভিজ্ঞতা কাদের রয়েছে?' নাসিরের দাবি, বিজেপি তার সমস্ত ছোট শরিকদের ভাঙিয়ে বড় হয়েছে। দল ভাঙার ভয় হোক বা দর কষাকষির মাধ্যম, শিন্ডে সেনার রিসর্ট রাজনীতিতে পরিষ্কার, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন, বিএমসি সহ সিংহভাগ পুরসভা দখল করার পরও মহাযুতিতে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না।

ব্রিটেনে ঢাকার দূতাবাসের আধিকারিক পদে হাদির দাদা

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : নিহত ছাত্রনেতা ওসমান হাদির পরিবারকে 'বিশেষ সম্মান' জানাল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। হাদির দাদা ওমরকে ব্রিটেনের বার্মিংহামে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনে দ্বিতীয় সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি সচিবালয় থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নিয়োগের কথা জানানো হয়।

চুক্তিকালীন শর্ত অনুযায়ী, ওমর আপাতত তিন বছরের জন্য এই পদে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এই সময়ে তিনি অন্য কোনও পেশা, ব্যবসা বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। যেদিন তিনি কাজে যোগ দেবেন, সেদিন থেকেই তাঁর মেয়াদের সময়সীমা কার্যকর হবে।

১২ ডিসেম্বর ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন হাদি। চিকিৎসার জন্য সরকারি উদ্যোগে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হলেও ছয় দিন পর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে

পড়তেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ঢাকায় চলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। গণ বিক্ষোভের মুখে খুনিদের শাস্তির দাবিতে রাজপথে নামে হাজার হাজার মানুষ। ইনকিলাব মঞ্চের মতো সংগঠনগুলি সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।

হাদি হত্যাকাণ্ডে এ পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে মূল অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদের পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন। তবে মূল ঘাতক ফয়সাল ও তাঁর সহযোগী আলমগির এখনও পলাতক। এই পরিস্থিতিতে হাদির পরিবারকে এই কূটনৈতিক পদে নিয়োগ সরকারের পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্য বেশে... *শনিবার ইন্দিরা ভবনে রাহুল গান্ধি।*

পীড়িতদের পাশে রাহুল

ইন্দোর, ১৭ জানুয়ারি : দূষিত জলপান করে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে শনিবার দেখা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রথমে বম্বে হাসপাতালে দূষিত জল পান করে ভর্তি ব্যক্তিদের দেখতে যান তিনি। তারপর ভাগীরথপুরায় গিয়ে সেখানকার পীড়িত পরিবারগুলির সঙ্গে কথাও বলেন। রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নতুন স্মার্ট সিটি মডেল হল জলে বিষ, হাওয়ায় বিষ, ওষুধে বিষ, মাটিতেও বিষ। আর জবাব চাইলে জোটে বুলডোজার। অথচ এই মডেলে গরিবদের মৃত্যুর জন্য কাউকেই দায়ী করা হয় না।' পরে সাংবাদিকদের রাহুল বলেন, 'ভাগীরথপুরার পীড়িত পরিবারগুলির সঙ্গে আমি আজ দেখা করেছি। এটা নতুন মডেলের স্মার্ট সিটি। পানীয় জল নেই। মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। ইন্দোরে পরিশ্রুত জল নেই। এটা আরবান মডেল। এটা ইন্দোরের মতো আরও অনেক শহরে হচ্ছে। এটা সরকারের দায়িত্ব। পরিশ্রুত জল, হাওয়া। সরকারকে দায় নিতে হবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

ডিএমকে-র সঙ্গে জোটে সায় কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ডিএমকের সঙ্গে জোট সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেই তামিলনাড়ুর ভোটযুদ্ধে নামার পক্ষপাতী কংগ্রেস হাইকমান্ড। শনিবার ইন্দিরা ভবনে তামিলনাড়ুর প্রদেশ নেতাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধিরা। ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, কেসি বেণুগোপাল প্রমুখ। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে প্রদেশ নেতারা সাফ জানিয়ে দেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে তামিলনাড়ুতে তাঁরা ডিএমকে-র সঙ্গে জোট বেঁধেই লড়াই করতে চান। প্রবীণ চক্রবর্তী, মণিকম টেগোরের মতো যাঁরা ডিএমকে-র বদলে দ্রাবিড় রাজনীতিতে নবাগত অভিনেতা বিজয়ের টিভিকে-র সঙ্গে জোট করার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশেও বার্তা দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠক থেকে। তাঁদের অবস্থান দলীয় লাইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, সেকথাও ঠারেঠোরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুতে আগের বারের তুলনায় এবার বেশি আসনে লড়াই করতে চেয়ে ডিএমকে-কে ইতিমধ্যে বার্তা দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ। যদিও ডিএমকে সেই বার্তা মানতে রাজি নয়। গতবার ডিএমকের সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেস ২৫টি আসনে লড়েছিল। সেইবার তারা পেয়েছিল ১৮টি আসন।

ভুয়ো রোগী, কাগুজে ডাক্তার

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : হরিয়ানার আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, গত ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত উমর-উন নবিকে কোনও পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়াই নিয়োগ করেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়।

ইডির চার্জশিটে তথ্যপ্রযুক্তি আধিকারিক ফরদিন বেগের বয়ান উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি) বা ইউজিসি-র পরিদর্শনের সময় আশাকর্মীদের মাধ্যমে বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে এনে 'ভুয়ো রোগী' সাজিয়ে রাখা হত। এর বিনিময়ে তাঁদের

নিয়মিত নগদ টাকা দেওয়া হত। এমনকি হাসপাতালের নথিতে ৭০ জনের বেশি চিকিৎসক এবং খোদ উপাচার্য ভূপিন্দর কৌর আনন্দও কেবল 'কাগজে-কলমে' কর্মচারী ছিলেন। বাস্তবে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন না বা ক্লাস নিতেন না। শুধু সরকারি অনুমোদন বজায় রাখতেই তাঁদের নাম ব্যবহার করা হত। ইডির দাবি, 'চেয়ারম্যান

জোড়া ফাঁসে আল ফালাহ

সিদ্দিকীর অনুমোদনে এইসব জাল নিয়োগ চলত এবং অবৈধ বিদেশি লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ১৩ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে।'

লালকেল্লা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত উমর নবি ২০২৪ সালের মে-তে জেনারেল মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। উপাচার্য ইডির কাছে স্বীকার করেছেন, সিদ্দিকীর নির্দেশে কোনও যাচাই ছাড়াই উমর সহ আরও বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এনএমসি থেকে শোকজ নোটিশ পাওয়ার পর জালিয়াতি আড়াল করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে তড়িঘড়ি তথ্য মুছে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। বর্তমানে এনআইএ এই ঘটনার সন্ত্রাসবাদী দিকটি খতিয়ে দেখছে, আর ইডি তদন্ত করছে আর্থিক দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে। শুক্রবারই ফরিদাবাদে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের প্রায় ৫৪ একর জমি এবং ভবন বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

নীরবেই ৩০ শতাংশ কর আরোপ

‘পালটা’ দিল ভারত, উত্তপ্ত ডাল-কূটনীতি

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১৭ জানুয়ারি : ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য-যুদ্ধ এখন চরম নাটকীয় মোড়ে। ট্রাম্প প্রশাসনের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির পালটা হিসেবে নয়াদিল্লি যে ‘চাণক্য নীতি’ গ্রহণ করেছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই পেয়েছে ডাল-শস্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-হুমকি থেকে রেহাই পেতে মরিয়া, তখন ভারত কোনও হইচই না করে মার্কিন ‘হলুদ মটর’-এর ওপর ৩০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়ে এক নীরব প্রত্যাঘাত হেনেছে। ১৬ জানুয়ারি মার্কিন সেনেটর কেভিন ক্রেমার এবং স্টিভ ডেইনেস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে একটি কড়া চিঠি লিখে জানিয়েছেন, ভারতের এই ‘অন্যায়’ শুল্কের কারণে মার্কিন চাষিরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। ২০২০ সালে ট্রাম্প যখন ভারত সফরে এসেছিলেন, তখন এই ডাল-কূটনীতি নিয়ে মোদিকে হাতে লেখা চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৬-এ এসে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিপাকে পড়েছেন আমেরিকার উত্তর ডাকোটা ও মন্টানার মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যের চাষিরা। ২০২৬-এর মার্চ মাস পর্যন্ত এই পণ্যটি শুল্কমুক্ত থাকার কথা থাকলেও গত অক্টোবরে ভারত সরকার কোনও ঘোষণা ছাড়াই ১০ শতাংশ শুল্ক ও ২০ শতাংশ কৃষি পরিকাঠামো সেস চাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর নেপথ্যে কাজ করেছে ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার ও কোটি কোটি দেশীয় কৃষকের স্বার্থরক্ষার তাগিদ। একদিকে যেমন ভারতীয় কৃষকরা সস্তা আমদানির ফলে ন্যায্য দাম পাচ্ছিলেন না, অন্যদিকে তেমনই ট্রাম্পের চাপিয়ে দেওয়া ৫০ শতাংশ শুল্কের এক যোগ্য জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের

■ আগাম ঘোষণা ছাড়াই মার্কিন হলুদ মটরের ওপর ৩০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ভারতের

■ অভ্যন্তরীণ বাজারে সস্তা ডালের জোগান কমিয়ে দেশীয় কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতেই এই ‘চাণক্য নীতি’

■ মন্টানা ও উত্তর ডাকোটার সেনেটররা ট্রাম্পকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, এই শুল্কের ফলে মার্কিন চাষিরা ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন

■ ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক নিয়ে চাপের মুখে থাকা কেন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হবে ভারতের স্বার্থরক্ষা করেই

এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত কৌশলী। বিশ্ব বাজারের মোট ডালের ২৭ শতাংশই ভারত ব্যবহার করে, যা আমেরিকার কৃষকদের জন্য এক অপরিহার্য বাজার। হোয়াইট হাউসে ইতিমধ্যেই মার্কিন সেনেটররা চিঠি দিয়ে নালিশ জানিয়েছেন যে, ভারতের এই ‘অন্যায়’ শুল্কের কারণে মার্কিন চাষিরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। যেখানে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক প্রায় ৫০ শতাংশ (যার অর্ধেকটাই এসেছে রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্যের জরিমানা হিসেবে), সেখানে ভারত এখন আর রক্ষণাত্মক অবস্থানে থাকতে নারাজ। ২০২৬-এর এই ‘ডাল-কূটনীতি’ প্রমাণ করছে যে, ভারত এখন বাণিজ্য চুক্তির টেবিলে নিজের শর্তে কথা বলতে তৈরি। হোয়াইট হাউসের আগ্রাসী মেজাজের বিপরীতে ভারতের এই নীরব কিন্তু কঠোর আর্থিক অবস্থান বাণিজ্য-যুদ্ধের সমীকরণ বদলে দিতে পারে।

ইরানে ভারসাম্য রক্ষায় চ্যালেঞ্জ দিল্লির

ট্রাম্পের ‘শুল্ক কাঁটা’ বনাম পাহলভির বন্ধুত্বের হাত

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভারত-ইরান দ্বিপাক্ষিক সমীকরণ। একদিকে ইরানের ভারত নিয়ন্ত্রিত চাবাহার বন্দর নিয়ে ট্রাম্প সরকারের ‘শুল্ক-হুমকি’, অন্যদিকে আমেরিকায় নির্বাসিত ইরানের যুবরাজ রেজা পহলভির ভারতকে সহযোগিতার প্রস্তাব, এই দুই বৈপরীত্যের মাঝে দাঁড়িয়ে দিল্লিকে এখন কূটনৈতিক দড়ি টানাটানির মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

ভারতের কাছে চাবাহার শুধু একটি বন্দর নয়, এটি মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানে পৌঁছনোর কৌশলগত ‘দরজা’। ১২ জানুয়ারি ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছে, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা যে কোনও দেশের ওপর ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। মার্কিন হুঁশিয়ারি দিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। যদিও বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, চাবাহার থেকে ভারত কোনওভাবেই পিছু হটবে না। বর্তমানে আমেরিকার দেওয়া বিশেষ ছাড়ের মেয়াদ আগামী ২৬ এপ্রিল শেষ হতে চলেছে, সেই সময়সীমা বাড়াতে এখন হোয়াইট হাউসের সঙ্গে দর কষাকষি চালাচ্ছে সাউথ ব্লক।

চাবাহার বন্দরের গুরুত্ব ভারতের কাছে অপরিসীম। কারণ, এটি পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান ও রাশিয়ায় পণ্য পাঠানোর একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। ২০২৪-এ ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ১০ বছরের চুক্তি অনুযায়ী, ভারত এই বন্দরে ৩৭০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে সরাসরি মার্কিন রোষ এড়াতে ভারত সরকার এখন কৌশলী চাল চালছে। প্রায় ১২০ মিলিয়ন ডলার সরাসরি বিনিয়োগের পরিবর্তে কোনও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, যাতে সরাসরি ভারত সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব না পড়ে। এদিকে উত্তর ভারতের বাসমতী চাল রপ্তানিকারকরা ইতিমধ্যে অনিশ্চয়তার মেঘ দেখছেন।

■ চাবাহার বন্দর নিয়ে ভারত পিছু হটতে নারাজ

■ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সরকারি বিনিয়োগ কমিয়ে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চাবাহারের কাজ চালানোর পরিকল্পনা দিল্লির

■ ইরানে ভারতের বাসমতী চাল, ওষুধ রপ্তানিতে ক্ষতির আশঙ্কা

■ নির্বাসিত ইরানি রাজ পরিবারের পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠতা দিল্লির দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে

■ ট্রাম্পের আগ্রাসী নীতি ও ইরানের অস্থিতিশীল রাজনীতির মাঝে চাবাহার রক্ষাই ভারতের চ্যালেঞ্জ

ইরানে দুই-তৃতীয়াংশ চাল সরবরাহ করে ভারত। ট্রাম্পের কড়া অবস্থানের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

টানাপোড়েনের মধ্যেই ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পহলভি যে মন্তব্য করেছেন, তা দিল্লির জন্য যেমন আশার আলো দেখাচ্ছে, তেমনই কিছু ঐতিহাসিক অস্বস্তিও ফিরিয়ে এনেছে। পহলভি দাবি করেছেন, ইরানে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে। তিনি ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ক্ষেত্রের প্রশংসা করে বলেছেন, ‘গণতান্ত্রিক ইরান ভারতের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী।’ পহলভির বার্তা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক মনে হলেও ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মুদ্রার উলটো পিঠটিও দেখছেন।

যদি ইরানে রাজতন্ত্রের ছায়ায় বা পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থনে কোনও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে, তবে ভারতের চাবাহার প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠতে পারে। পহলভির পিতা মোহাম্মদ রেজা পহলভির আমলে ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল এবং তৎকালীন ইরান সরকার কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। পহলভির সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন ইরানকে ফের আমেরিকা-ঘনিষ্ঠ করে তুললেও তা দিল্লিকে একটি নতুন ‘আমেরিকা-ইরান-পাকিস্তান’ অক্ষের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে চাবাহার বন্দর বা আফগানিস্তানে ভারতের একক প্রভাব খর্ব হওয়ার ঝুঁকি থাকছে। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের শুল্ক-নীতি মোকাবিলা করে চাবাহারকে রক্ষা করা এবং ইরানের অস্থির অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মাঝে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্বার্থ বজায় রাখা ভারতের বিদেশনীতির সবচেয়ে বড় অগ্নিপরীক্ষা।

ইরান নিয়ে সুর নরম মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ১৭ জানুয়ারি : মধ্যপ্রাচ্যে ঘনীভূত যুদ্ধের মেঘ কি তবে কাটতে শুরু করল? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া ৮০০-রও বেশি বিদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত থেকে তেহরান পিছিয়ে আসায় ইরান প্রশাসনকে প্রকাশ্যেই ‘ধন্যবাদ’ জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেন, ‘ইরান ৮০০-রও বেশি মানুষের ফাঁসি বাতিল করেছে। আমি এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই এবং তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।’ পরে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এও একই মনোভাব ব্যক্ত করেন তিনি। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের মুখে ইরানের এই প্রশংসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এর আগে খামেনেই প্রশাসনের বিক্ষোভ দমনের কড়া সমালোচনা করে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের হুমকির পর মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধবিমান ও সেনা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছে ইজরায়েলও। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, মার্কিন সেনা ইরানে হামলা চালালে তাঁরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। তবে সৌদি আরব, মিশর ও কাতারের মতো দেশগুলির মধ্যস্থতায় এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। দু-পক্ষকেই চরম পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই বহুমুখী চাপের মুখেই আপাতত ফাঁসির নির্দেশ স্থগিত করার পথে হাঁটল ইরান, আর তাতেই বরফ গলার সম্ভাবনা দেখছে আন্তর্জাতিক মহল।

এনকাউন্টারে হত শুটার

চণ্ডীগড়, ১৭ জানুয়ারি : গত বছর ডিসেম্বরে পঞ্জাবের মোহালিতে ম্যাচ চলাকালীন কবাডি খেলোয়াড় রানা বালাচৌরিয়াকে গুলি করেছিলেন করণ পাঠক ও তার সঙ্গী তরণদীপ সিং। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয়েছিল রানার। হাওড়া থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে তাদের মোহালি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুক্রবার মাঝরাতে বুকে যন্ত্রণা শুরু হয় করণের। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় উলটে যায় পুলিশের গাড়ি। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় করণ। শনিবার সকালে নাকাতল্লাশি চলাকালীন অভিযুক্তকে দেখতে পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেন পুলিশকর্মীরা। দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে মহড়া। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

গোয়ায় দুই রুশ তরুণী খুন

পানাজি, ১৭ জানুয়ারি : একই নাম। বয়সও এক, ৩৭। দুই রুশ তরুণীর সঙ্গে গোয়ায় লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন এক তরুণ। তিনিও রাশিয়ার নাগরিক। শুক্রবার রাতে দুই তরুণীর গলা কাটা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতরা হলেন এলেনা ভানিভা ও এলেনা কাস্থানোভা। ঘটনায় অ্যালেক্সেই লিওনভ নামে ওই রুশ তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

উত্তর গোয়ার মোরজিম গ্রামে ভানিভার সঙ্গে থাকতেন অ্যালেক্সেই। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বুধবার রাত ১১টা নাগাদ ছুরি দিয়ে গলা কেটে ভানিভাকে খুন করেন তিনি। প্রথম খুনের পর বৃহস্পতিবার পাশের গ্রাম আরাম্বলেতে কাস্থানোভার ভাড়াবাড়িতে যান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ দু-জনের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলে। এরপরই কাস্থানোভার হাত-পা বেঁধে ফেলেন অ্যালেক্সেই। তরুণীকে গলা কেটে খুন করে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। ভাড়াবাড়ির মালিক উত্তম নায়েক পুলিশে খবর দেন। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। খুনের কারণ স্পষ্ট নয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) এবং ১২৬(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ভেনেজুয়েলা-মার্কিন সংঘাতে কটাক্ষ শশীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনাকে ‘ভেনেজুয়েলার হতাশা আর মার্কিন অহংবোধের এক স্বর্ণখচিত সংঘাত’ বলে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। এক প্রবন্ধে থারুর এই রাজনৈতিক নাটককে অত্যন্ত কড়া ভাষায় আক্রমণ করে একে ‘হতাশাগ্রস্ত রাজনীতি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মাচাদোর এই পদক্ষেপকে ‘নির্লজ্জ রাজনৈতিক যাত্রাপালা’ আখ্যা দিয়ে থারুর বলেন, ‘মাচাদো একটি সোনার পদক এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়ে সেই প্রাসঙ্গিকতা কিনতে চেয়েছেন, যা হোয়াইট হাউসের চোখে তিনি হারিয়েছেন।’ আসলে ভেনেজুয়েলার বর্তমান নেতা ডেলসি রডরিগেজের প্রতি ট্রাম্পের সমর্থন এবং মাচাদোকে কোণঠাসা করার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা ঘটেছে। থারুরের মতে, ‘মাচাদো রাজাকে খুশি করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে ট্রাম্প তাঁর সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই উপহার গ্রহণ করে ‘আর্ট অফ দ্য স্টিল’-এর পরিচয় দিয়েছেন।’ কংগ্রেস নেতা বলেন, ‘মাচাদো হয়তো সোনাটা হাতছাড়া করলেন, সেই সঙ্গে নিজের শেষ গুরুত্বটুকুও ট্রাম্পের হাতে তুলে দিলেন।’

> মাচাদো একটি সোনার পদক এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়ে সেই প্রাসঙ্গিকতা কিনতে চেয়েছেন, যা হোয়াইট হাউসের চোখে তিনি হারিয়েছেন।
>
> **শশী থারুর**

গত বছর ট্রাম্প নিজেও এই পুরস্কারের দাবিদার ছিলেন, কিন্তু নোবেল কমিটি মাচাদোকে বেছে নেয়। এই বিতর্কিত হস্তান্তরের পর নোবেল কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নোবেল পদক এবং বিজয়ী অবিচ্ছেদ্য। পদকটি অন্য কারও দখলে গেলেও বিজয়ী হিসেবে মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নাম বা সম্মান কোনওভাবে পরিবর্তিত হবে না। থারুর মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ট্রাম্পের এই ‘অনৈতিক নির্মমতা’ বুঝতে তাঁর সমালোচকরা প্রায়ই ভুল করেন, যার শিকার হলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী।

প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলার ট্যাবলোয় সিলমোহর কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আসন্ন ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে কর্তব্যপথে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রদর্শনের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবার ২৬ জানুয়ারির মূল থিম ‘বন্দে মাতরম-এর সার্ধ শতবর্ষ’। সেই কেন্দ্রীয় থিমের সঙ্গেই সাযুজ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে ‘স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা’।

প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলো নির্বাচন ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নতুন কিছু নয়। দিল্লির প্রশাসনিক সূত্রের খবর, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ কমিটি বাংলার প্রস্তাবিত নকশা নিয়ে প্রথমদিকে বারবার খুঁত ধরছিল। মোট পাঁচটি ম্যারাথন বৈঠকে বাংলার প্রতিনিধিদের রীতিমতো ‘ইন্টারভিউ’ দিতে হয়। কমিটির প্রধান প্রশ্ন ছিল—কেন সরাসরি ‘বন্দে মাতরম’কে থিম না করে ‘স্বাধীনতা আন্দোলন’কে বেছে নেওয়া হয়েছে? পালটা যুক্তিতে বাংলার আধিকারিকরা সাফ জানিয়ে দেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ কেবল একটি গান নয়, এটি বাংলার বিপ্লবীদের রক্তে মিশে থাকা এক অমর মন্ত্র। এই আদর্শকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পূর্ণ হতে পারে না। রাজ্যের আধিকারিকরা জানান, বিজেপি শাসিত অসম, ওডিশা, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের ট্যাবলোর থিমের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলন বা বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষের সরাসরি কোনও যোগ নেই। সেক্ষেত্রে শুধু বাংলার ট্যাবলো নিয়েই এত আপত্তি কেন? শেষ পর্যন্ত বাংলার জোরালো যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। রাজ্যের ট্যাবলোকে অনুমোদন দেয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে ‘স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা’ শীর্ষক ট্যাবলোকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রা থেকে বাদ দেওয়া হলে বাংলার জনমানসে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারত। সেই সম্ভাব্য রাজনৈতিক চাপ ও বার্তা মাথায় রেখেই শেষ মুহূর্তে বাংলার ট্যাবলোকে সবুজ সংকেত দেখাতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র বলে মত রাজ্যের শাসকদলেরও।

বাংলার ট্যাবলোয় তুলে ধরা

হবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বন্দে মাতরম কীভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা থেকে সারা দেশের বিপ্লবীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কীভাবে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি বুকে ধারণ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের চোখে চোখ রেখে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গিয়েছিলেন বীর বিপ্লবীরা,তারও প্রতিচ্ছবি থাকবে এই ট্যাবলোয়। পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ সহ একঝাঁক মনীষী ও স্বাধীনতাসংগ্রামীর জীবন ও আদর্শকে শিল্পরূপে তুলে ধরা হবে।

বাংলাদেশি জঙ্গি হানার শঙ্কায় দিল্লি উত্তরপ্রদেশ সতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এই প্রথমবার রাজধানী দিল্লিতে বাংলাদেশি জঙ্গি হামলার সম্ভাবনার আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করল গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে গোয়েন্দা সূত্রের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠন এবং বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি নেটওয়ার্ক একযোগে রাজধানী দিল্লি ও দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরকে নিশানা করতে পারে। ফলে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরও বাড়ানো হয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পাঞ্জাবের কয়েকটি কুখ্যাত গ্যাং বর্তমানে বিদেশে বসে থাকা খালিস্তানি ও উগ্রপন্থী হ্যান্ডলারদের ‘ফুট সোলজার’ হিসেবে কাজ করছে। এই গ্যাংগুলিকে ব্যবহার করেই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার ছক কষা হচ্ছে বলে আশঙ্কা। সূত্রের দাবি, অপরাধমূলক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলিও।

গোয়েন্দা সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, এই গ্যাংগুলির সক্রিয়তা শুধু পাঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ নয়। হরিয়ানা, দিল্লি-এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান জুড়েও তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে। ধীরে ধীরে খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠন গুলির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আরও মজবুত হচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই সতর্কবার্তার গুরুত্ব আরও বেড়েছে, কারণ কয়েক মাস আগেই দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল রাজধানী। একটি গাড়ি বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয় এবং পরে সেই ঘটনার তদন্তে একটি বড়সড় জঙ্গি মডিউলের হদিস মেলে। সেই ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা থাকায় এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসকে ঘিরে

নিরাপত্তা বাহিনী কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজের আগে দিল্লি পুলিশ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় মক ড্রিল চালিয়েছে। জানুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহে চারটি বড় মক ড্রিল করা হয়েছে উত্তর দিল্লির বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায়। এর মধ্যে রয়েছে লালকেল্লা, আইএসবিটি কাশ্মীরি গেট, চাঁদনি চকের মতো জনবহুল এলাকা, খারি বাওলি, সদর বাজার এবং একাধিক মেট্রো স্টেশন। প্রতিদিন যেখানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়, সেই সব এলাকাকেই বিশেষ নজরে রাখা হয়েছে।

এদিকে, প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে এ বছর কর্তব্য পথে প্রায় ৩০টি ট্যাবলো অংশ নেবে। দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও উন্নয়নের ছবি তুলে ধরবে এই ট্যাবলোগুলি। ‘স্বতন্ত্রতার মন্ত্র বন্দে মাতরম’ এবং ‘সমৃদ্ধির মন্ত্র আত্মনির্ভর ভারত’ থিমে সাজানো কুচকাওয়াজে জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তিও বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে।

ব্যাংক ধর্মঘট ২৭ জানুয়ারি

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : বৈঠকে মিলল না কোনও সমাধান সূত্র। ফলে ২৭ জানুয়ারি দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট হচ্ছেই। এই ধর্মঘটের জেরে ব্যাহত হতে পারে এটিএম পরিষেবাও। সপ্তাহে পাঁচদিনের কাজের দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস। বর্তমানে মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকে।

একটু উষ্ণতার জন্য... শনিবার রাজকোটে।

গাড়ি যখন উকিলের চেম্বার

পাটনা, ১৭ জানুয়ারি : এক পাশে বিহারের রুক্ষ পথঘাট, অন্যদিকে গতির লড়াই। আদালতের চৌকাঠে পৌঁছোনো সাধারণ মানুষের কাছে যেখানে দুঃস্বপ্ন, সেখানে এক অন্য ইতিহাস গড়লেন মধুবনির ফৌজদারি আইনজীবী অনিতা ঝা।

অনীতার কাহিনী

তাঁর চলন্ত গাড়ির পিছনের আসনই হয়ে উঠেছে তাঁর সেরেস্তা। চলছে ১৩ বছর ধরে। মধ্য পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া অনিতার এই বন্দোবস্ত এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেন এক সপাটে মারা থাপ্পড়।

দেখলে মনে হতে পারে সিনেমা হচ্ছে। কালো শাড়ির ওপর কোর্ট পরে উকিল বসে আছেন। পাশে আবেদনকারী। চলছে যুক্তিতর্ক। গাড়ির ভিতরে আইনি বইয়ের স্তূপ, ফাইলপত্র।

হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটছে। বহু মানুষের জীবনের জটিলতাও মিটে যাচ্ছে তুখোড় সওয়ালে। নিজের গাড়িতে চলছে আইনি শলাপরামর্শ। প্রতিদিন সকালে মধুবনি জেলা আদালত চত্বরে গাড়িটি এসে দাঁড়ায় জেলভ্যানের পাশে। মানুষ ভিড় জমান। মামলার ড্রাফট, মক্কেলদের আইনি পরামর্শ, লড়াইয়ের রণকৌশল সবই নিজের হাতে করেন অনিতা। অনিতার ভ্রাম্যমাণ চেম্বার আসলে প্রতিবাদের অন্য নাম।

অনিতা ১৯৯৬ থেকে প্র্যাকটিস করছেন। মহিলা আইনজীবীদের জন্য কমন রুমের দাবি করেছিলেন ২০১১-য়। ২০১৩ সালে ঘর হলেও তা উদ্বোধনের পর মহিলাদের নামফলক সরিয়ে পুরুষদের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়। অনিতা রুখে দাঁড়ান। অনিতার কথায়, ‘আমি প্রতিবাদ করায় পুরুষ আইনজীবীরা শুধু হাসিমশকরাই করেননি, আমার চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়। অপমান সহ্য করিনি। পেশার জগৎ গড়ি নিজের গাড়িতে।’

গাড়ির পিছনের সিটে বসেই শুরু হয় আইনজীবী অনিতার অভিনব লড়াই। প্রথমে শাশুড়ির দেওয়া গাড়িতে শুরু হয়েছিল চেম্বার। তারপর নিজের মায়ের দেওয়া গাড়িতে জারি থাকে সেই কাজ। অনিতা বলেন, ‘এখন আমার নিজের উপার্জনে কেনা সাদা হ্যাচব্যাক’-এ অনিতার পথচলা অব্যাহত। আসলে লড়াকু মানসিকতা থাকলে কোনও দেওয়ালই মানুষকে আটকাতে পারে না। মধুবনী আইনজীবী অনিতার লড়াই তাই দিশা দেখাচ্ছে অনেককে।

নবান্নে শিক্ষকরা

বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে নবান্নের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিলেন বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষকরা। ২১ জানুয়ারি সকাল ৮টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত অবস্থান করবেন তাঁরা।

কাউন্সেলিং

১৯৮২ জন প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ইতিমধ্যেই প্রার্থীদের নাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্লীলতাহানি

বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে পরিচারিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের এক এসআইএ'র বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করতেই পরিচারিকাকে চুরির অপবাদ দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ।

বন্ধ সেতু

রবিবার ফের সকাল ৫টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। সেতুমুখী গাড়িগুলিকে বিকল্প পথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সময় গাড়িগুলিকে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

বিদ্যাং দেহি... *শনিবার কুমোরটুলিতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

বাড়ছে বিএলও-দের ক্ষোভ

সময়ে তালিকা প্রকাশ নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু বিএলওদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন বিএলওরা। এবার তাঁদের একাংশ এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। বিএলওদের এই অসন্তোষের জেরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদৌ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যদিও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিস জানিয়ে দিয়েছে, এইভাবে বিএলওরা ইস্তফা দিতে পারেন না। তাঁরা সরকারি কর্মচারী। তাই তাঁদের ইস্তফা গৃহীত হবে না। তবে বিএলওদের এই গণ ইস্তফার পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে কি না, তা নিয়েও চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন,'বিএলওদের ওপর অমানুষিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁদের নতুন নতুন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন। তাই তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় বিএলওদের ওপর চাপ দিচ্ছে।' যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই নিয়ে আমি কিছু বলব না। নির্বাচন কমিশন তাদের মতো সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু বিএলওরা সরকারি কর্মচারী। মনে রাখতে হবে তাঁদের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মানা বাধ্যতামূলক। তাঁরা চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারেন। কিন্তু সরকারি চাকরি করলে কমিশনের নির্দেশ তাঁদের মানতে হয়।'

শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা ব্লকের প্রায় ২০০ জন বিএলও পেনডাউন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের একের পর এক নির্দেশিকার জেরে তাঁদের হয়রানি ও হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন তাঁরা দেগঙ্গা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান।

শুক্রবারই এই জেলার স্বরূপনগরের ৫৩ জন বিএলও গণ ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, মৌখিক নির্দেশে কাজ করতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই প্রায় ৫ হাজার বিএলও কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন। তবে কমিশনের দাবি, প্রায় ৮০ হাজারের বেশি বিএলও ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ করছেন। তাই কয়েকজন অব্যাহতি চাইলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বিএলওরা কেন কাজ করতে চাইছেন না তা তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

এদিকে ভোটার তালিকায় বড় ধরনের ত্রুটির অভিযোগ উঠল হাওড়ার ডোমজুড়ের মহিয়ারিতে। প্রায় ২০০ জন ভোটারের বাবার নামের জায়গায় দাদুর নাম ঢুকে গিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন সকালে মহিয়ারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর পার্টের ভোটাররা বিএলও'র বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা অবরোধও করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, তাঁরা সঠিকভাবে ফর্ম জমা করা সত্ত্বেও তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে। যদিও বিএলও কবিতা সানতারা সাহা বলেন, 'কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। তা সংশোধন করা হচ্ছে।'

- উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা ব্লকের প্রায় ২০০ জন বিএলও পেনডাউন করেছেন
- শুক্রবারই এই জেলার স্বরূপনগরের ৫৩ জন বিএলও গণ ইস্তফা দেন
- ভোটার তালিকায় বড় ধরনের ত্রুটির অভিযোগ হাওড়ার ডোমজুড়ে

বাড়তে পারে প্রধান শিক্ষকদের বেতন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেতন বৃদ্ধি হতে পারে প্রধান শিক্ষকদের। সম্প্রতি জেলা পরিদর্শক ও স্কুল ইনস্পেকটরদের কাছে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রধান শিক্ষকদের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। ২০ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিটি জেলা এই তথ্য জমা দেবে দপ্তরে। তথ্যের ভিত্তিতে কতজন প্রধান শিক্ষক এই বেতন বৃদ্ধির আওতায় পড়বেন, তার তালিকা তৈরি করবে দপ্তর।

প্রধান শিক্ষকদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক বিতর্ক রয়েছে। রোপা ১৯৯৮ বিধি অনুযায়ী, ২০০৯ সালের আগে পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষকরা দু'টি করে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট পেতেন। সেখানে মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হত একবার। পরে এই বিধি পরিবর্তন করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রধান শিক্ষকদের জন্য একটি করে ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই বিধিতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রধান শিক্ষকদের জন্য ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মাধ্যমিক স্তরের প্রধান শিক্ষকরা। তর্কবিতর্কের জল গড়িয়েছিল আদালতেও। শিক্ষক দপ্তর সূত্রে খবর, ব্যক্তিগত মামলার জেরে বেশ কয়েকজন শিক্ষক বছরে দু'বার করেও ইনক্রিমেন্ট পান। এবার উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের অতিরিক্ত ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধান শিক্ষকমহলে আশার আলো পৌঁছোলেও তাঁদের একাংশের ক্ষোভ, সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত স্কুলগুলির বেতন বৃদ্ধি না হলে বছরের পর বছর পাহাড়প্রমাণ কর্মসূচির খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

ধর্ষণের সাক্ষ্য

দুর্গাপুর, ১৭ জানুয়ারি : দুর্গাপুর কাণ্ডের ৯৬ দিন পর নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ নেওয়া শুরু হল। শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে বিচারপ্রক্রিয়া। শনিবার বিশেষ আদালতে রুদ্ধদ্বার এজলাসে নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। তিন ঘণ্টা টানা সাক্ষ্যে ওই দিনের ঘটনার বর্ণনা দেন নির্যাতিতা। সহপাঠী ছাড়া বাকি পাঁচ অভিযুক্তকে তিনি শনাক্ত করেছেন। একজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন। নির্যাতিতার পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ান, গোপন জবানবন্দি, এফআইআর ও ৬টি মেডিকেল রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছেন সরকারি আইনজীবী। নির্যাতিতার আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশ চার্জশিট পেশ করে দিয়েছে।

আড়ম্বরে ঢাকা সিঙ্গুরের হতাশা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৭ জানুয়ারি : সিঙ্গুর রেলস্টেশন থেকে গোপালনগর মাঠের দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। রবিবার সেখানেই সরকারি কর্মসূচিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তার ২৪ ঘণ্টা আগেই সিঙ্গুরের অলিগলি ছেয়ে গিয়েছে গেরুয়া ঝান্ডা ও প্রধানমন্ত্রীর বিশাল বিশাল হোর্ডিং, ফেস্টুনে। দীর্ঘ দু'দশক পরে আবার কোনও বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর। কিন্তু আড়ম্বর ও উত্তেজনার আড়ালে চাপা পড়ে রয়েছে একরাশ হতাশা আর অনিশ্চয়তা।

গত ২০ বছরে কৃষি বা শিল্প কিছুই পায়নি সিঙ্গুর। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুরে টাটাদের অধিগৃহীত ৯৯৭ একর জমি মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মাত্র ৩০০ একর জমি এই মুহূর্তে চাষযোগ্য। একসময়ের অতি উর্বর ফসলি জমি আজ দ্বিধাবিভক্ত। এই মুহূর্তে চাষযোগ্য নয় এমন ৭০০ একর জমিতে আদৌ বড় শিল্প তৈরি করা সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। একটি বড় গাড়ি বা ভারী কারখানার জন্য যে পরিমাণ পরিকাঠামোর প্রয়োজন, তার অভাব রয়েছে এই খণ্ডিত জমিতে। ফলে সিঙ্গুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। ২০০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া জমি আন্দোলন সিঙ্গুরকে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে দিয়েছিল। কিন্তু দুই দশকে সিঙ্গুরবাসীর ভাগ্যে প্রাপ্তির ঝুলি প্রায় শূন্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কৃষকরা জমি ফেরত পেলেও সিমেন্ট আর কংক্রিটের নীচ থেকে উদ্ধার হওয়া সেই জমিতে আগের মতো ফলন হচ্ছে না বলে কৃষকদের অভিযোগ। সিঙ্গুর রতনপুর মোড় থেকে একটি রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে গোপালনগর, বাজেমেলিয়া হয়ে বেড়াবেড়ি। ডানদিকেই রয়েছে খাসেরভেড়ি, সিংহেরভেড়ি। এখানে টাটাদের অর্ধসমাপ্ত প্রকল্পের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যাচ্ছে। ২০ বছর আগের এই এলাকা এখন অনেক বদলে গিয়েছে। কিন্তু বদলায়নি মানুষের জীবনযাত্রা।

তবে সিঙ্গুরবাসী এখন আর প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি শুনতে রাজি নয়। প্রধানমন্ত্রী কি এই জমিতে কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ঘোষণা করবেন? যদি বড় শিল্প না হয় তাহলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য কোনও ক্লাস্টার তৈরির রূপরেখা দেবেন কি? তার দিকেই তাকিয়ে শিল্পমহল। সিঙ্গুরের ধুলোবালি মাখা রাস্তায় এখন মোদির কাটআউট। স্থানীয়দের চোখে-মুখে কৌতূহল, 'মোদিজি আমাদের ভাগ্য বদলাতে পারবেন?' যে সিঙ্গুর আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিয়েছিল, আজ সেই সিঙ্গুরই দাঁড়িয়ে আছে এক ক্রস রোডে। একদিকে শিল্পের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে কৃষির বাস্তব লড়াই। রবিবারের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই 'ডেডলক' ভাঙার মতো কোনও জাদুকরি সমাধান দিতে পারেন কি না এখন সেটাই দেখার। সিঙ্গুর শুধু বার্তা নয়, এবার কাজের প্রমাণ চায়।

- ২০১১ সালের পর জমি ফেরত পেলেও তা আর আগের মতো উর্বর নেই
- কৃষি, শিল্প কিছুই হয়নি। তাই কর্মসংস্থানের দিকে তাকিয়ে সিঙ্গুর
- কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ঘোষণা হবে কি না, তা নিয়ে মোদির সফরে কৌতূহল

ফের স্কুলে নিয়োগ পিছোনোর আশঙ্কা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : একের পর এক আইনি জট। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিক সময়ে শেষ হওয়া নিয়ে। আদালতের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করার পরেই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। তাঁদের প্রশ্ন, 'দাগি'দের দায়ের করা মামলায় গোটা ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হওয়ার যৌক্তিকতা কী? এই দাবি জানিয়ে আইনজীবী মহলের দিকে প্রশ্ন তুলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন 'যোগ্য'রা। একইসঙ্গে নতুন তালিকার ওপর ভিত্তি করে এসএসসির নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরিকল্পনা করছেন আইনজীবীরাও। ফলে ফের আইনি জটিলতায় নিয়োগ পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর আশ্বাস, 'ভোট প্রক্রিয়া চললেও নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ থমকে থাকবে না। সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই নিয়োগ সম্পন্ন করবে রাজ্য সরকার।'

এরই মধ্যে চাকরিহারাদের আশঙ্কা, যেসব 'যোগ্য'রা ভেরিফিকেশনে ডাক পাননি, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত হতে পারে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকা। এই তালিকার ওপর ভিত্তি করে ফের একাধিক মামলা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুধুমাত্র একাদশ-দ্বাদশের যেসব 'যোগ্য' চাকরিহারারা এই তালিকায় স্থান পাবেন না, তাঁরাও পালটা পদক্ষেপ করতে পারেন বলেই জানা যাচ্ছে। 'যোগ্য' চাকরিহারারা ইতিমধ্যেই হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠক সেরেছেন। কোনও নিয়োগ পরীক্ষায় 'অযোগ্য' পরীক্ষার্থীরা 'যোগ্য'দের বিরুদ্ধে মামলা করে সম্পূর্ণ প্যানেল খারিজ করে দিতে পারেন কিনা, সেই প্রশ্ন নিয়ে ভাবছেন আইনজীবীরাও। একইসঙ্গে ভেরিফিকেশনে ডাক না পাওয়া একাদশ-দ্বাদশ ও নবম-দশম মিলিয়ে ১৫০০-র বেশি 'যোগ্য' শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই ওকালতনামায় সই করছেন। 'যোগ্য' হওয়ায় তাঁদের সুরাহা দিতে হবে, এই দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

পাশাপাশি চাকরিহারাদের দাবি, ৪০-৪৫ বছর বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর কম বয়সি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হওয়া সংবিধান বিরুদ্ধ। 'যোগ্য' চাকরিহারা কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তীর আশঙ্কা, 'চলতি বছরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ২০১৬ সালের ভেকেন্সির ভিত্তিতে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। সেই নীতিও মানা হয়নি। এই বিষয়েও আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন অনেকে। নতুন-পুরোনোরা যেভাবে মামলা করছেন, তাতে নিয়োগ ফের পিছোবে বলেই মনে করছি।' অবশ্য ২০১৬ সালের প্যানেল ঘিরে তৈরি এই সম্পূর্ণ জটিলতাকে 'ষড়যন্ত্র' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, 'বঞ্চিত বলে যার নামে মামলা হল, বিশেষ আইনজীবীরা যাঁর হয়ে লড়লেন, তাঁর নামই রয়েছে দাগিদের তালিকায়। বোঝা যাচ্ছে পুরোটাই পরিকল্পিত।'

দিল্লির শর্তে এগোচ্ছে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : ভোটের মুখে ১০০ দিনের কাজের (মনরেগা) বকেয়া টাকা আদায়ে নমনীয় অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় শর্ত নিয়ে টানাপোড়েন চললেও, অবশেষে গ্রামীণ মানুষের সমর্থন ও কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে দিল্লির শর্ত মেনেই এগোতে চাইছে নবান্ন। শনিবার পঞ্চায়েত দপ্তরের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, বকেয়া টাকা পেতে রাজ্যকে কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, জেলাগুলিকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের প্রকল্প বাছতে হবে। দ্বিতীয়ত, গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ১০টির বেশি কাজ নেওয়া যাবে না। তৃতীয়ত, প্রকল্প রিপোর্ট ও পরিকল্পনা জেলাশাসকদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। চতুর্থত, ১০০ শতাংশ জব কার্ডের কেওয়াইসি আপডেট থাকতে হবে এবং ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সোশ্যাল অডিট রিপোর্ট দিল্লি পাঠাতে হবে।

১০০ দিনের বকেয়া

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বকেয়া আদায়ের স্বার্থে এই শর্ত পালনে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। এরপরই পঞ্চায়েত দপ্তর জেলা প্রশাসনগুলিকে ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শনিবার ও রবিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য ও জেলা স্তরে দফায় দফায় বৈঠক চলছে।

বদলির জটে ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : প্রায় ১ বছর অতিক্রান্ত। রাজ্যের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পারস্পরিক বদলির জন্য ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় উৎসশ্রী পোর্টাল চালু করা হলেও তাঁদের একাংশের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার জন্য কয়েকশো শিক্ষক-শিক্ষিকা আবেদন করলেও তা গত ১ বছর ধরে আটকে আছে। ফলে কোনও শিক্ষককে কাজ করতে হচ্ছে বাড়ি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে, কারোর আবার পোস্টিং রয়েছে বাড়ি থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরেও।

এই কারণে শুধুমাত্র তাঁরাই ভুক্তভোগী হচ্ছেন না, বরং তাঁদের পরিবারের ওপরেও এর প্রভাব পড়ছে। শিক্ষা দপ্তরের সচিব ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বার বার আবেদন জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। 'বঞ্চনা'র অভিযোগে এবার তাই সরব হলেন শিক্ষকরা।

২০২২ সাল থেকে বন্ধ ছিল পারস্পরিক বদলি প্রক্রিয়া। অনেক জটিলতা কাটিয়ে তা শুরু হলেও ফের একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয়, সকলের প্রোফাইল আনলক করে অবিলম্বে পারস্পরিক বদলির আবেদনের সুযোগ দেওয়া হোক। একইসঙ্গে নর্মাল ও এইচএস সেকশনের মধ্যে মিউচুয়াল ট্রান্সফার চালু করার পাশাপাশি পারস্পরিক বদলির লকিং পিরিয়ড এক বছর করার আর্জি জানানো হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি চন্দন গড়াই বলেন, 'আপস বদলির আবেদন এক বছরের বেশি সময় ধরে চালু করেও এভাবে আবেদনকারীদের ট্রান্সফার অর্ডার না দেওয়ার কারণ কী? উৎসশ্রীর রাজ্য নোডাল অফিসারকেও বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছি।'

শিক্ষকদের দাবি, ২০২৫ সালে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের বদলির অর্ডার ও রেকমেন্ডেশন লেটার চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে দিতে হবে। পূর্বমেদিনীপুরের গোটসাউরি জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক বিবেক ভুঁইয়ার ক্ষোভ, 'আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। রোজ যাতায়াত করতে ভীষণ সমস্যা হয়। এক বছর ধরে বদলির আবেদন করলেও তা এখনও প্রসেসিং দেখাচ্ছে। বিকাশভবনের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা হয়নি। পারস্পরিক বদলি চালু থাকা সত্ত্বেও এবং শিক্ষামন্ত্রী বছরে দু'বার বদলির আশ্বাস দেওয়ার পরেও এরকম হয়রানি কেন?'

সম্প্রতি এই সংক্রান্ত আইনি পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে ২৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর বদলির অর্ডার দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

জিপিএফ জট কাটাতে উদ্যোগ শিক্ষা দপ্তরের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : চাকরি বদলালে আর প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে জট নয়। পিএফ সংক্রান্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি দূর করতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল শিক্ষা দপ্তর। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনও কর্মচারী এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে যোগ দিলে তাঁর আগের কর্মস্থলে জমা থাকা পিএফের সম্পূর্ণ টাকা নতুন কর্মস্থলে পিএফ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতেই হবে। আর এই প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট প্রশাসনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জেপিএফ) সংক্রান্ত কাজ করা যাবে অনলাইনে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড বদলি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ জমা পড়েছিল দপ্তরে। কোনও শিক্ষক এক স্কুল থেকে বদলি হয়ে অন্য কোনও স্কুলে গেলে বা কোনও শিক্ষাকর্মী বিভাগ পরিবর্তন হলে জিপিএফের সুদ পেতে সমস্যা হত। মাত্র ৬ মাসের সুদ পেতেন তাঁরা। ১৯৯৫ সালের পর এই প্রথম ওই নিয়ম বদলাল শিক্ষা দপ্তর। একাধিক শিক্ষক সংগঠনের তরফে বার বার শিক্ষা দপ্তর ও অর্থ দপ্তরে দরবার করা হয়েছিল।

অবশেষে জটিলতা কাটতে এই নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়েছে তারা। তবে শিক্ষকদের একাংশের দাবি, সরকারি নিয়মের অসংগতি থাকায় ইতিমধ্যেই যাঁরা সুদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের দিকে রাজ্য সরকার নজর দিক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোনও কর্মীর বদলির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জিপিএফ ট্রান্সফার করতে হবে। যে মাসে কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী বদলি হচ্ছেন, তার আগের মাসের সুদ সহ সম্পূর্ণ টাকা ট্রান্সফার করার দায়িত্ব নেবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করে এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অবসরকালীন সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণের দিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। অনলাইন ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া নিয়েও স্পষ্ট গাইডলাইন জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর।

ফরাক্কা, চাকুলিয়ার রিপোর্ট তলব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : শুনানিপর্বে ফরাক্কা, চাকুলিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অশান্তির ঘটনায় সুনির্দিষ্ট কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা নিয়ে নবান্নের কাছে বিস্তারিত জানতে চাইল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওইসব ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কতজনকে আটক করেছে, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় কী, সব নথি সুনির্দিষ্টভাবে জানানোর কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য আগাম কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই ফরাক্কা এবং চাকুলিয়ার ঘটনার রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠিয়েছে নবান্ন। তারপরও এই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব ও আগাম পদক্ষেপের ব্যাপারে জানতে চাওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শুনানি প্রক্রিয়া ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হলেও কোনও পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে না। কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চলবে। নির্বাচন কমিশনের আভাসের পর ১২টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শান্তিতে করার মনোভাব নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই নিয়ে নিয়মিত রাজ্য সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে। একইসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

টিউশনের টাকায় অভুক্তদের মুখে অন্ন জোগান রোজ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : 'মা, ওই মানুষগুলোকে একটু খেতে দাও না! না খেতে পেলে ওরা তো মরে যাবে।' বছর চারেকের সন্তানের আবদারে মায়ের অসহায় উত্তর ছিল, 'বাবা, আমরা তো গরিব মানুষ! ওঁদেরকে রোজ খাওয়ানোর সামর্থ্য কই?' সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নিজের জমানো টাকার ভাণ্ডার নিয়ে এসে মায়ের হাতে তুলে দেয় একরত্তি। আধো আধো গলায় বলে, 'মা, এই টাকা দিয়েই ওদের খাওয়াও।' ঘটনাটা শুনতে খুব সহজ লাগলেও এর প্রভাব অনেকখানি।

এরপরেই সন্তানের আবদার মেটাতে মা অপু মণ্ডল শুরু করলেন রোজ দুঃস্থ মানুষদের খাওয়ানো। বাড়ি থেকে রান্না করে সেই খাবার নিয়ে পৌঁছে গেলেন স্টেশনে, রাস্তায়, ফুটপাথে, ইটভাটায়। এভাবেই কখন এক থেকে অনেকের 'মা' হয়ে উঠলেন, সেটা নিজেই ধরতে পারলেন না। সম্বল বলতে শুধু টিউশন থেকে উপার্জিত হাতেগোনা কিছু টাকা। বিপুল অর্থের জোগান দিতে সেলাইকেও পেশা হিসাবে বেছে নিতে হয়েছে তাঁকে। মানুষের বিপদে পাশে থাকার ইচ্ছা নিয়েই গত বছরের জুলাই থেকে এইভাবে একটানা লড়ে যুদ্ধ জয়ের গল্প লিখে চলেছেন অপু।

ভোর ৪টে থেকে শুরু হয় দিন। উঠেই রোজ প্রায় ১০-১২ জনের জন্য রান্না বসান অপু। তারপর পড়াতে বসেন খুদে ছাত্রদের। পড়ানো শেষে পাহাড়প্রমাণ সংসারের কাজ সামলে ছেলেকে স্কুলে পাঠান। তারপরেই খাবার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অভুক্ত মানুষদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে। বিপুল দায়িত্ব সামলে বাড়ি ফিরে এসেই রান্নায় ব্যবহৃত বাসনকোসন মাজতে বসেন। দিনের বাকি সময় তাঁর কেটে যায় ছেলেকে পড়াতে আর সেলাই করতে।

ক্লান্ত হন না? অপুর উত্তর, 'কাজ না করলে এতজনকে খাওয়ানোর জন্য টাকার জোগান দেব কোথা থেকে? এখন তো ওঁরাও আমার পরিবার। একদিন না গেলে ওঁরা মনমরা হয়ে পড়েন। বয়স্ক বা মানসিক ভারসাম্যহীনরাও যখন আমায় মনে রাখেন, তখন আর কোনও ক্লান্তিকেই ক্লান্তি মনে হয় না।'

দুঃস্থ শিশুদের খাওয়াচ্ছেন অপু। রোজ ওঁর অপেক্ষায় থাকে এই শিশুরা।

কৃষক পরিবারে বড় হয়েছেন অপু। স্বামী দিনমজুর। তাঁর কথায়, 'আমি চাই না, আর কাউকে পদে পদে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হোক। সপ্তাহে ২ দিন ইটভাটার প্রায় ১০০ বাচ্চাকে খাওয়াই। যখন ভাত, ডাল, আলুভাজা বা সামর্থ্য হলে মাছ-মাংসটুকু নিয়ে যাই, ওঁদের তৃপ্তি চোখে দেখার মতো। সাহায্য পেলে মাঝেমধ্যে ওদের হাতে পোশাকও তুলে দিই।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের এক আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারে থেকে অপু যখন এত বড় সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন আত্মীয়-পরিজনদের থেকে কম কটু কথা শুনতে হয়নি তাঁকে। অপু বলেন, 'আমার মা, স্বামী ও শাশুড়ি সবসময় ঢাল হয়ে থেকেছেন। রোজ লোকাল ট্রেনের ভিড়ে এত খাবারের প্যাকেট বয়ে নিয়ে যেতে যখন কষ্ট হয়, তখন স্বামীই সাহায্য করেন। স্টেশনের এক জিআরপির পরামর্শে সমাজমাধ্যমে টুকটাক ভিডিও বানাই। ওখান থেকে যেটুকু আয় হয়, সেটুকুও এই কাজের জন্য এখন আমার কাছে বড় সম্বল।'

বারুইপুর, মল্লিকপুর, জয়নগর ও ডায়মন্ড হারবার স্টেশনের ছাউনিতে থাকা মানুষগুলোর কাছে এই কদিনে 'মা' হয়ে উঠেছেন অপু। একই সঙ্গে ছাত্রদেরও দিয়ে চলেছেন মানবিকতার পাঠ। অপু বলেন, 'ওরা যখন গর্বের সঙ্গে সবাইকে আমার কাজ সম্পর্কে বলে তখন শিক্ষিকা হিসেবে নিজেকে কিছুটা হলেও সার্থক মনে হয়। এখন শুধু একটাই স্বপ্ন। যাঁরা অভাবে ভুগছেন, ভবিষ্যতে তাঁদের পোশাক ও জুতো কিনে দেওয়ার মতো সামর্থ্য তৈরি করব। আমি ছাড়া ওঁদের আর আছে কে...!'

কনকনে ঠান্ডার দিন শেষ দক্ষিণে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : দক্ষিণবঙ্গে কনকনে হাওয়ার দিন শেষ। সরস্বতী পুজোয় রীতিমতো 'গরম' ভোগ করতে হবে। আপাতত আরও দু'দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে থাকলেও সোমবার থেকে বদলাতে শুরু করবে। শনিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবারও ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। কিন্তু সোম থেকে বুধবারের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সেইসময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। জেলাগুলির ক্ষেত্রেও সোমবার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলেছে। বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা একইরকম থাকার আভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

রবিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কুয়াশার দাপট বাড়বে। রবিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলি জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সোমবারও জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার ঘনঘটা তুলনামূলক বেশি থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার সরস্বতী পুজোর দিন সকাল ও সন্ধেয় হালকা শীতের আমেজ থাকলেও রোদ উঠলেই উষ্ণতার ছোঁয়া মিলবে। ওইদিন কুয়াশার সম্ভাবনা কম আছে। তবে আপাতত ভারী বা হালকা বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

লগ্নি করুন ট্যাক্স সেভিংস ফিক্সড ডিপোজিটে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

চলতি অর্থবর্ষের শেষ কোয়ার্টারে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। আয়কর বাঁচাতে লগ্নি নিয়ে ভাবনা চিন্তাও শুরু করে দিয়েছেন অনেকে। শেষমুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে এখন থেকে কর বাঁচানোর জন্য লগ্নি সেরে ফেলা উচিত। এতে সঠিক ক্ষেত্রে লগ্নি করা যায়। যাতে কর সাশ্রয় হওয়ার পাশাপাশি প্রত্যাশিত মুনাফাও ঘরে তোলা যায়।

কর বাঁচানোর যে প্রকল্পগুলি এখন খুবই জনপ্রিয় তার মধ্যে অন্যতম হল পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ) এবং ন্যাশনাল পেনশন স্কিম (এনপিএস)। কিন্তু এই দুই প্রকল্পের মেয়াদ ১৫ বছর বা তারও বেশি। তবে এই দুই প্রকল্পের ঝুঁকি নেই। আবার অনেকে লগ্নির জন্য বেছে নেন ইকুইটি লিংকড সেভিংস স্কিম বা ইএলএসএস। এক্ষেত্রে লক ইন পিরিয়ড ৩ বছর। তবে এই লগ্নিতে ঝুঁকি রয়েছে। যাঁরা মাঝারি মেয়াদে ঝুঁকিহীন লগ্নি করতে চাইছেন তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে ট্যাক্স সেভিংস ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি)।

ট্যাক্স সেভিংস এফডি কী?

ট্যাক্স সেভিংস এফডি হল একটি টার্ম ডিপোজিট স্কিম। সাধারণ এফডির মতো কাজ করলেও এই স্কিমে আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়। দেশের বেশিরভাগ ব্যাংক এবং এনবিএফসি-তে এই স্কিম খোলা যায়।

ট্যাক্স সেভিংস ফান্ড কীভাবে কাজ করে?

দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যাংক বা এনবিএফসি-তে ট্যাক্স সেভিংস এফডি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এই স্কিমে সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। এই স্কিমে লক ইন পিরিয়ড পাঁচ বছরের হয়। ব্যাংক বা এনবিএফসির ধার্য করা সুদের হারে লগ্নিকারীকে সুদ দেওয়া হবে।

ব্যাংক বা এনবিএফসির দেওয়া সুবিধা অনুসারে আপনি প্রতি মাসে বা ত্রৈমাসিককে ওই সুদ তুলে নিতে পারেন। এই প্রকল্পে জমা করা মূলধনে ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া গেলেও এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য হয়।

ট্যাক্স সেভিংস এফডির বৈশিষ্ট্য

ট্যাক্স সেভিংস এফডির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল...

- এই স্কিমের লক ইন পিরিয়ড হয় ৫ বছর। এই পিরিয়ডে ফান্ড তোলা যাবে না।
- ৮০সি ধারায় এক আর্থিক বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধনে কর ছাড় পাওয়া যায়।
- এই স্কিমে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য।
- এই স্কিমে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি হয়।
- এই স্কিমে নমিনি মনোনীত করা যায়।
- লক ইন পিরিয়ডে এফডি বন্ধক রেখে লোন বা ওভারড্রাফ্ট পাওয়া যায় না।
- এই স্কিম রিনিউ করা যায়।
- এই স্কিম যৌথভাবে করা যায় অর্থাৎ জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের সুবিধা রয়েছে।
- জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার শুধুমাত্র কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন।

কেন ট্যাক্স সেভিংস ফান্ডে লগ্নি করবেন?

ট্যাক্স সেভিংস এফডি বেছে নেওয়ার কারণগুলি হল...

- এই বিনিয়োগে কোনও ঝুঁকি নেই। মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়।
- এই বিনিয়োগ নিশ্চিত রিটার্ন প্রদান করে, যা অনেক বিকল্পতে পাওয়া যায় না।
- বিনিয়োগ করা মূলধন ৮০সি ধারায় কর ছাড় দেয়। কর ছাড়ের সুবিধা নিতে হলে এই স্কিম অন্যতম সেরা বিকল্প হতে পারে।
- অধিকাংশ ব্যাংক, স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক এবং এনবিএফসি-তে এই স্কিম খোলা যায়।
- ৫ বছরের লক ইন পিরিয়ড দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

প্রয়োজনীয় নথি

কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যে নথি প্রয়োজন হয়, ট্যাক্স সেভিংস এফডির জন্য সেই নথিরই প্রয়োজন হয়...

- পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
- পরিচয়পত্রের প্রমাণ- আধার, ভোটার আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, প্যান
- ঠিকানার প্রমাণ- আধার, পাসপোর্ট, টেলিফোন/বিদ্যুৎ বিল।

ট্যাক্স সেভিংস এফডি এবং আয়কর

এই স্কিমে জমা করা মূলধনে কর পাওয়া গেলেও এই স্কিমে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য।

- কোনও আর্থিক বছরে এই সুদের পরিমাণ ৪০ হাজার টাকার বেশি হলে উৎসে কর কেটে নেওয়া হয় (টিডিএস)। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক ৫০ হাজার টাকা।
- মোট করযোগ্য আয় যদি মূল আয়কর ছাড়ের নীচে হয় তবে ১৫জি ফর্ম জমা করতে হবে। তাহলে টিডিএস কাটা হবে না। প্রবীণ নাগরিকরা ১৫এইচ ফর্ম জমা দেবেন।

গত অর্থবর্ষ থেকে আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে নয়া কর কাঠামোয় এসেছেন অনেকে। তবে এখনও আয়কর ছাড়ের সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেকে রয়ে গিয়েছেন পুরোনো কর কাঠামোয়। তাঁদের জন্য ট্যাক্স সেভিংস এফডি গুরুত্বপূর্ণ লগ্নি বিকল্প হতে পারে।

কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারি ও স্মল ফিন্যান্স ব্যাংকের সুদের হার

নাম	সুদের হার (%)	প্রবীণদের সুদের হার (%)
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক		
এসবিআই	৬.৫	৭.৫
পিএনবি	৬.৫	৭.০
ব্যাংক অফ বরোদা	৬.৫	৭.১৫
কানাড়া ব্যাংক	৬.৭	৭.২০
ইন্ডিয়ান ব্যাংক	৬.২৫	৬.৭৫
বেসরকারি ব্যাংক		
নাম	সুদের হার (%)	প্রবীণদের সুদের হার (%)
কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক	৬.২	৬.৭
এইচডিএফসি ব্যাংক	৭.০০	৭.৫
আইডিএফসি ব্যাংক	৭.০০	৭.৫
অ্যাক্সিস ব্যাংক	৭.০০	৭.৭৫
ডিসিবি ব্যাংক	৭.৭৫	৮.২৫
স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক		
নাম	সুদের হার (%)	প্রবীণদের সুদের হার (%)
সূর্যোদয় স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৮.২৫	৮.৭৫
ইউনিটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৭.৬৫	৮.১৫
ফিনকেয়ার স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৮.০০	৮.৬০
উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৭.৫০	৮.১০
উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৭.২০	৭.৭০

আশঙ্কার মধ্যে কাটাচ্ছে শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ধাক্কা খাচ্ছে ভারতীয় কোম্পানিগুলি। আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা, ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ ট্যারিফের কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত না পাওয়া, আমেরিকা-ইরানের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা, রাশিয়ান তেল আমদানির সম্ভাবনা দিনের পর দিন কমে যাওয়া, ভারতীয় কোম্পানিগুলির সাধারণ ত্রৈমাসিক ফলাফল— সবকিছুই বিনিয়োগকারীদের চিন্তা বৃদ্ধি করে চলেছে।

বিগত কয়েকদিনে ১ ব্যারেল তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৫-৬ ডলার। যদিও এখন বিভিন্ন ক্রুড বাস্কেট ৬০-৬৫ ডলারের মধ্যে ট্রেড করছে এবং এখনই ভারতীয় অর্থনীতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, তথাপি বিদেশি তেলের ওপর নির্ভরশীল থাকাটা ভারতের জন্য চিন্তাজনক বটে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যেভাবে একের পর এক দেশ তথা গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্ক), কিউবা, কলম্বিয়াকে হুমকি দিয়ে চলেছেন, তাতে ইউরোপীয় দেশগুলি বাধ্য হয়েছে গ্রিনল্যান্ডে সৈন্য পাঠিয়ে রাখতে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তথা আমেরিকার বিদেশনীতির ফলে তিতিবিরক্ত বিভিন্ন দেশ।

চিন বিগত কয়েক বছরে হাতে থাকা প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন ডলারের আমেরিকার বন্ড বিক্রি করে দিয়েছে। আমেরিকান বন্ড বিক্রি করে চলেছে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকও। এমন বিশ্বাস হারিয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি যে, এখন তারা ঝুঁকেছে সোনাকে ফরেন কারেন্সিতে রিজার্ভ হিসেবে বেশি গুরুত্ব দিতে। ব্রিকস দেশগুলি এই ডলার নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে চাইছে। আমেরিকার আশঙ্কা হল, যদি কোনও কারণে ব্রিকস নিজের মুদ্রা চালু করে সেক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে ডলারের প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকবে।

বাজার উদ্বেগে রয়েছে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের একটি অর্ডারের অপেক্ষায়। ট্রাম্পের বসানো শুল্ক বৈধ কি অবৈধ তা বলে দেবে সেই দেশের কোর্ট। যদি দেখা যায় যে, ট্রাম্প অন্যায়ভাবে বিভিন্ন দেশের ওপর শুল্ক বসিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমেরিকার সরকারকে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, এর ফলে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার মার্কেটে, ক্রিপ্টো মার্কেট প্রভৃতিতে।

সোনা এবং রুপোর দাম কয়েকদিন ধরেই সর্বকালীন উচ্চতা ভেঙে চলেছে। সোনা বিগত ১ বছরে প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রুপোর দাম বেড়েছে তিনগুণ। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে। ভারতীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে টিসিএস, ইনফোসিস, এইচসিএল টেক, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করেছে এবং বলতে দ্বিধা নেই যে, এই কোম্পানিগুলির ফলাফল অতি সাধারণ মানের হয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ডিসেম্বর ২০২৪-এ মোট লাভ ছিল ২১৯৩০ কোটি টাকা, সেখানে ডিসেম্বর ২০২৫-এ মাত্র ৩৬০ কোটি টাকা লাভ বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ২২২৯০ কোটি টাকা। আমেরিকাতে বিভিন্ন আইটি কোম্পানির ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। এবং তার প্রভাব পড়ে চলেছে ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলির ওপর।

তবে মন্দের ভালো বলতে ভারতীয় মেটাল সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলি। দিনের পর দিন কপার, অ্যালুমিনিয়াম, রুপোর দাম বৃদ্ধি হয়ে চলায় দারুণ লাভ বৃদ্ধির আশা দেখছে বিভিন্ন মেটাল কোম্পানি। অন্যদিকে বছরের পর বছর এনপিএ (নন পারফর্মিং অ্যাসেট) কমিয়ে এবং লাভ বৃদ্ধি করে বিনিয়োগকারীদের ভরসা বৃদ্ধি করে চলেছে বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকগুলি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহভর ওঠা-নামার পর দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি সপ্তাহ শেষে দাঁড়িয়ে প্রায় একই অবস্থানে। চারদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৮৩৫৭০.৩৫ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় সেনসেক্সের উত্থান হয়েছে মাত্র ৫.৮৯ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটি ১১.০৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫৬৯৪.৩৫ পয়েন্টে। সপ্তাহের শুরু থেকেই নিম্নমুখী থাকলেও শেষলগ্নে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের অপ্রত্যাশিত ভালো ফল শেয়ার বাজারকে ঘুরে দাঁড়াতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। আগামী দিনেও দুই সূচকে অস্থিরতা চলবে। ১ ফেব্রুয়ারির বাজেট পর্যন্ত পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই আগামী দিনে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

এখন ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু হয়েছে। টিসিএস এবং এইচসিএল টেকের হতাশাজনক ফল শেয়ার বাজারে অন্ধকার এনেছিল। ইনফোসিসের অপ্রত্যাশিত দুর্দান্ত ফল সেই অন্ধকার কাটিয়ে আলোর সরণিতে ফিরিয়ে এনেছে। এর পাশাপাশি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ভালো ফলও আগামী দিনে শেয়ার বাজারকে আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সাহায্য করবে। এর পরে সবার নজর থাকবে ব্যাংকিং সেক্টরে। প্রথম সারির দুই সংস্থা এসবিআই এবং এইচডিএফসি ব্যাংকের ভালো ফল শেয়ার বাজারে ফের বুলদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে পারে।

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের পতন, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলি। জাপানের ক্যারি ট্রেডিংও নতুন করে আশঙ্কা ছড়িয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে। সূচক উঠলেই মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িক পড়ছে। যা সূচকের উত্থানে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। সব মিলিয়ে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা চলছেই।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের এখন নজর রয়েছে আগামী সাধারণ বাজেটের দিকে। এই বাজেটে যদি দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি মূলধনি লাভ সংক্রান্ত করের হার কমানো হয় তবে ফের লম্বা দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি, তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল, বাজেটে ইনসেনটিভ ঘোষণা, বিদেশি লগ্নির গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও আগামী দিনে সূচকের ওঠানামায় বড় ভূমিকা রাখবে।

অন্যদিকে, সোনা-রুপোর দামেও অস্থিরতা চলছে। দাম কমলে এখনও লগ্নি করা যেতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুতে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **এইচডিএফসি ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-৯৩১.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৮১৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯০০-৯২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৩২৪৫৭, টার্গেট-১০৪০।
- **অ্যাপোলো টায়ার** : বর্তমান মূল্য-৫০৮.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪০/৩৭১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২২৯৮, টার্গেট-৬১০।
- **ভেল** : বর্তমান মূল্য-২৬৫.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩০৬/১৭৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৪৫-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯২৪১৩, টার্গেট-৩২০।
- **কোল ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-৪৩১.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪২/৩৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪০০-৪২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৫৬১৩, টার্গেট-৫০০।
- **সিজি কনজিউমার** : বর্তমান মূল্য-২৫১.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৭৩/২৪৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৩৫-২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬১৭৫, টার্গেট-৩৪২।
- **অরবিন্দ ফার্মা** : বর্তমান মূল্য-১১৭২.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৭৯/১০১০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৮১১০, টার্গেট-১৩০০।
- **টিএমপিভি** : বর্তমান মূল্য-৩৫৩.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭২/৩২১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৪০-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩০২০৭, টার্গেট-৪২০।

কী কিনবেন বেচবেন

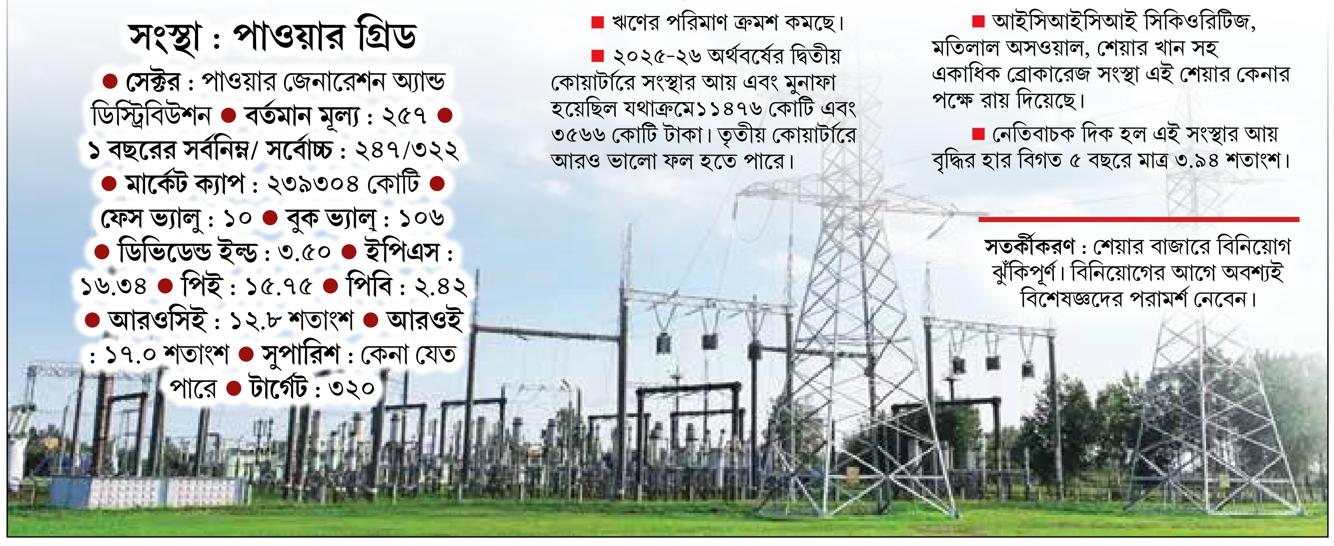

সংস্থা : পাওয়ার গ্রিড

● **সেক্টর** : পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ● **বর্তমান মূল্য** : ২৫৭ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ** : ২৪৭/৩২২ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ২৩৯৩০৪ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১০ ● **বুক ভ্যালু** : ১০৬ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ৩.৫০ ● **ইপিএস** : ১৬.৩৪ ● **পিই** : ১৫.৭৫ ● **পিবি** : ২.৪২ ● **আরওসিই** : ১২.৮ শতাংশ ● **আরওই** : ১৭.০ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেত পারে ● **টার্গেট** : ৩২০

একনজরে

- ১৯৮৯-এ প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা একটি 'মহারত্ন' সিপিএসইউ।
- এই সংস্থা দেশের বৃহত্তম পাওয়ার ট্রান্সমিশন সংস্থা।
- এই সংস্থা নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয়।
- ঋণের পরিমাণ ক্রমশ কমছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় এবং মুনাফা হয়েছিল যথাক্রমে১১৪৭৬ কোটি এবং ৩৫৬৬ কোটি টাকা। তৃতীয় কোয়ার্টারে আরও ভালো ফল হতে পারে।
- সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে অনেকটাই দাম সংশোধন হয়েছে এই সংস্থার শেয়ারের।
- কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই সংস্থার ৫১.৩৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২০.২৬ শতাংশ এবং ২৪.৭৩ শতাংশ শেয়ার।
- আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ, মতিলাল অসওয়াল, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।
- নেতিবাচক দিক হল এই সংস্থার আয় বৃদ্ধির হার বিগত ৫ বছরে মাত্র ৩.৯৪ শতাংশ।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ছোট্ট তারা

কোচবিহার শহরের তেঁতুলতলার বাসিন্দা সমৃদ্ধি গুহ। এপিক পাবলিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সমৃদ্ধি ক্যারাটেতে পারদর্শী। সম্প্রতি একটি ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সে।

আজ শহরে

■ অনুভব নাট্যোৎসবের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন পরিবেশিত হবে কলকাতার 'নয়ে নাটুয়া' প্রযোজিত 'মিতালি' নাটকটি। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সন্ধে ৬টা ৩০ মিনিট থেকে নাটকটি শুরু হবে।

শুনানির লাইনে শোরগোল

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানির লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে উত্তেজিত হয়ে পড়ে জনতা। ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়। ঘটনাটি শনিবার কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে ঘটেছে। ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য শুনানির কাজ থমকে যায়। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী বলেন, 'লাইনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে অনেকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেছিলেন। যদিও পরে তা ঠিক হয়ে যায়।'

র‍্যালি

তুফানগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে শনিবার তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে তুফানগঞ্জ শহরে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল। এদিন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইলেক্ট্রিক অফিস মোড়ের সামন থেকে প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে। এরপর রামহরি মোড়, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড মোড়, মদনমোহন মোড়ে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান চেতনার বার্তা দেন বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা। এ ব্যাপারে মঞ্চের তুফানগঞ্জ কেন্দ্রের সহ সভাপতি রতনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এদিন র‍্যালিতে পড়ুয়া ও আমজনতাকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার পাশাপাশি নিপা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা, প্লাস্টিক ও পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।'

আয়ুষমেলা

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আয়ুষমেলা। এবার মেলায় ৩০টি স্টল থাকবে। দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে বলে জানালেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি। মেলায় হোমিওপ্যাথি, আয়ুষ এবং অ্যালোপ্যাথি সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। ডায়াবিটিস, হাইপার টেনশন, রক্তপরীক্ষা ছাড়াও অন্য স্টল থাকবে। মেলার ক্যাম্পের বাইরের মানুষও যাতে বুঝতে পারে ভেতরে কী হচ্ছে তাই বাইরে বড় এলইডি স্ক্রিনে সবকিছু দেখানো হবে। জেলা মেডিকেল অফিসার (আয়ুষ) প্রশান্ত কয়াল বলেন, 'আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচারের জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ।'

পুনর্মিলন উৎসব

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : কোচবিহার কলাবাগান হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে শনিবার বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব হয়ে গেল। এদিন বিদ্যালয়ে অঙ্কন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান হয়।

উদয়নের গলায় আক্ষেপের সুর ● সরগরম দিনহাটা পুরসভা

শনিবার দিনহাটা-বলরামপুর রোডে রাস্তার কাজে সূচনায় উদয়ন গুহ।

কাজ হলে ভুলতে সময় লাগে না : মন্ত্রী

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : কাজ হয়ে গেলে ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না। আবার পছন্দের কাজ না হলে সাধারণ মানুষ তার শোধ নিতে ভোলেন না। শনিবার এই আক্ষেপ শোনা গেল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর গলায়। এর আগেও পুর এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনে এসে তিনি এমনই মন্তব্য করেন। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই আক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে।

শনিবার উদয়ন দিনহাটা-বলরামপুর রোডে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪টি রাস্তার কাজে সূচনা করেন। উদয়ন ছাড়াও দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী ও অন্য কাউন্সিলাররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উদয়ন বলেন, 'কাজ হয়ে গেলে ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না। অথচ পছন্দের কাজ না হলে তার শোধ নিতে মানুষ প্রস্তুত থাকে। উন্নয়নের জন্য কাকে প্রয়োজন শহরবাসীর সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।'

গত বিধানসভা থেকে লোকসভা-সব নির্বাচনে দিনহাটা শহরের বাসিন্দারা শাসকদলকে ভোট পাওনার থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। মন্ত্রীর এই আক্ষেপ যে বিগত নির্বাচনে পুর এলাকার খারাপ ফলাফল থেকেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন তিনি মঞ্চ থেকে বুড়িরপাটে দিনহাটা গেট, সেলফি জোন, বুড়িরপাট মন্দিরের শেড, বিভিন্ন স্কুলের শ্রেণিকক্ষ ও সুইমিং পুল সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন।

এদিকে বিরোধীদের কটাক্ষ, আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে উদয়ন আবেগের আশ্রয় নিচ্ছেন। বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় রায়ের কথায়, 'সাধারণ মানুষ সব জানে। তারই বহিঃপ্রকাশ ভোটবাক্সে মিলেছে। এবারের বিধানসভা ভোটেও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

বার্ধক্য ভাতার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : কাউন্সিলারদের অন্ধকারে রেখেই বার্ধক্য ভাতার তালিকা তৈরির অভিযোগ উঠল দিনহাটা পুরসভার বিরুদ্ধে। তবে এই অভিযোগ কোনও বিরোধী দলের নয়, খোদ পুরসভার কাউন্সিলারদের। তাঁদের অভিযোগের তির খোদ দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দীর দিকে। শনিবার এনিয়ে কাউন্সিলাররা দিনহাটা পুরসভায় চেয়ারপার্সনের কাছে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। যা নিয়ে শুরু হয় তীব্র বাদানুবাদ। আর রীতিমতো সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

কাউন্সিলারদের অভিযোগ, ১৬টি ওয়ার্ড মিলিয়ে ২৯৭ জন উপভোক্তার নামের তালিকা জমা করা হয় পুরসভায়। আর তার মধ্যে সুডা থেকে ৮২ জনের নামের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে আসে। নিয়ম অনুযায়ী এই ৮২ জন প্রাপক কারা হবেন তা চেয়ারপার্সন কাউন্সিলারদের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত করে থাকেন। কিন্তু কাউন্সিলারদের অধিকাংশের অভিযোগ তাঁদের অন্ধকারে রেখেই ৪, ৫, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নামই সেই তালিকায় রাখা হয়েছে। এর ফলে বাকি ১৩টি ওয়ার্ডের বার্ধক্য ভাতার নামের তালিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা বঞ্চিত থেকে যান। আর তা নিয়েই সরব হন কাউন্সিলাররা। আর সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগের তির দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সনের দিকে।

যদিও দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন বলছেন, 'নামের তালিকা মহকুমা শাসকের করণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা করা হয়। সেখান থেকেই যাঁরা বার্ধক্য ভাতা পাবেন তা চূড়ান্ত হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে আমার হস্তক্ষেপের কোনও জায়গা নেই। শীঘ্রই বাকিদের নামের তালিকায় চলে আসবে। তাই যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা নিছকই ভুল করছেন।'

যদিও প্রবীণ কাউন্সিলার পার্থনাথ সরকারের বক্তব্য, 'আমি

■ ১৬টি ওয়ার্ড মিলিয়ে ২৯৭ জন উপভোক্তার তালিকা জমা করা হয়

■ পুরসভায় সুডা থেকে ৮২ জনের নামের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে আসে

■ অভিযোগ, শুধুমাত্র ৪, ৫, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নাম সেই তালিকায় রাখা হয়েছে

জানতে পেরেছি ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে শুধুমাত্র ৪, ৫ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডেরই বাসিন্দাদের বার্ধক্য ভাতার তালিকায় নাম এসেছে। সেক্ষেত্রে আমার ৯ নম্বর ওয়ার্ড সহ বাকি ১৩টি ওয়ার্ডের একটি নামও সেই তালিকায় নেই। এর ফলে বঞ্চিতরা আমাদের কাছে জানতে চাইছেন তাঁদের নাম কেন এল না। আমরা তার উত্তর দিতে পারছি না। আমি আগেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার সরব হয়েছি এবারও সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি।' অপরদিকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জাকারিয়া হোসেনের প্রতিক্রিয়া, 'গরিব মানুষ যেন ভাতার টাকার সুবিধা পান সেজন্যে আমার ওয়ার্ডের আবেদনের তালিকাসমূহ জমা দিয়েছিলাম, এবার কেন তাঁরা সেটা এখনও পেলেন না। আর ওনার ওয়ার্ডের সবাই কেন পেলেন? এটা উনিই ভালো বলতে পারবেন।'

অন্যদিকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রমেন বর্মনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নামের তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি, এর ফলে বেশিরভাগ ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বার্ধক্য ভাতার তালিকায় নাম নেই। বাসিন্দারা তাঁদের কাছে নাম কেন এল না জানতে চাইলে তাঁরা কিছু বলতে পারছেন না।

পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সমীর সরকারের দাবি, 'আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা খোঁজ নিয়ে যোগ্যদের ফর্ম পুরসভায় জমা করি। এরপর সেই তালিকা মহকুমা শাসকের করণে যায়। সেখান থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় এতজনের নাম তালিকায় রাখা যাবে। পুরসভার কাছে সেই কয়েকজনের নাম চেয়ে পাঠানো হয়। সেক্ষেত্রে পুরসভার চেয়ারপার্সন বাকি কাউন্সিলারদের সঙ্গে নিয়ে তা ঠিক করেন। কিন্তু এবার কোনও আলোচনা হয়নি। শুধুমাত্র তিনটি ওয়ার্ডেরই বাসিন্দাদের নাম রয়েছে।'

তুলির ছোঁয়া।। *কোচবিহার পালপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।*

মুখ্যমন্ত্রীর উপহার নিয়ে দুয়ারে তৃণমূল

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সমাজের বিশিষ্টদের কাছে পৌঁছাতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসেবে এবার মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার নিয়ে বিশিষ্টদের বাড়িতে হাজির হচ্ছেন জনপ্রতিনিধি ও নেতারা। শনিবার বিকেলে কোচবিহারের সমাজসেবী রাজা বৈদ্যর বাড়িতে হাজির হন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। ১৫ বছরে রাজ্য সরকার কী কী কাজ করেছে তার ফিরিস্তি তুলে ধরে একটি বই দেওয়া হয়েছে রাজাকে। পাশাপাশি তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈনের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি রাজেন্দ্রকুমার বৈদ। তাঁর হাতেও মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো চিঠি তুলে দেওয়া হয়েছে।

সংবর্ধনা জানানোর পর সাংসদ বলেন, 'রাজা বৈদ্য যেভাবে সমাজসেবীর কাজ করছেন, তাতে বহু মানুষ উপকৃত। মুখ্যমন্ত্রী ওঁর জন্য চিঠি সহ বেশকিছু সামগ্রী পাঠিয়েছেন। সেগুলি আমি ওঁর হাতে তুলে দিলাম।'

গেট তৈরি নিয়ে কোন্দল মাথাভাঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৭ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের দপ্তর সংলগ্ন পুরসভার রাস্তায় গেট তৈরিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্তরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার অমিত ঘোষের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান ও এগজিকিউটিভ অফিসারের মধ্যে টেলিফোনে বচসা হয় বলেও পুরসভা সূত্রে খবর।

পুরসভার চেয়ারম্যানের অভিযোগ, '৫ নম্বর ওয়ার্ডের আদালত চত্বর সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের নির্ধারিত স্থানে গেট তৈরির পরিবর্তে ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের সামনে গেট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। ওই রাস্তাটি কোচবিহার রাজ আমলের এবং রাস্তাটি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে

পুরসভার রাস্তায় গেট তৈরির জন্য গর্ত খোঁড়াকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। শনিবার।

পুরসভা। অথচ সেই রাস্তায় গেট তৈরি হচ্ছে বিষয়টি আমার অজানা।' তাঁর আরও সংযোজন, ওই রাস্তা দিয়ে অফিসপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার বহু মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। সেখানে গেট তৈরি হলে স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হবে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর রায় বসুনিয়ার বক্তব্য, 'গেট তৈরির কাজ শুরু হলে প্রয়োজনে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে বিক্ষোভে নামব।' এদিকে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার এ বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। তাঁর সাফ জবাব, 'যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই বলবেন।'

অন্যদিকে, আদালত চত্বরের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে গেট তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন মাথাভাঙ্গা বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি অশোককুমার পাটোয়ারি। তিনি বলেন, 'আদালত চলাকালীন আদালত চত্বরে বাইক, টোটো, অটো এমনকি চার চাকার গাড়ি চলাচলের ফলে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীরা একাধিকবার দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের নির্দেশে আদালত চত্বরে তিনদিক থেকে তিনটি গেট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্ব পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে।'

গেটের অবস্থান নির্ধারণ নিয়ে এডিজে, এসিজেএম, প্রশাসন, পুলিশ, পুরসভা ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনও পুরসভার চেয়ারম্যান এবং পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের মধ্যে মতবিরোধ কাটেনি। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে ঘিরে এই টানাপোড়েন শেষপর্যন্ত কোনদিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে শহরবাসী।

ভরাট হচ্ছে হেরিটেজ দিঘি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : আবর্জনা এবং নির্মাণসামগ্রী ফেলে এবার দিঘি ভরাটের অভিযোগ উঠল কোচবিহার শহরে। সেই দখলিকৃত অংশ এখন অলিখিত পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। পুরসভা এবং জেলা প্রশাসনের নাকের ডগায় এভাবে দিঘি ভরাট হয়ে যেতে বসলেও বিষয়টি নিয়ে কারও হেলদোল নেই। এতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছেন না কেউই। দীর্ঘদিন ধরেই শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা কয়েদিখোঁড়াদিঘি বা বিশ্বাসপাড়ার দিঘি ভরাটের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো তাজ্জব শহরবাসীও। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, হেরিটেজ কমিটি কি তাহলে হেরিটেজ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে একেবারেই দিশেহারা? নাকি দেখেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে? এবিষয়ে সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, দেখছি। এবিষয়ে অভিযোগ পেলে আরও ভালো হত।'

এভাবেই বালি, পাথর ফেলে বিশ্বাসপাড়ার দিঘি ভরাট করা হচ্ছে।

জেলখানার কয়েদিদের দিয়ে এই দিঘিটি খোঁড়া হয়েছিল বলে দিঘিটির নামকরণ করা হয় কয়েদিখোঁড়া। তবে বর্তমানে দিঘিটি লোকমুখে 'বিশ্বাসপাড়ার দিঘি' নামেও পরিচিতি পেয়েছে। শনিবার দুপুরে দিঘি চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার পাশ থেকে দিঘির একাংশজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে নির্মাণসামগ্রী। কোথাও ফেলে রাখা হয়েছে আবর্জনা। এভাবেই রোজ অল্প অল্প করে দিঘিটি ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে কে বা কারা এই কাজ করছে, তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে দোকানদাররাও মুখ খুলতে চাননি। দিঘিটির বাকি অংশ কচুরিপানায় ঢেকে রয়েছে।

দিঘিটির এই পরিস্থিতি নিয়ে হেরিটেজ কমিটির সদস্য ঋষিকল্প পালের বক্তব্য, 'ইদানীং বজরি কিংবা আবর্জনা ফেলে দিঘি ভরাটের চল দেখা যাচ্ছে। এরকমভাবে দিঘি দখল করায় প্রশাসনিক স্তরে যদি অনতিবিলম্বে কোনও পদক্ষেপ করা না হয়, তাহলে এই দিঘিটি হারিয়ে যাবে।'

এদিকে পুর এলাকায় থাকা ২১টি দিঘি সংস্কারের কথা জানিয়ে এদিন জেলা শাসকের কাছে চিঠি দেন পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ। বিশ্বাসপাড়ার দিঘির বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে তিনি বলেন, 'শহরের প্রতিটি দিঘির পরিস্থিতিই করুণ। সেজন্য অনতিবিলম্বে দিঘিগুলি সংস্কার করা হবে। যখনই দিঘিগুলি সংস্কারের কাজ শুরু হবে, তখনই দখলিকৃত অংশ পুনরুদ্ধার করা হবে।'

প্রবীণ আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'ছোটবেলায় ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় দেখতাম দিঘিটি রাস্তার ঠিক পাশেই ছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই দিঘিটি বেআইনিভাবে দখল করা হচ্ছে। বর্তমানে দিঘিটির একাংশ ভরাট করে পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে হওয়া এই কাজটা নিয়ে প্রশাসনের নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

একাই বাঁচালেন

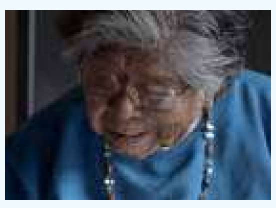

৮২ বছর বয়সে মেরি উইলকক্স বুঝতে পারলেন, এই বিশাল পৃথিবীতে তিনি একাই বেঁচে আছেন যিনি 'উকচুমনি' ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। ক্যালিফোর্নিয়ার এই আদিবাসী ভাষার কোনও লিখিত রূপ বা বই ছিল না। অর্থাৎ, মেরির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চিরতরে হারিয়ে যেত তাঁর পূর্বপুরুষের হাজার বছরের পুরোনো ভাষা। কিন্তু মেরি হার মানেননি। কম্পিউটার কী জিনিস, তা তিনি জানতেন না। কিন্তু অদম্য জেদের বশে সেই বয়সে তিনি কম্পিউটার চালানো শিখলেন। তারপর দিনের পর দিন কিবোর্ডে খুটখুট করে স্মৃতির অতল থেকে টাইপ করতে শুরু করলেন একেকটি শব্দ ও তার অর্থ। টানা সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি তৈরি করলেন ৬,০০০ শব্দের এক পূর্ণাঙ্গ অভিধান। তাঁর তৈরি অভিধানের দৌলতে 'উকচুমনি' ভাষা আজ অমর।

বিড়াল পোস্ট মাস্টার

চিঠি বিলি করার জন্য পায়রা ব্যবহারের কথা আমরা জানি, কিন্তু বিড়াল? ১৮৭০ সালে বেলজিয়ামের লিজে শহরে ৩৭টি বিড়ালকে চিঠি পৌঁছানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তাদের গলায় ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে চিঠি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু বিড়াল তো নিজের মর্জির মালিক! তারা চিঠি পৌঁছে দেওয়া তো দূর, কেউ কেউ তো আর বাড়িই ফিরল না। আর যারা ফিরল, তারা সময় নিল ২৪ ঘণ্টারও বেশি। স্বভাবতই 'পোস্টাল ক্যাট'-এর এই প্রোজেক্ট চূড়ান্ত ফ্লপ হয় এবং প্রমাণ হয় যে বিড়ালকে দিয়ে আর যাই হোক, সরকারি চাকরি করানো সম্ভব নয়।

হিরে ঝরে

পৃথিবীতে আকাশ থেকে জল পড়ে, শিলা পড়ে। কিন্তু আমাদের সৌরজগতের অন্য গ্রহে বৃষ্টির বদলে ঝরে হিরে! শনি (Saturn) এবং বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর মিথেন গ্যাস আছে। প্রচণ্ড বজ্রপাত ও চাপের ফলে সেই মিথেন প্রথমে কার্বনে এবং পরে জমাট বেঁধে গ্রাফাইট ও শেষে হিরেতে পরিণত হয়। মহাকাশবিজ্ঞানীদের ধারণা, শনি গ্রহে প্রতি বছর প্রায় ১০০০ টন হিরে বৃষ্টি হয়। আহা, যদি একবার ছাতা নিয়ে সেখানে যাওয়া যেত!

দেহ পচে না

নরওয়ের ছোট্ট শহর 'লংইয়ারবিয়ান'-এ মৃত্যু নিষিদ্ধ! কারণ, এখানের আবহাওয়া এতই ঠান্ডা যে মাটিতে পুঁতে রাখা মৃতদেহ পচে না। ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু-তে মারা যাওয়া লাশগুলোর শরীরে ভাইরাস তখনও জীবিত আছে। তাই সংক্রমণ এড়াতে এখানে কাউকে কবর দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। কেউ খুব অসুস্থ হলে বা মুমূর্ষু অবস্থায় থাকলে তাকে মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে রাজ্যপালের কাছে আর্জি শুভেন্দুর

ফের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র বেলডাঙ্গা

পরাগ মজুমদার

বেলডাঙ্গা, ১৭ জানুয়ারি : নৈরাজ্য অব্যাহত। ভিনরাজ্যে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবারের পর শনিবারও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় বেলডাঙ্গা। উত্তেজিত জনতা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পূর্ব রেলের পাশাপাশি শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় বেলডাঙ্গার পাঁচড়া মোড়ের কাছে ট্রেন অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যান চলাচল এবং শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যাত্রীবোঝাই বাসে হামলা, হোটেল ও রেলের সিগন্যাল ভাঙচুর- কোনও কিছুই বাদ ছিল না। রাজ্যপালের কাছে বেলডাঙ্গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। সঙ্গে ছিলেন র‍্যাফের জওয়ানরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি হাতে ময়দানে নামেন খোদ মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার কুমার সানি। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের হাত থেকে রক্ষা করতে কোথাও কোথাও কাঁদানে গ্যাস ছোড়া থেকে শুরু করে লাঠিচার্জ করতে হয় র‍্যাফকে। এদিকে, পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে প্রতিহত করতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের 'গার্ডরেল' ও 'রোড ডিভাইডার' ভেঙে দেন। ট্রেন ও বাসযাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে এলাকায় আশ্রয় নেন। সাংবাদিক পার্থপ্রতিম ঘোষ ও চিত্র সাংবাদিক উজ্জ্বল ঘোষের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

- ভিনরাজ্যে মুর্শিদাবাদের আরও কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ
- উত্তেজিত জনতার বেলডাঙ্গায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ, বাসে হামলা, আক্রান্ত সাংবাদিক
- পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ, লাঠিচার্জ করতে দেখা যায়

> শুক্রবারই ডিএম বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তারপরেও শনিবার নতুন করে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি বাঁচাতে বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে।
>
> **কুমার সানি**, *মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার*

ঘটনাস্থলে যান ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক (সাসপেন্ডেড) হুমায়ুন কবীর। তিনিও বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়। হুমায়ুন বারবার অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানালেও বিক্ষোভকারীরা রাজি হননি। পুলিশ সুপার বলেন, 'শুক্রবারই ডিএম নিজে উপস্থিত থেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেইমতো হেল্পলাইন নম্বর সহ যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপরেও শনিবার নতুন করে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি বাঁচাতে বাধ্য হয়ে আমাদের লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এলাকায় পুলিশি টহলদারির পাশাপাশি র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে।'

ঝাড়খণ্ডে ফেরিওয়ালার কাজ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের আলাউদ্দিন শেখ নামে এক তরুণের মৃত্যুতে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙ্গা। অভিযোগ, বিহারের ছাপরা জেলায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের আরও কয়েকজন তরুণ আক্রান্ত হয়েছেন। শনিবার আনিসুর শেখ নামে এক তরুণ গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন। ওই তরুণকে যখন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেখান থেকেই এদিনের তাণ্ডবের সূত্রপাত। বিক্ষোভকারী সাগির শেখ বলেন, 'বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে কাজ করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড দেখানোর পরও বাঙালি ও মুসলিম বলে মারধর করা হয়েছে।'

অশান্তির দায় হুমায়ুনের, অভিযোগ অভিষেকের

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার শীতের পড়ন্ত বেলায় অধীরের গড় বহরমপুরে ঝটিকা সফরে হাজির হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব সূচি মেনে রোড শো করার পর বহরমপুর শহরের বুকে একটি পথসভা করেন অভিষেক। আর সেই পথসভা থেকেই সরাসরি কংগ্রেস ও হুমায়ুন কবীরকে তুলোধোনা করেন। বেলডাঙ্গার ঘটনা নিয়েও মুখ খোলেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, 'বেলডাঙ্গায় হিংসার নেপথ্যে উসকানি দিচ্ছেন হুমায়ুন।'

বেলডাঙ্গা প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'এদিন সভায় আসার আগে বেলডাঙ্গায় অশান্তির খবর পাই। গতকালও হয়েছে। দলের তরফে ফোন করে সভা করার দরকার নেই বলেছিলেন অনেকে। সকাল ১১টা থেকে কথা বলছি অনেকের সঙ্গে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, এই যে ঘটনাটি ঘটছে, তাতে ইন্ধন দিচ্ছে বিজেপি'র বাবুরা, আর একটা নতুন গদ্দার তৈরি হয়েছে এই মাটিতে, সে। আমি যদি আজ এখানে না আসতাম, তাহলে সেই গদ্দারদের অক্সিজেন দেওয়া হত।'

অধীরকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'প্রথমেই বহরমপুরবাসীকে ধন্যবাদ। ২০২৪ সালে বিজেপির ডামি প্রার্থীকে এখান থেকে হারানোর জন্য।'

অধীর যে 'বিজেপির এজেন্ট' সেটা প্রমাণ করতে অভিষেকের বক্তব্য, 'আপনারা সকলেই দেখেছেন কোথাও কোনও মঞ্চ থেকে কোনওভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন না তিনি (অধীর)। দু'বেলা সাংবাদিক বৈঠক করে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন।'

বিধানসভায় শূন্য হয়ে গেলেও মালদা ও মুর্শিদাবাদে এখনও প্রভাবশালী কংগ্রেস।

মৌসম বেনজির নুরের যোগদানের পর হাত শিবির এখন আরও চাঙ্গা। সংখ্যালঘু ভোট যদি কংগ্রেসে ফেরে তাহলে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে আখেরে লাভ হবে বিজেপিরই। সে অঙ্ক জানেন অভিষেকও। সেকারণেই তিনি অধীরকে আক্রমণ করায় কোনও খামতি রাখেননি।

আনন্দমেলা

জামালদহ, ১৭ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরেও জামালদহ নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে আনন্দমেলার আয়োজন করা হয়েছে। জামালদহ অনুকূলচন্দ্র আশ্রম সংলগ্ন মেলার মাঠে ইতিমধ্যেই নানা দোকানপাট হাজির হয়েছে। ক্লাবের তরফে জানানো হয়, আগামী ২২ জানুয়ারি মেলার শুভ উদ্বোধন হবে। মেলা চলবে সাতদিন। বিশেষত সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করেই এই মেলার আয়োজন বলে জানা যায়।

পথের ধারে কাতারে দর্শক

প্রথম পাতার পর

'আমি জেনেই এসেছি, চালকের কামরার পিছনে রয়েছে পোষ্যদের রাখার পেট বক্স।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবুজ পতাকা দেখানোর পর ট্রেনটির চাকা গড়াতেই অনেককে স্নান করার জায়গা খুঁজতে দেখা গেল। কেননা, জানা ছিল এই ট্রেনে সেই সুবিধা আছে। বাস্তবে সেই সুযোগ শুধু ফার্স্ট ক্লাসের কোচে। ফলে অনেককে হতাশ হতে হয়েছে। রেলপথে দুর্ঘটনা নিয়ে কিছুটা হলেও আশঙ্কা কম হতে পারে এই সেমিহাইস্পিড ট্রেনটিতে। কেননা, বৈদ্যুতিক মাল্টিপল ইউনিট ট্রেনটি অ্যান্টি কলিশন প্রযুক্তিতে তৈরি এবং রয়েছে কবচের সুরক্ষা।

ভালোমন্দ যাই থাকুক, বন্দে ভারত স্লিপারকে ঘিরে অতি উৎসাহ উত্তরবঙ্গে। শুধু স্টেশনে নয়, রেলপথের ধারে ধারে। মালদা টাউন স্টেশন থেকে ছাড়বে বলে সেখানে কালো মাথার ভিড় তো ছিলই, ট্রেনটিকে এক ঝলক দেখাতে হরিশ্চন্দ্রপুর, খুরিয়াল, কানকি ইত্যাদি স্টেশনেও দাঁড়িয়েছিলেন প্রচুর মানুষ।

কেউ জাতীয় পতাকা দেখিয়েছেন, কেউ মোবাইলের ক্যামেরায় ট্রেনটির ছবি তুলতে ব্যস্ত। যাঁরা স্টেশনে যাননি, তাঁরা রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, হাত নেড়েছেন, ছবি তুলেছেন। উৎসাহ এমনই যে, মালদা থেকে সওয়ারি আমন্ত্রিত স্কুল পড়ুয়াদের নামাতে বারসই স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াতে দৌড়ে দুই তরুণ উঠে পড়লেন কোচে।

এক আরপিএফ জওয়ান পাস আছে কি না জানতে চেয়ে উত্তর পেলেন, 'যা ভাড়া শুনছি, এরপর তো চড়তে পারব না। তাই চড়লাম। তবে বেশি দূর যাব না। আলুয়াবাড়িতে নেমে যাব।' 'সাধ থাকলেও ভাড়ার অঙ্কে বন্দে ভারতে চড়ার আশাপূরণ অনেকের নাও হতে পারে', এনজেপিতে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বললেন শিলিগুড়ি অরিন্দম বশাক।

বক্সায় ক্যামেরায় দেখা বাঘের খোঁজ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : 'মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি'। ছোটবেলায় এই কবিতা নিশ্চয় পড়া হয়েছে। সেই কবিতার লাইন ধার করেই বাঘমামার সন্ধান শুরু হয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভে।

বাঘ মামা 'নাচি নাচি' কোথায় ঘুরছে, সে বিষয়ে চলছে অনুসন্ধান। বনকর্মীদের যেমন টহল চলছে, তেমনই আবার ক্যামেরা দিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে। বক্সা বাঘবনের কর্মীরা তাই ভীষণ ব্যস্ত। বৃহস্পতিবার রাতে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পড়ে। শুক্রবার সেটা বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়। বক্সায় দু'বছর পর দক্ষিণরায়ের দেখা পাওয়ার পর একদিকে বনকর্তারা যখন উল্লসিত, তখন সেই বাঘের অবস্থান খুঁজে বের করতে এবং গতিবিধির ওপর নজর রাখাতেও শুরু হয়েছে তৎপরতা।

অন্যদিকে বাঘের ছবি নজরে আসতেই জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শুরু হয়েছে কড়াকড়িও। জঙ্গল সাফারি করার ক্ষেত্রেও শিকারি রোডে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত সেই নিষেধাজ্ঞা থাকছে। প্রয়োজন হলে সেটা আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও খবর।

এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপ ক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণনান পিজে বলেন, 'বক্সায় বাঘের দেখা পাওয়া সত্যিই ভালো খবর। বক্সায় যে বাঘের থাকার পরিবেশ রয়েছে, সেটা আরেকবার প্রমাণ হল। সেই বাঘ এখন কোথায় যাচ্ছে, সেই দিকে নজর রয়েছে।'

- ২৩ বছর পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বক্সায় বাঘের দেখা মিলেছিল
- তারপর ২০২৩ সালে দুইবার বাঘের ছবি ধরা পড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরায়
- এবারের পূর্ণবয়স্ক মর্দা বাঘটি কোথা থেকে এসেছে সেটা এখনও জানা যায়নি

দীর্ঘ ২৩ বছর পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বক্সায় বাঘের দেখা মিলেছিল। ২০২৩ সালে একই সময় বাঘের ছবি ধরা পড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। সেইসময় দু'বার বাঘের ছবি পাওয়া গিয়েছিল। আবার দুই বছর পার করে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। সুরক্ষার কারণে বন দপ্তর জানাচ্ছে না জঙ্গলের কোন এলাকায় ওই বাঘের সন্ধান মিলেছে। তবে এলাকাটি বক্সার পশ্চিম বিভাগের কালচিনি ব্লকের রেঞ্জের মধ্যে যে বাঘের ছবি পাওয়া গিয়েছে, সেটা নিশ্চিত।

বনকর্মীদের কাছে জানা গিয়েছে, প্রায় চারদিন আগে জঙ্গলে টহল দেওয়ার সময় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান বনকর্মীরা। এরপর সেই পায়ের ছাপ দেখে কয়েক জায়গায় ট্র্যাপ ক্যামেরা অদলবদল করে লাগানো হয়। তাতেই মিলেছে সাফল্য। শনিবারও বন দপ্তরের কয়েকটি দল বাঘের পায়ের ছাপের সন্ধান করেছে। এছাড়া নতুন করে আরও ৯০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের পশ্চিম বিভাগের ডিএফও নবজিৎ দে আবার বলেন, 'বাঘের অর্ধেক ছবি পাওয়া গিয়েছে। পুরো ছবি পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটা মিললে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।' বক্সার জঙ্গলের কোনদিকে বাঘ যাচ্ছে, সেটার ওপর নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলেই জানাচ্ছেন বনকর্মীরা। এই বাঘ কোন জায়গা থেকে আসছে সেটাও এখনও পরিষ্কার নয়। বন দপ্তরের অনুমান, হয় ভুটানের কোনও জঙ্গল থেকে কিংবা অসমের রায়মনা বা মানসের জঙ্গল থেকে ওই বাঘ আসতে পারে।

সুর মোদির

প্রথম পাতার পর

মোদি স্বপ্ন দেখান, 'আমরা চাইছি বাংলার প্রতিটি গৃহহীন মানুষের পাকা ঘর হোক, প্রত্যেকে বাড়িতে বসে নলবাহিত পানীয় জল পান, প্রকৃত গরিব বিনামূল্যে র‍্যাশন পান, কেন্দ্রের প্রতিটি প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পান। কিন্তু তা হচ্ছে না। এখানকার নির্দয়ী, নির্মম তৃণমূল সরকার হতে দিচ্ছে না।' তবে ব্যতিক্রমীভাবে শনিবার তাঁর ভাষণে একবারের জন্যও রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উচ্চারণ করেননি তিনি। গোটা বক্তৃতাজুড়ে ছিল শাসকদলকে নিশানা। কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করার পুরোনো অভিযোগও ছিল মোদির মুখে। তিনি বলেন, 'দেশের কোটি কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে পাঁচ লাখ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। বাংলা একমাত্র রাজ্য যেখানে এই প্রকল্প চালু করা হয়নি। গরিবের জন্য কেন্দ্রের দেওয়া টাকা তৃণমূলের লোকজন লুট করছে। শুধু নিজেদের সিন্দুক ভরছে।'

শনিবারের জনসভার ভিড় উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি নিশ্চিত, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন। ওড়িশায় প্রথম বিজেপি সরকার হয়েছে, ত্রিপুরা ও অসমেও বিজেপির সরকার। বিহারও এনডিএকে সমর্থন করেছে। অর্থাৎ বাংলার চারদিকে এখন সুশাসনের সরকার। এবার বাংলার পালা।'

মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ, গণতন্ত্র রক্ষার আর্জি

প্রথম পাতার পর

জন্য বিচারপতিদের উদ্দেশে আর্জি জানান।

মমতা বলেন, 'দয়া করে মানুষকে মানহানির হাত থেকে বাঁচান। আমরা আপনাদের হেপাজতে। আপনারা সংবিধানের অভিভাবক। আপনাদের থেকে শক্তিশালী কেউ নন।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত অবশ্য এসব কথার কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তিনি বরং এই সার্কিট বেঞ্চের উপকারিতা ও গুরুত্ব বোঝান তাঁর ভাষণে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষকে আর আইনি পরিষেবা এবং বিচার পেতে ৬০০ কিলোমিটার দূরে কলকাতা যেতে হবে না। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ঢালে বসবাসকারী থেকে শুরু বক্সা বনাঞ্চলের বাসিন্দারা জলপাইগুড়ির এই সার্কিট বেঞ্চের সুবিধা পাবেন।' তাঁর মুখে ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা।

তাঁর কথায়, 'অনেকে ভেবে থাকেন আদালতে ন্যায় পাওয়াটা অনেক দূরের বিষয়। কিন্তু এত উন্নত পরিকাঠামো নিয়ে তৈরি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন মানুষের খুবই কাছে। এখান থেকে এই এলাকার মানুষ ন্যায় পেতে পারেন। আর ৬০০ কিলোমিটার দূরে ছুটে যেতে হবে না।'

সার্কিট বেঞ্চের ভবনের উদ্বোধন হওয়ায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের অনেক আগে অনুষ্ঠানস্থলে চলে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ছিলেন সেখানে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আসার কিছুক্ষণ আগে দুটি বিলাসবহুল বাসে আসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের বড় অংশ।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মেঘালয়, সিকিম সহ মোট পাঁচ রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি বিক্রম নাথ, জেকে মাহেশ্বরী, দীপঙ্কর দত্ত, রাজেশ বিন্দোল, জয়মাল্য বাগচী ছিলেন। স্বাগত ভাষণ দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রিমোটে বৈদ্যুতিন প্রদীপ প্রজ্বলন এবং সার্কিট বেঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। এটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। ৪০ একর জমির ওপর ৫০০ কোটি টাকারও বেশি টাকা ব্যয়ে আমরা এই ভবন তৈরি করেছি।'

বিচার ব্যবস্থার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা কলকাতা রাজারহাট নিউটাউনে ১৪ একর জমি কলকাতা হাইকোর্টকে দিয়েছি। ছয়টি জেলায় আদালত এবং ৮টি মহকুমা আদালত আমরা তৈরি করেছি।' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের সিংহভাগ ছিলেন জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলার আইনজীবীরা।

তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জুনিয়ার আইনজীবীরা লড়াই করছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না। আমরা দেখতে চাই, তাঁরা যেন সেসব পান।'

প্রয়াণ দিবসে জ্যোতি বসু স্মরণ

বাগডোগরা ও চোপড়া, ১৭ জানুয়ারি : শনিবার বাগডোগরা ও চোপড়ায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবস পালিত হয়। এদি বাগডোগরায় সিপিএম কার্যালয়ে প্রয়াণ দিবস পালিত হয়।

এদিকে, সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দাসপাড়ায় জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। পাশাপাশি একটি পথসভাও করা হয়।

সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার বলেন, 'আগামী ১৯ জানুয়ারি দলের জেলা কমিটির ডাকে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। এব্যাপারে প্রচারের উদ্দেশ্যেই পথসভা করা হয়।'

ভোটের নাচন

প্রথম পাতার পর

আরও স্পষ্ট করে বললে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। গাঢ় কমলা রংয়ে বাইরে থেকে তো বটেই, ভেতর থেকেও সে মোহময়ী। তার গড়ন, গায়ের রং যে কাউকে প্রেমে ফেলতে পারে অনায়াসে।

ছাব্বিশে ভোটরঙ্গে মাতবে বাংলা আর অসম। তাই মোদিও দুই রাজ্যকে মাতিয়ে দিলেন বন্দে-বন্দনায়। ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন। শনিবার বারবেলায় মালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ছুটিয়ে দিলেন জোড়া বন্দে ভারত স্লিপার।

নির্ধারিত সময় ছিল বেলা ১২:৪৫। কিন্তু ইতিহাস তৈরি হতে লেগে গেল আরও অনেকটা সময়। দুপুর ঠিক ১টা ২৫ মিনিটে 'আমন্ত্রিত' যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করল দুটি ট্রেনই। কামাখ্যা স্টেশন ছেড়ে হাওড়াগামী ট্রেন এগোতেই বাইরে মুহুর্মুহু চিৎকার। উচ্ছ্বাস যেন ধরে না। ব্রহ্মপুত্রকে সাক্ষী রেখে ট্রেনের ভেতরের পৃথিবীটাও বদলাতে শুরু করে দিল একটু একটু করে। মুঠোফোন, মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা।

দিল্লি, গুরুগ্রাম, পাটনা থেকে এসেছেন একদল ব্লগার। কখনও গ্লাসভর্তি জল রেখে ভিডিও করে বোঝাতে চাইছেন এ ট্রেনের দুলুনি কত কম, কখনও আবার শৌচালয়ের দরজা খুলে চিলচিৎকার করছেন, 'গউর সে দেখিয়ে, ইয়ে হ্যায় অন্দর কা মামলা। ব্লা ব্লা ব্লা...'

দলটির সবাইকে বেশ খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বুঝলাম, এঁরা যা দেখছেন- যা বলছেন তার সবটাই ভালো। খটকা লাগল। সবার কি সব ভালো হয় আদৌ!

ওই দলেই ছিলেন হর্ষবর্ধন। থাকেন দিল্লিতে। হিল্লি, দিল্লি ঘুরে ট্রেনের ভিডিও-ই বানান। রীতিমতো গর্বের সঙ্গে বললেন, 'রেলমন্ত্রকই তো আমাদের নিয়ে এসেছে। আসা-যাওয়া, হোটেলে থাকা-খাওয়ার সব খরচ দেবে। এই ট্রেনে হাওড়ায় গিয়ে নামব। সেখানেও হোটেলের ব্যবস্থা থাকছে।' বুঝতে বাকি রইল না 'সব ভালো'র পেছনে রহস্যটা কী।

বি-৭ কামরায় নির্ধারিত আসন ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলাম। পেছনেই বি৫ কামরার কাছে গিয়ে বুঝলাম, ১০৮০ পি আর ৪কে-র ঝকঝকে 'পেড' রিল বা ব্লগের পেছনে লুকিয়ে আছে এক রূঢ় বাস্তব। যে বাস্তব সবসময় সামনে আসে না।

ওই কামরাতেই স্বয়ংক্রিয় দরজা পেরিয়ে ঢুকতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলেন সন্দীপ কালিতা। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে তাঁর স্বগতোক্তি, 'জোর সা ধাক্কা মিলা। ইয়ে সেন্সর কাম নেহি কর রহা হ্যয় শায়েদ'। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনকর্মীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনিও দু'বার ধাক্কা খেলেন। খানিক বাদে একই দৃশ্য নজরে এল বি-৭ কামরায়।

সেখানেই কথা হচ্ছিল আরেক ব্লগার ভাস্কর কর্মকারের সঙ্গে। কলকাতার বাসিন্দা ভাস্করেরও নেশা ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে ভিডিও বানানো। দিল্লির হর্ষবর্ধনের মতো নয়, তিনি নিজ খরচায় নিজ উদ্যোগেই এসেছেন বলে দাবি করলেন। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা কেমন? গলা খাঁকি দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন ভাস্কর, 'জানেন তো দাদা, সত্যি বলতে এর থেকে এলএইচবি কোচ অনেক ভালো। অনেক আরামদায়ক।' স্বয়ংক্রিয় দরজার অভিজ্ঞতা তাঁর কাছেও সুখকর নয়। ভাঙা হুক দেখিয়ে বললেন, 'নতুন ট্রেনেই এই অবস্থা। তাহলে পরে ভাবুন কী হবে। আসলে ভোট সামনে তো। তাই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সাজাতে পারেনি বোধহয় ঠিক করে।' নীলাচল পাহাড় ছাড়িয়ে বন্দে ভারত তখন ছুটে চলেছে নিজস্ব গতিতে। পেছনে ফেলে আসছে প্রাণহীন শুকনো ধানখেত। প্রত্যেক যাত্রীর হাতে ততক্ষণে উঠে গিয়েছে লাঞ্চ। কথা ছিল, কামাখ্যা থেকে ট্রেনে মিলবে অসমিয়া খাবার। কিন্তু প্রথম দিনের যাত্রায় পাতে পড়ল ঠান্ডা ম্যাড়মেড়ে ভাত, দু'চামচ মুগের ডাল, আলু-বিনস ভাজা আর পালং পনির। সঙ্গে একখানা মিষ্টি। যার কোনওটাই 'অসম-স্পেশাল' নয় বলে জানালেন সহযাত্রী নরেশ সাইকিয়া।

নামি রেস্তোরাঁ থেকে 'ঠান্ডা' খাবার পাতে পড়ায় খানিক হতাশ বঙ্গাইগাঁওয়ের সুপর্ণা বড়ুয়া, 'লাঞ্চ নিয়ে অনেকটা প্রত্যাশা ছিল। এর থেকে শতাব্দীর খাবার ঢের ভালো।' লাঞ্চে মন না ভরলেও যাঁরা সন্ধ্যার স্ন্যাকস পেয়েছেন, তাঁদের মুখে অবশ্য চওড়া হাসি। সুপর্ণার অবশ্য সে ভাগ্যি হয়নি আগেই ট্রেন থেকে নেমে পড়ায়। বিকেলের চায়ে চুমুক দিতে দিতে কখন যে ট্রেন ভোগালি বিহুর অসম ছেড়ে এসেছে, খেয়ালই হয়নি। 'কমলা সুন্দরী' যখন ওপাড় থেকে বাংলার প্রথম স্টেশন জোড়াই ছুঁল, তখন রোদ এলিয়ে এসেছে। ঘড়ির কাঁটা বলছে, সময় পাক্কা ৪টে বেজে ২৫ মিনিট।

হলুদ সর্ষেখেত ছেড়ে ঘরে ফেরার সময় চাষির দল ফিরে ফিরে দেখছে কমলা সুন্দরীকে। শামুকতলা রোডে ট্রেন থামবে না জেনেও প্ল্যাটফর্মে মুঠোফোন নিয়ে অপেক্ষায় অনেক হাত। বাইরের আলো পড়ে আসছে একটু একট করে। কামরার ভেতর দুধসাদা এলইডি আলো নিভে হলুদ আভা নিচ্ছে। বদলে যাওয়া আলোয় আবছা হয়ে আসছে বাইরেটা। পাশ দিয়ে অকস্মাৎ ছুটে চলা আইসিএফ কোচ থেকে তবু কোনও এক 'অচেনা' যাত্রী উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে কমলা সুন্দরীর দিকে। আর আনমনে আমি ভাবি, ওই পাড়টাই তো সত্যিকারের বাস্তব।

আসলে মোদির মেক ইন ইন্ডিয়া যখন বুলেট ট্রেনের স্বপ্নে বুঁদ, ঠিক তখনই প্রাণ হাতে নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক সওয়ার মান্ধাতা আমলের আইসিএফ কোচে। কারণ মোটা টাকা দিয়ে বন্দে ভারত বা ভবিষ্যতের বুলেট ট্রেনের 'সুরক্ষা' কেনা তাঁদের কাছে অলীক স্বপ্ন। মেহনত করে ঘাম ঝরানো শ্রমিক, চাষি কিংবা কোনও পরিযায়ী শ্রমিক ঘুমোতে চান না বন্দে ভারতের আরামদায়ক বার্থে। বরং তার চাইতে তাঁর অনেক বেশি দরকার মাথার ওপর একটা ছাদ কিংবা কাজের নিশ্চয়তা।

সে যাগ গে।

লেখাটা পড়তে পড়তে এতক্ষণে ফোনে নিশ্চয়ই ভিডিও'র নোটিফিকেশন পেয়ে গিয়েছেন। কিংবা ফেসবুক ফিড নীল থেকে কমলা হয়ে গিয়েছে আপনার অজান্তেই। আসলে আমরা নাচ দেখতে দেখতে কখন যে নেচে উঠি, তা নিজেরাই বুঝি না।

সুতরাং চলুন সমস্বরে বলি, 'বন্দে ভারত কি... জয়!'

স্কুল চত্বরের পরিত্যক্ত ভবনে নেশার আসর

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৭ জানুয়ারি : ১৯৯৫ সালের বন্যার সময় দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাটে শালমারা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় চত্বরে গড়ে উঠেছিল আশ্রয় শিবির। সেই সময় বহু মানুষ এই শিবিরে আশ্রয় নিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তিন দশক পেরিয়ে গেলেও প্রশাসন শিবিরটির কোনও রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। ফলস্বরূপ বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত ভবনে পরিণত হয়েছে।

সেই ভবন এখন স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্কুল শিক্ষকদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ, রাতে স্কুলের গেট তালাবন্ধ থাকলেও দেওয়াল টপকে কিছু তরুণ স্কুল চত্বর এবং ওই পরিত্যক্ত ভবনে প্রবেশ করে মদ্যপান করে ও জুয়ার আসর বসায়।

এই ভবনে চলে মদ ও জুয়ার আসর। নাজিরহাটে। -সংবাদচিত্র

শুধু রাতেই নয়, দিনেও স্কুল চলাকালীন অবাধে গেট দিয়ে বহিরাগত তরুণরা ঢুকে পড়ে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এই ধরনের কর্মকাণ্ড প্রায় প্রতিদিনই চলছে। ফলে স্কুলের পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

স্থানীয়দের দাবি, সীমান্তবর্তী এই স্কুল চত্বরের পরিত্যক্ত আশ্রয় শিবির দ্রুত সংস্কার করা কিংবা তুলে দেওয়া হোক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'এভাবে যদি স্কুলের আশপাশে মদ-জুয়ার আসর চলে, তাহলে পড়াশোনার পরিবেশ কীভাবে বজায় থাকবে? কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিক।'

প্রধান শিক্ষক মানস রায় জানান, তিনি একাধিকবার ওই তরুণদের স্কুলে প্রবেশ না করার জন্য সতর্ক করেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। বিষয়টি মৌখিকভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, 'প্রতিদিন সকালে দোকান খুলতে এসে দেখি স্কুল চত্বরে মদের বোতল, নেশাদ্রব্যের প্যাকেট পড়ে থাকে।

স্কুলের মতো জায়গায় এমনটা হতে দেওয়া যায় না। কড়া পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে বড়সড়ো কোনও অঘটন ঘটতে পারে।'

অন্যদিকে দিনহাটা-১ সার্কেলের এসআই দ্রাবিড় দাসকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

রংদার

লুডো, ক্যারম, তাস থেকে শুরু করে চু কিতকিত কিংবা হাড়ুডু- একসময় এই খেলাগুলোই ছিল সবার প্রাণ। আজ সেই দিনগুলো ধুলো জমা স্মৃতির মতো ফিকে। বদলে গিয়েছে খেলার ময়দান। এই সমস্ত খেলার বেশিরভাগ প্রাণ খুঁজছে মোবাইলের স্ক্রিনে।

লুডো লোডিং

শচীনের রেকর্ড ভেঙে দেন অখ্যাত ভাগচাষি

সন্দীপন নন্দী

মাঘের হাড়কাঁপানো শীতে আগুনের ওম কার না ভালো লাগে! রাস্তার মোড়ে বেকারির জ্বলন্ত চুল্লি হোক কিংবা ফুটপাথে কাঠকুড়ো জ্বালিয়ে তাৎক্ষণিক আগুন—শীতের দিনে আগুনের নামই তো জীবন। শীতে পাড়ার মোড়ে মোড়ে আগুন পোহানোর সেই চিরাচরিত দৃশ্য আজও চোখে পড়ে। কিন্তু একটু ভালো করে তাকালেই সেই ভুলটা ভাঙে। ভিড়টা আসলে আগুনের চারপাশে নয়, একটা ঝকঝকে স্মার্টফোনকে ঘিরে! সেখানে আগুনের উত্তাপ নেই, আছে এক অদ্ভুত ডিজিটাল উল্লাস।

এই হিমের রাতে এনজেপি স্টেশন চত্বরে গেলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়। দেখা যায়, জটলা পাকিয়ে চলছে ডিজিটাল লুডো। সেখানে পৌরাণিক যুদ্ধের মতোই উত্তেজনা, অথচ কারও হাতে কোনও অস্ত্র নেই। শোনা যায়, ডিজিটাল লুডোর এই লড়াইয়ে নাকি হারজিতের ওপরে ঠিক হয় কে কাকে খাওয়াবে! চারখানা ছোট্ট গুটি যেন বিনম্র হয়ে ফোনের পর্দায় গুটিয়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে একে কি সুসংবাদ বলা চলে? কারণ, আজকের দিনে অধিকাংশ মারামারি বা খেলা—সবই ভার্চুয়াল হয়ে গেছে। মানুষ এখন আর খেলা দেখে না, খেলা শোনেও না, মানুষ এখন খেলা 'খায়'!

ভাবনাটা সেখানেই। একসময়ের সেই নিরীহ ইন্ডোর গেমগুলোই আজ অনলাইন অ্যাপসের হাত ধরে সংসারে এক সর্বনাশা ঝড়ের ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। স্মার্টফোনের ওই অসীম মেমোরির পেটে কী নেই? তাস, দাবা, ফুটবল, ক্রিকেট থেকে শুরু করে সাপলুডোর মতো নিষ্পাপ সময় কাটানোর খেলাগুলো আজ ডিজিটাল রূপ ধরে রাক্ষসের মতো গ্রাস করছে আমাদের সুখ, রাতের ঘুম, ভালোবাসা আর সম্পর্ক। শেষমেশ দেখা যায়, এই খেলার নেশায় ব্যাংক ব্যালেন্স ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আর ওই মনোরম খেলাগুলোই হয়ে উঠছে টাকার পিশাচ।

একটা সময় ছিল, যখন একটা লুডো বোর্ডকে ঘিরে বাড়ির উঠোনে বারোমিশালি আড্ডা বসত। দুপুরবেলা সাংসারিক কাজ সেরে মা-মাসিমারা লুডোর গুটি চালতেন। সেই ছককাটা ঘরেই লুকিয়ে থাকত ননদ-জা'দের গোপন সুখ আর জয়ের আনন্দ। নীল গুটিটা পাকাতে পারলেই যেন বিশ্বজয়! পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের সেই ছোট্ট অবসরটুকু ছিল একধরনের মুক্তির স্বাদ।

কিন্তু আজকের ছবিটা ভয়ানক। ডেটা আর পুঁজির দাপটে পাবজি, ফ্রি-ফায়ার বা ক্রিকেটকে কেন্দ্র করা গেমগুলো বাড়ির মেয়েদের স্বপ্নকেও তছনছ করে দিচ্ছে। নারীস্বাধীনতার স্বপ্ন অনলাইন গেমের গভীর কাদা-জলে ডুবে যাচ্ছে। মেয়েরা বুঝতে শিখছে—এসব খেলার মানেই অর্থহীন, শুধুই মোহ। সন্ধ্যার সময় টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে অনলাইন গেমের বিজ্ঞাপন, যা আসলে টোপ। রোজগারের শর্টকাট রাস্তা দেখিয়ে বলা হয়—'এক রাতেই ধনী হোন!' সৌজন্যে ডিজিটাল গেম।

ফলে, সেকালের সেই নিরীহ খেলার নতুন ডিজিটাল সংস্করণ আজ আর নিছক বিনোদন নয়, এ এক অন্তহীন লোভের ফাঁদ। তাই তো খেলার মরশুম এলেও যুবভারতী বা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। বড় বড় টুর্নামেন্টে গ্যালারি ফাঁকা থাকে, দর্শকাসনে কেবল ধুলোবালি খেলে। সত্যিকারের খেলার মাঠগুলো আজ অবহেলিত শিশুর মতো একলা পড়ে থাকে, আমরা কেউ তার খোঁজ রাখি না।

আসলে এই পুরোটাই একটা সিস্টেম বা ব্যবস্থা—যা পরম উৎসাহে মেসি থেকে স্মৃতি মান্ধানার মতো তারকাদেরও টুঁটি চেপে ধরে। মনের ভেতরে চলে এক দ্রুতলয়ের খেলা, যেখানে সত্যিকারের নক্ষত্ররা আসলে ক্রীতদাস। সেখানে কীর্তি বা মানের কোনও দাম নেই। মোবাইলের পর্দায় আঙুলের এক ছোঁয়ায় বিশ্বকাপ জিতে নেন পাড়ার টোটোচালক ধৃতিমান। শচীন তেন্ডুলকারের একশো সেঞ্চুরির রেকর্ড এক নিমেষে ভেঙে দেন ফুলঘোরার কোনও এক অখ্যাত ভাগচাষি। এমনকি এমন দৃশ্যও বিরল নয় যে, শ্মশানযাত্রীরা চিতা সাজিয়েও শব সংকারের কথা ভুলে গেছে—কারণ তারা মোবাইলে 'র‌্যামি' খেলতে মগ্ন! লাশের পাশে বসে এই যে খেলা ভাঙার খেলা, এও তো এক ছোটগল্পের প্লট হতে পারে!

সত্যি বলতে, আমাদের মন ভালো নেই, মুখও ভালো নেই। এই যান্ত্রিক সভ্যতায় খেলার আওয়াজ শুধু কানে পৌঁছায়, মর্মে নয়। এখানে কোনও দল নেই, দেশ নেই, জাতি নেই—আছে শুধু ডেটায় ভেসে থাকা 'আমি'। ডেটা ফুরোলেই খেলা শেষ।

এরপর ষোলোর পাতায়

তাস, দাবা, ফুটবল, ক্রিকেট থেকে শুরু করে সাপলুডোর মতো নিষ্পাপ সময় কাটানোর খেলাগুলো আজ ডিজিটাল রূপ ধরে রাক্ষসের মতো গ্রাস করছে আমাদের সুখ, রাতের ঘুম, ভালোবাসা আর সম্পর্ক। এই খেলার নেশায় ব্যাংক ব্যালেন্স ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, মনোরম খেলাগুলোই হয়ে উঠছে পিশাচ।

প্রিয় সমস্ত খেলা ও আমাদের একাকিত্ব

হিমি মিত্র রায়

আমাদের দেশের নিজস্ব ঘরোয়া খেলা বলতে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লুডো, মূল লুডোরই আরেক সঙ্গী সাপলুডো, মিউজিক্যাল চেয়ার, ক্যারম, চাইনিজ চেকার, বাগাডুলি, অন্ত্যাক্ষরী, তাস কিংবা দাবার মতো নামগুলো। আবার যদি একটু বিশ্বজুড়ে চোখ বোলাই, তবে আফ্রিকার 'মাংকালা', মিশরের 'সেনেট', ফিলিপিন্সের 'টিংকলিং' বা নানা ধরনের ধাঁধা ও পাজল গেমের কথাও উঠে আসে।

আচ্ছা, এই ঘরোয়া খেলাগুলোর নাম পড়ার সময় আপনার ঠোঁটের কোণে কি আলতো এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল? কেন এমন হল, তা কিন্তু আপনি আমি—আমরা সবাই জানি। সত্যি বলতে, আজকের প্রজন্মের কাছে এই নামগুলো যেন ভিনগ্রহের ভাষা। তারা এসব খেলা খেলে না, নিয়ম জানে না, এমনকি জানতেও চায় না। ব্যতিক্রম শুধু দাবা। স্পোর্টস ক্লাবগুলোতে এখনও দাবার চল আছে। তার অবশ্য একটা বড় কারণ হল, দাবা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এবং এই খেলায় মেধা ও পুরস্কার—দুটোই পাওয়া যায়। কিন্তু বাকি যে খেলাগুলোর নাম করলাম, সেগুলোতে তো আর প্রথাগত কোনও ট্রফি বা প্রাইজমানি নেই! তাই কি সেগুলো আজ লুপ্তপ্রায় বা বিলুপ্তির পথে?

মাঝখানে কোভিডের সময় হঠাৎ করেই লুডো খেলাটা যেন ফিরে এসেছিল। গৃহবন্দি ঘরোয়া জীবনে সময় কাটাতে অনেকেই ধুলো ঝেড়ে লুডো বা সাপলুডোর বোর্ড বের করেছিলেন। কিন্তু করোনা বিদায় নিতেই সেই আগ্রহ ভাটার টানে হারিয়ে গেল। ছোট থেকে বড়—সবাই আবারও ডুবে গেল মোবাইলে। ফিরে এল সেই চূড়ান্ত মোবাইল-আসক্তি। এখন অনেকেই মোবাইলে লুডো, তাস বা দাবা খেলেন বটে, কিন্তু তা একা একা। মেশিনের সঙ্গে। অর্থাৎ, আজকের প্রজন্ম এখন একা থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। খেলার জন্যও তাদের আর রক্তমাংসের সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না, নিজের সঙ্গেই নিজে খেলতে তারা বেশি ভালোবাসে।

এর ফলে আগে গোল হয়ে বসে সবাই মিলে হইহুল্লোড় করে খেলার সময় যে 'ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট' বা আবেগের বন্ধন তৈরি হত, তা আজ আর হওয়ার জো নেই। দিন যত যাচ্ছে, মানুষ ততই একা হয়ে পড়ছে। বাড়ছে একাকিত্ব, গ্রাস করছে অবসাদ। দেখে মনে হয়, মানুষ যেন ইচ্ছে করেই একা থাকার অজুহাত খুঁজে নিচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন রিকশাস্ট্যান্ড বা ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে চালকদের দলবেঁধে বসে তাস খেলতে দেখা যেত। সেই দৃশ্য এখন জাদুঘরে রাখার মতো বিরল। সেখানেও জায়গা করে নিয়েছে মোবাইল নামের ওই ছোট্ট যন্ত্রটি। এখন প্রত্যেকে পাশাপাশি বসেও আলাদা। কেউ দেখছেন চটকদার রিল, কেউ ভিডিও, কেউ বা কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনছেন। সবাই নিজের নিজের স্বপ্নের জগতে বুঁদ হয়ে আছেন—একদম একা।'অন্ত্যাক্ষরী'—কী দারুণ জনপ্রিয় একটা খেলা ছিল, তাই না? আগে পিকনিক, পাড়ার পুজো বা যে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান মানেই ছিল গোল হয়ে বসে গানের লড়াই। এই 'গানের লড়াই' শব্দটা কতদিন পর শুনলেন বলুন তো? এমনকি লিখতে গিয়ে আমার নিজেরও মনে হচ্ছে, কত যুগ পর শব্দবন্ধটি ব্যবহার করলাম! এখন আর গানের লড়াই হয় না। কারণ পিকনিক, দুর্গাপুজো বা সরস্বতীপুজোয় এখন অন্ত্যাক্ষরীর জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইলের রিল বানানো, সেজেগুজে শুধুই ফোটো তোলা আর ভিডিও করার হিড়িক।

শুধু মোবাইল কেন, ঘরে বসে বিনোদনের হাজারটা রাস্তা এখন আপনার হাতের মুঠোয়। নিত্যনতুন সিনেমা, ওয়েব সিরিজের হাতছানি। বোতাম টিপলেই আর সাবস্ক্রিপশনের টাকা ঢাললেই এক মায়াবী জগৎ আপনাকে বাস্তব থেকে অনেক দূরে, এক কাল্পনিক আত্মতৃপ্তির চূড়ায় নিয়ে যাবে। আপনার দেখাদেখি বাড়ির ছোট শিশুটিও ধীরে ধীরে ঘরোয়া খেলা ভুলে ওই অনলাইন গেম আর কার্টুনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ঝকঝকে মোড়কে চকোলেট আর আইসক্রিম সাজিয়ে দিলে বাচ্চারা কি আর নাড়ু-মোয়া-মুড়কির দিকে তাকায়? অথচ আমরা জানি, ওই চকচকে প্যাকেটজাত খাবার দেখতে লোভনীয় হলেও তার পুষ্টিগুণ শূন্য, বরং তা শরীরের বারোটা বাজাতে ওস্তাদ। ঠিক তেমনই, শারীরিক ও মানসিক কসরত হয় এমন ঘরোয়া খেলার সঙ্গে আজকের অনলাইন গেম, রিল বা ভিডিও'র গুণগত মানের আকাশপাতাল তফাত।

এরপর ষোলোর পাতায়

কোভিডের সময় হঠাৎ করেই লুডো খেলাটা ফিরে এসেছিল। গৃহবন্দি ঘরোয়া জীবনে সময় কাটাতে অনেকেই ধুলো ঝেড়ে লুডো বা সাপলুডোর বোর্ড বের করেছিলেন। কিন্তু করোনা বিদায় নিতেই সেই আগ্রহ ভাটার টানে হারিয়ে গেল। ছোট থেকে বড়—সবাই আবারও ডুবে গেল মোবাইলে।

গুলিডান্ডা, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা... পাল্লা ভারী হারিয়ে যাওয়া দলের

অপরাজিতা কুণ্ডু

মাদুরে বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছিল দুই ভাইবোন। আচমকাই লোডশেডিং। হন্তদন্ত হয়ে খুন্তি হাতে মা আসে লণ্ঠনের শিখাটা উসকে দিতে। বিজলিবাতির এমন বিশ্বাসঘাতকতা তখন খুব স্বাভাবিক ছিল। আর তাই মাদার গাছের তলা আঁধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের কোণে নিভু নিভু শিখায় লণ্ঠনের দেখা মিলত প্রায় প্রতি বাড়িতেই। সে যাক, যা বলছিলাম, মা রান্নাঘরে ফিরে যেতেই দুই ভাইবোনের শুরু হয়ে গেল খেলা। দেওয়ালে ধীরেসুস্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটা হরিণ, হঠাৎই শিং বাগিয়ে তার দিকে তেড়ে এল আরেকটা। কিছুক্ষণ পরে ঈশপের বইয়ের খরগোশ ও কচ্ছপ দুটোকেও গল্প করতে দেখা গেল দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে। শ্যাডোগ্রাফির গাজনতুতো ভাই হয়তো বলাই যায় পুঁচকে হাত ও আঙুলের ঘরোয়া এই কেরামতিকে। কিন্তু এখন ইনভার্টার মানুষের কপালের ঘামের পাশাপাশি দেওয়াল চিত্রগুলোও মুছে দিয়েছে নিপুণ হাতে। হারিয়ে গেছে শৈশব-কৈশোরের দামালপনা, গ্রীষ্মের দুপুরে আগানে-বাগানে ঘুরে কাঁচা আম বা পেয়ারায় কামড় বসানো, বিকেলের মাঠ, গুলিডান্ডা, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা... এই তামাদি তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় প্রতিদিন। এক অজানা আশঙ্কা গ্রাস করতে চায় সমস্ত অস্তিত্ব।

হাতে কঞ্চি, দুরন্ত দু'পা ভরা ধুলো। ছুটছে... ছুটছে। বনবন করে ঘুরছে কালো চাকাটা। গোটা পৃথিবীটাই যেন করায়ত্ত। দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক। গতিতে সামান্য যতি ল্যাগব্যাগ করতে করতে থামিয়ে দিতে পারে সাইকেলের টায়ার বা রিংটাকে। যখন যেমন জোগাড় হয় আর কী! এখন গতি কেবলই রেসিং গেম অ্যাপের ধুলোহীন ঝকঝকে যান্ত্রিকতায় বন্দি।

ছিল ঝাঁপান খেলা। খানিক দূর থেকে দৌড়ে এসে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটা। গ্রীষ্মের হাঁটুজলে এই খেলা ছিল নেহাতই বালখিল্য। কিন্তু ভরা বর্ষায় তিস্তা, মহানন্দার উথালপাতাল স্রোতে এই খেলা দুঃসাহসেরই নামান্তর। জলই জীবন, জলই...

কুমীর তোমার জলকে নেমেছি...। সে তো আমরাও নেমেছি... শ্বাপদসংকুল তিনভাগ জল একভাগ স্থলের এই আবাসভূমিতে ক্রমাগত ডজ করে হাসিমুখে এগোতে পারছি শৈশবে কুমিরডাঙ্গা খেলেছিলাম বলেই না! ছোঁয়াছুঁয়ি খেলাতে ধাপ্পা হজম করেছি হজমি গুলি ছাড়াই। দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজে ফিরেছি কোনও বন্ধুকে কায়দা করে কুপোকাত করব বলে। বলাই বাহুল্য, সে কায়দা ছিল নির্বিষ। লুকোচুরি খেলাতে বন্ধুর হাতে ধরা দিতেই লুকিয়েছি। এই সমস্ত মধুর পরাজয়ের অভিজ্ঞতার জন্যই হয়তো হিমশীতল কোনও আড়ালের খোঁজে আমরা দিশেহারা হইনি পরবর্তী ধূসর জীবনেও। ছিল পিট্টু। বড় মজার খেলা। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, দলগত ঐক্য, জয়ের লক্ষ্যে আত্মত্যাগ সবই ছিল পিট্টু খেলায়। কিন্তু ওই যে ছিল, ওখানেই তো আসল গেরো। আরও কতই খেলা যে ছিল!

স্মৃতি রোমন্থন ভাবনাগুলোকে বড্ড এতোল বেতোল করে দেয়। এখনকার ভাষায় ঘেঁটে ঘ, আর কী! শৈশব যখন হাত ধরে থাকে তখন হাত ছাড়িয়ে কেবলই পালাতে চাওয়া মনই পরে হাতড়ে বেড়ায় সেই শৈশবকেই। কিন্তু সে তো তখন অনেক দূরে, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে। তাই ছোট্টবেলা ছুঁয়ে যাওয়া স্মৃতিই তখন অবলম্বন। আর কে না জানে ছোটবেলার উঠোনে, জাফরি কাটা বারান্দায় সোনা রঙা খেলাধুলোর রোদই খেলা করে। বড় প্রাণের আরাম সে রোদের ওমে, বড় মিষ্টি স্বাদ সে রোদের আলাপচারিতায়।

যাহ, তুই ঘর পচ্চা। এক্কাদোক্কা বা কিতকিত খেলতে গিয়ে এই দুয়ো শোনা তো ছিল জলভাত। কাচের ছোট্ট রঙিন দুনিয়ার মধ্য দিয়ে একচোখ বন্ধ করে সুয্যিমামাকে দেখার আনন্দগুলি খেলার উত্তেজনার চেয়ে একটুও তো কম ছিল না। নতুন নতুন খেলা আবিষ্কার করাও খেলা করার চেয়ে কম আকর্ষণীয় ছিল না। ঘনঘোর বর্ষায় গল্পের বইতে আর মন না বসলে পাড়ার ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে স্কুল-স্কুল খেলা থেকে মুদির দোকান- কিই-ই না খেলা হত! এগুলোও তো ইন্ডোর গেমস। লুডো, দাবা, ক্যারম, বাগাডুলি, ডিগ্গা, রংমিলান্তি ইত্যাদি তো ছিলই, এগুলির সঙ্গে আমাদের স্কুলবেলার আরও একটি ইন্ডোর গেমস হল ব্যবসায়ী। এই খেলার অন্য কোনও নাম আছে কি না জানা নেই। লুডোর মতোই বোর্ড থাকত, সঙ্গে নকল টাকা। মনে আছে, আমার দাদা নিজের হাতে বেশ জটিল এই ব্যবসায়ী বোর্ডটি এঁকেছিল। খেলাটিতে নকল হলেও টাকার আদানপ্রদান হত জন্য বাড়ির বড়রা খুব একটা নেকনজরে দেখতেন না। তাই বোর্ডটি আমাদের কিনে দেওয়া হয়নি। তবে তখন এখনকার মতো ক'টা বায়নাই বা মাটিতে পড়ার সুযোগ পেত না! আর ওই যে নিজেদের হাতে বানানো, এও তো এক খেলাই ছিল।

স্কুলে টিফিন বেলায় গোগ্রাসে খাবার গিলতাম খেলাপ্রেমীরা। সময়ের অপচয় একদম বরদাস্ত করা হবে না। খাওয়া হলেই মাঠে- ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। একটা খেলা খুব প্রিয় ছিল তখন। নাম মনে নেই। নাকি নামটা তখনও জানতাম না! মুখোমুখি দুজন বসবে পায়ের পাতা জুড়ে দিয়ে। বাকিরা লাফ দিয়ে ডিঙোবে ওই পায়ের পাতা। ধীরে ধীরে পায়ের পাতা তার উপরে হাতের পাতা জড়ো করে উচ্চতা বাড়ত হার্ডলের। হোঁচট খেয়ে আউট হতে হতে যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে সেই বিজয়ী। অর্থাৎ কিনা সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। পুঁথিগত বিদ্যার হাতে গরম প্রয়োগ। স্কুলের মাঠেই প্রথম শিখি খো খো খেলা। খেলার দিদিভাই থুড়ি গেম টিচারের কাছে। এর পিঠে ধাক্কা দিয়ে, ওদের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে গিয়ে, ধর ধর, মার মার- সে এক টানটান উত্তেজনার মুহূর্তে ভরপুর আনন্দোচ্ছল যাপন। আর কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস সে সব তো ছিলই। নাভিশ্বাস উঠলেও এখনও টিকে আছে। না না, প্রতিযোগিতামূলক বা জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার কথা বলছি না। বলছি না নামজাদা ক্লাবে ভর্তি হয়ে কোচিং নেওয়ার কথাও। পেশাদারিত্বের লক্ষ্যে সে খেলাভ্যাস মন্দের ভালো হলেও বাড়ির পাশের সরু গলিতে মন খুলে ব্যাট চালিয়ে তিনতলার জানলার কাচ ভেঙে রাশভারী প্রতিবেশীর ধমকের স্বাদ তাতে নেই। এমন কি কোনও বাড়ির বাগান থেকে বল কুড়োতে গিয়ে পোষা কুকুরছানার তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসে দূরে দাঁড়িয়ে মুখ ব্যাদান করার ছেলেমানুষিও তাতে নেই।

এরপর ষোলোর পাতায়

হারিয়ে গেছে শৈশব-কৈশোরের দামালপনা, গ্রীষ্মের দুপুরে আগানে-বাগানে ঘুরে কাঁচা আম বা পেয়ারায় কামড় বসানো, বিকেলের মাঠ, গুলিডান্ডা, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা... এই তামাদি তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় প্রতিদিন।

প্রকৃতির নির্জন দুনিয়ায় স্বতন্ত্র মাঝগ্রাম

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অনেকদিন ধরে কোথাও বেরোনো হচ্ছিল না। কিন্তু বেড়াতে যাওয়াটা আমার কাছে রীতিমতো টনিকের মতো। অবশেষে সেই সুযোগ এল। গিন্নিকে বললাম, ধীরেসুস্থে রেডি হও। দিনকয়েকের জন্য বাড়ির কাছেই নির্জনে, কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কাটিয়ে আসি। প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ পরশে মনটা তরতাজা হয়ে ওঠে। গিন্নিও বেজায় খুশি। এবার আমাদের গন্তব্য, মাঝগ্রাম। উত্তরবঙ্গের মাটিতে এমন কিছু জায়গা আছে, যাদের নাম মানচিত্রে হয়তো ছোট অক্ষরে লেখা, কিন্তু তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। মাঝগ্রাম, জলপাইগুড়ির সেইরকমই এক জনপদ।

চায়ে চুমুক দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাঁধে ভবঘুরের

ঝোলা। আশিঘর নরেশ মোড়, ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট, নেপালি বস্তি, ডাবগ্রাম বিট। সত্যি কথা বলতে কি, জঙ্গল এখন টেকোমাথার মতো। যৌবনে এসব তল্লাটে কি গা ছমছমে পরিবেশ ছিল ভাবাই যায় না। সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের সঙ্গে দু'দণ্ড কাটিয়ে রওনা দিলাম। ক্যানালের পাশ দিয়ে চলে গেলাম ভোরের আলো গজলডোবায়। তারপর বোরোলি রেস্তোরাঁতে প্রবেশ। অসাধারণ নান্দনিক পরিবেশ। দু'দিকে পুকুর। চিতল মাছের লম্ফঝম্প, রুইকাতলার সন্তরণ। চারদিকে গাছপালা-- সবুজে সবুজ। উত্তরবঙ্গের কুলী মাছ তিস্তা নদীর বোরোলির নামে রেস্তোরাঁয়। পরোটা, তরকারি, চা খেয়ে রওনা দিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম মাঝগ্রামে। পথে পড়ল কৈলাসপুর, আনন্দপুর চা বাগান, কাঠামবাড়ি। অদূরে ক্রান্তি লাটাগুড়ি। যেতে যেতে লাঠি পরানের সঙ্গে ভ্যানরিকশায় আসা। রাতভর মেলাপ্রাঙ্গণে কাটানো। ভাওইয়া, মেচেনি, বিষহরা গান, কবির লড়াই কত কি! রাতভর লোকজনের ভিড়ে মেলা গমগম করে।

উত্তরবঙ্গের মাটিতে এমন কিছু জায়গা আছে, যাদের নাম মানচিত্রে হয়তো ছোট অক্ষরে লেখা, কিন্তু তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। মাঝগ্রাম, জলপাইগুড়ির সেইরকমই এক জনপদ। এখানে প্রকৃতি আর মানুষ আলাদা নয়— একে অপরের পরিপূরক। বাতাসে ভেসে আসে কাঁচা চা পাতার গন্ধ, দূরের শাল-সেগুন বনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় রোদ। মাঝেমধ্যে কোনও অচেনা পাখির ডাক সময়কে থমকে দেয় এক মুহূর্তের জন্য।

আমাদের জন্য আরামপ্রদ সুন্দর সাজানো গোছানো বুক করা ছিল। রাস্তার নীচে কিছু লোকজন গল্পগুজব করছিল। তাদের থেকে চাবাড়ি গড়ে তোলার ইতিহাস শুনলাম। আজ ছুটি, চা বাগানে পাতা তোলার কাজ নেই। প্রায় শূন্য। অতিথি বলতে আমরাই। এতটুকু শব্দ দূষণ নেই। মাঝগ্রাম চাবাড়িতে প্রকৃতি আর মানুষ আলাদা নয়— একে অপরের পরিপূরক। বাতাসে ভেসে আসে কাঁচা চা পাতার গন্ধ, দূরের শাল-সেগুন বনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় রোদ। মাঝেমধ্যে কোনও অচেনা পাখির ডাক সময়কে থমকে দেয় এক মুহূর্তের জন্য।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশস্ত ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বহুদূর প্রসারিত সবুজ সোনার দেশ চা বাগান পর্যবেক্ষণ করি। ভীষণ নিরিবিলি। মাঝে মাঝে পাখিদের কলরব। দুই-একজন পথিক আপনমনে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দুপুরে দুজনে গেলাম খাবার টেবিলে। আহামরি না হোক আমাদের জন্য ঠিকই আছে। ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি, দই আর কি চাই। একজন জিজ্ঞাসা করল- রাতে কী খাবেন ভাত না রুটি? বললাম স্রেফ দু'খানা রুটি, তরকারি আর একটু দুধ চাই। একজন বলল- আপনাদেরকে খাঁটি দুধ খাওয়াব। আমাদের গ্রামে একজন দুধ বিক্রি করে। নিজেদের গোরু আছে।

ভোজন সেরে ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে বারান্দায় বসলাম। এত বেশি নির্জন, নিঝুম-- মন ভেসে যায়। গ্রামের দুই-একজন এসে বলে- আমাদের জায়গাটা আপনাদের কেমন লাগছে? বললাম- খুব ভালো। তবে শহরের কোলাহলে

আয় মন বেড়াতে যাবি

থেকে অভ্যাস। বেশি চুপচাপ নির্জনতা ভালো লাগে না। ওদের আবার শহরের কোলাহল যানজট ভালো লাগে না। গ্রামের গল্প শুনতে শুনতে চক্ষু মুদে আসে। চা বাগানের নির্জন পথে একটু পায়চারি করি। খুবই ভালো লাগে। সন্ধ্যায় চুপচাপ বসে ধ্যান, প্রাণায়াম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। গিন্নি ঘুম থেকে উঠে ডাকে। দুজনে কত গল্প করা যায়! সংসারের প্যাঁচাল, সুখ-দুঃখের আলোচনার করে কিছুটা সময় বসে থাকি গাঢ় অন্ধকারে। জোনাকির ফুলঝুরি। কোনও ফুলের সুবাস বোধগম্য হয় না।

জানলা খুললেই চা বাগান আর ফ্যাক্টরিতে চা তৈরির গন্ধ। সবুজে ঘেরা চা বাগানের মাঝে কোলাহলমুক্ত পরিবেশে থাকা অনেকেই পছন্দ করেন। যাঁরা পাখির ছবি তুলতে ভালোবাসেন তাঁদের জন্য মাঝগ্রাম আদর্শ জায়গা। মাঝগ্রাম চাবাড়ির প্রতিটি চা গাছ যেন একেকটি নীরব ইতিহাস বহন করে। ব্রিটিশ আমলের পদচিহ্ন আজও লুকিয়ে আছে এই বাগানের মাটিতে। কত প্রজন্ম শ্রম দিয়েছে এই সবুজে, কত ঘাম মিশে আছে পাতার রন্ধ্রে— সেকথা চা গাছেরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে এলাকা যেন নিস্তব্ধ নিশ্চুপ। একেবারে শুনসান। এতটুকু সাড়াশব্দ নাই। অন্ধকারে ডুবে আছে চা বাগিচা। বাইরে বসে থাকি দুজনে মুখোমুখি। চা একবার হলেও আর একবার চাই সঙ্গে টুকটাক কিছু। হোমস্টের একটা মহিলা দিয়ে গেল পকোড়া। খেয়ে দেয়ে ঘরে ঢুকি। বাইরে বসার উপায় নেই। পোকার অত্যাচার। ঘরে ঢুকে ভাবতে থাকি এখন কী করণীয়। গিন্নি বলল- অন্ধকারে কতক্ষণ বসে থাকবে। শুয়ে থাকো। সময় যে কাটতে চায় না। শুয়ে বসে গড়িয়ে পরম শান্তিতে তিনটি দিন চমৎকার কাটল। আসলে আমরা শহুরে জীব। হইচই, হট্টগোলে থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। নির্জনতা-নিরিবিলি পরিবেশে বেশি দিনের জন্য ভালো লাগে না। মন বলে চলো যাই নিজ নিকেতনে। রাতের আহার সেরে নিদ্রাদেবীর সাধনা। এখন অখণ্ড বিশ্রাম। সকালে চা পান করে রোদ্দুর ঝলমলে চা বাগানের দিকে চেয়ে থাকা। প্রাতরাশ যথাসময় এল। অতপর চা বাগানের নির্জন পথে একাকী হেঁটে বেড়াই। পাখিদের সংগীতচর্চা চলছে। ঘণ্টাখানেক আপন মনে চা বাগিচা পরিক্রমা করে প্রত্যাবর্তন। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে থাকা আর ভাবনা তরঙ্গে ভেসে চলা। এভাবে দেখতে দেখতে তিনটি দিন কাটিয়ে ঘরে ফেরার পথে কিছুটা সময় কাঠামবাড়িতে কাটাই।

গুলিডান্ডা, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা...

পনেরোর পাতার পর

আর শীতে ব্যাডমিন্টন খেলা! আহা! তার তো কোনও তুলনাই নেই। বিশেষ করে শীতের রাতে। কমলালেবুর রঙে সেজে সূর্যটা যখন গল্প করতে যায় অন্য কোনও এক দেশে তখন শুরু হত নেট সজ্জা। নির্জন রাস্তায়, অলিতে-গলিতে, বাড়ির উঠোনে চড়া আলোর সাময়িক বন্দোবস্তে। পালক পালক গল্পে মুখরিত হত পাড়ার খেলা। কত গল্প গড়াত খেলা থেকে জীবনে। খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি।

আজ সেসব দিনও নেই। খেলাও গেছে হারিয়ে। মাঠ ঘুমিয়ে পড়েছে বহুতলের নীচে। অবসর শব্দটি পূর্ণ রূপ-রঙে কেবল বোকাদের অভিধানেই রয়ে গেছে।

স্বয়ং কবিগুরু ভরদুপুরেই বিকেল নামিয়ে পড়া পড়া খেলার প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তা কি এমনিই! সেই প্রশ্রয়ের মর্যাদা দিতে ভুলেছি আমরা। হারিয়ে ফেলেছি খেলা, শৈশব, বিকেলের মাঠ, বন্ধুর হাত, অবসর, নির্মল আনন্দের মতো একাধিক সুকুমার প্রবৃত্তি। তবে যান্ত্রিকতার জাঁতাকলে বিবেক সঁপে যন্ত্রমানবের জীবনে ক্রমেই স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠা প্রজন্মের শক্ত কাঁধে বন্দুক রেখে হাত ঝেড়ে ফেলার অভ্যাসও কি উচিত চর্চা? স্বার্থের ঘেরাটোপে বন্দি বন্ধুত্ব, মাঠ ছিনিয়ে সহজলভ্য মোবাইল, প্রতিযোগিতা নির্ভর ইঁদুর দৌড় ইত্যাদি আজকের শিশুদের প্রতি আমাদেরই তো অবদান। অতএব যা কিছু ভালো, সব হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেলর হা-হুতাশের নাগপাশ থেকে মুক্তির চাবিকাঠিটা নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। খ্যাপা খোঁজে পরশপাথর...

স্বার্থের ঘেরাটোপে বন্দি বন্ধুত্ব, মাঠ ছিনিয়ে সহজলভ্য মোবাইল, প্রতিযোগিতা নির্ভর ইঁদুর দৌড় ইত্যাদি আজকের শিশুদের প্রতি আমাদেরই তো অবদান।

শচীনের রেকর্ড ভেঙে দেন অখ্যাত ভাগচাষি

পনেরোর পাতার পর

এগারো জনের দলগত খেলা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একার লড়াই। ভবিষ্যতে হয়তো প্রতিযোগিতায় নামবে দেড়শো কোটি আলাদা আলাদা দল! ডিজিটাল গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলো হয়ে উঠবে ক্ষমতা দেখানোর এক-একটি কুরুক্ষেত্র। মহাভারতের মতোই এই গেমনির্ভর দুনিয়ায় মানুষ তার নিজস্ব স্বার্থে একা হয়ে পড়বে—এটাই তো স্বাভাবিক।

এর ফল ভোগ করছে সবাই। অবসরপ্রাপ্ত বাবা, বাড়ি ফেরা ফেরিওয়ালা, যৌনকর্মী থেকে কর্পোরেট বাবু, সিনেমা পরিচালক থেকে ঝাড়ুদার—সবাই আজ ভার্চুয়াল খেলার গ্রহদোষে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই খবর কে রাখে? এই কৃত্রিম উত্তেজনার রিমোট কন্ট্রোলটা শুধু আপনার হাতে। ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ চললেও, নিভৃতে আপনি আইপিএল খেলতেই ব্যস্ত। সংসদের তর্ক-বিতর্কে ক্ষুধা বা বেকারত্ব নিয়ে আলোচনা হয় না, দেখা যায় কোনও এক পাহাড়ি সাংসদ নিজের মনে ক্যান্ডিক্রাশ খেলে চলেছেন।

এই খেলায় না লাগে মেধা, না লাগে কোনও দক্ষতা। সফটওয়্যারের কারসাজিতে হেরে যাওয়া দানও জিতে নেওয়া যায়। তাই এমবাপের ওই দুর্দান্ত দৌড় বা কোহলির রণকৌশল আটকে দেওয়ার কোনও কৃতিত্ব আপনার নয়, পুরোটাই যন্ত্রের। এই খেলার শুরু থেকে শেষ—সবটাই আগে থেকে ঠিক করা। স্মার্টফোনের পেটের ভেতর কালজয়ী খেলোয়াড়রাও এক ক্লিকে রোবট হয়ে যায়।

আবেগহীন এই মিথ্যে খেলার দুনিয়ায় আমরা প্রত্যেকে এক-একটি রক্তমাংসহীন খেলোয়াড়। এটা যেন এক পুতুলনাচ—যেখানে শরীর নেই, মন নেই, আছে শুধু যন্ত্র। তাই অ্যাপ-নির্ভর এই খেলার মাঠে শুধুই একলকরের বাজনা বাজে।

ওদিকে শহরের অলিতে-গলিতে ক্ষোভ বাড়ে। অনলাইন লুডোতে সামান্য এক টাকা হেরে যাওয়ার রাগে বন্ধু বন্ধুকে খুন করে ফেলে। মোহরের কুচি চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু যে খেলা যন্ত্রণার পাহাড় হয়ে ধমনীতে দৌড়ায়, সেখানে জয় মানেই মোহ, আর মোহ মানেই টাকা।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—'আমার তাসখেলায় কোনোদিন মন যায় নাই।' কিন্তু বাঙালির খেলায় কোনওদিনই খামতি ছিল না, আজও নেই। ট্রেন, বাস, ট্রামে নিজের মনোরঞ্জনের জন্য যা পেয়েছে, তা দিয়েই বাঙালি খেলা বানিয়েছে। এমনকি মৃত্যুর সঙ্গেও সে বাজি ধরে খেলে। 'ব্লু হোয়েল'-এর মতো মারণ গেমে দলে দলে ছেলেমেয়েরা আত্মবলিদান দিয়েছে। ভূতুড়ে গল্পের চ্যাটরুমে ঢুকে নিজের জীবন শেষ করেছে রাশিয়ান তরুণী

রিনা। ওদের কাছে এই মৃত্যুটাই নাকি গৌরবের!

এভাবেই সাইবার বুলিং আর গেমিংয়ের নেশায় মগজধোলাই চলছে। ডার্ক ওয়েবের অন্ধকার জগৎ হাতছানি দেয়—'নিজ দায়িত্বে খেলুন'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় 'গেমিং ডিসঅর্ডার' বা গেমের নেশাকে অসুখ হিসেবে জায়গা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাঁচার উপায় বা 'সেফটি টুলস' আজও নগণ্য।

পাশের ঘরে পড়ার নাম করে বাড়ির কিশোরটি আসলে কী খুঁজছে, তা অভিভাবকদের অজানাই থেকে যায়। একাকিত্বের সংস্কৃতি বা 'ইনসেল কালচার' শিশুদের মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট করে দেয়। ডিজিটাল গেমের আড়ালে থাকা স্পাই ক্যামেরা বা গোপন নজরদারি ভবিষ্যৎ খুনের হুমকি পাঠায়। পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলেও ছেলেমেয়েরা সেই নেশাতেই বুঁদ হয়ে থাকে।

তরুণের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—রাষ্ট্র তা জানতেও পারে না। মৃত্যুপুরীর দরজা খুলে যায়—রাষ্ট্রের কানে খবর পৌঁছায় না। লুডো থেকে ব্লু হোয়েল—এই খেলাগুলো যেন মৃত্যুর কূপে যাওয়ার এক-একটি সেতু। কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের অনাদরের সুযোগে ডিজিটাল গেম হয়ে ওঠে বাচ্চার বিকল্প বন্ধু। প্রথমে সে বিশ্বাস অর্জন করে, তারপর হয়ে ওঠে প্রতারক, আর শেষে হত্যাকারী।

তবু, এত কিছুর পরেও মুদ্রার উলটো পিঠ আছে। ডিজিটাল গেম শিশুদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেয় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়। বিদেশে থাকা একমাত্র ছেলের অনুপস্থিতিতে টেমসের ধারে বসে রিয়েল-টাইমে ভিডিও গেমের মাধ্যমে বাবাকে স্পর্শসুখ দেয় এই প্রযুক্তিই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হেডফোনে ভেসে আসা প্রিয়জনের কথা, গান বা গল্প—এ এক অপূর্ব নির্মাণ, যার কৃতিত্ব এই ডিজিটাল গেম বা প্রযুক্তিরই।

তখন মনে হয়—স্মৃতির বিস্মৃত দিঘির জলে যেন প্রথমবার কোনও জলজ ফুল পাপড়ি মেলল। বিড়বিড় করে সে বলল—আমার কী আছে? কী ছিল ফুলের ভেতর, বীজের ভেতর, কিংবা এই ঘুণধরা সময়ের ভেতর?

প্রিয় সমস্ত খেলা ও আমাদের একাকিত্ব

পনেরোর পাতার পর

আজকের প্রজন্ম খুব 'ফাস্ট'। ওদের আবেগের সঙ্গে আমাদের ছোটবেলার আবেগের তুলনা টানাটাই বোকামি। আমাদের সময়ে বিনোদনের এত উপকরণ ছিল না বলেই আমরা ছোট ছোট খেলার মধ্যে আনন্দ খুঁজতাম। যৌথ পরিবারে অনেক ভাইবোন থাকায় তাদের সঙ্গে খুনশুটি আর খেলাধুলোই ছিল আনন্দের একমাত্র উৎস। আর এখন? নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বা ছোট পরিবারে সদস্য সংখ্যা হাতেগোনা। ফ্ল্যাটবাড়ির সংস্কৃতিতে 'উঠোন' শব্দটাই হয়তো আগামীদিনে অভিধান থেকে মুছে যাবে। ফলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সুযোগ বা পরিসর— কোনওটাই আর অবশিষ্ট নেই।

কি আশ্চর্য সমাপতন দেখুন! এই মোবাইল তো মানুষেরই সৃষ্টি। আমরাই আজকের প্রজন্মের হাতে এই যন্ত্র তুলে দিয়েছি। আমরাই তাদের চটকদার জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়েছি। আর এখন আমরাই অনলাইনের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লিখছি! ব্যাপারটা বেশ স্ববিরোধী, তাই না?

দ্রুতগতির জীবন, রঙিন ও চটকদার জিনিসের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, যৌথ পরিবারের ভাঙন— এমন বহু কারণ আমাদের জীবন থেকে সাদামাঠা ঘরোয়া খেলাগুলোকে অনেক পেছনে ঠেলে দিয়েছে। আর যেটা হারিয়েছে, তা হল ধৈর্য। লুডো বা দাবার মতো ইন্ডোর গেমগুলো মানুষের ধৈর্য ও মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করত। মোবাইলের ১৫ সেকেন্ডের রিল বা ভিডিও সেই মনোযোগ তৈরির বদলে চঞ্চলতা বাড়ায়। আমরা এখন সবকিছু নিমেষে হাতের মুঠোয় পেতে চাই।

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়— ছোটদের ওপর পড়াশোনার চাপ। স্কুল, কোচিং, প্রোজেক্টের চাপে শৈশবের সোনালি মুহূর্তগুলো ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। 'অবসর' বলতে ওদের হাতে বিশেষ কিছুই নেই। যেটুকু সময় পায়, সেটুকু ওরা অনলাইন বিনোদনেই খরচ করতে পছন্দ করে।

হাতের মুঠোয় যখন গোটা পৃথিবী, তখন কে আর কষ্ট করে ঘুঁটি সাজিয়ে বা হাত-পা নেড়ে খেলতে চাইবে? ওসব আশা করা এখন দুরাশা। হয়তো প্রকৃতিই আবার নিজের হাতে এর দায়িত্ব নেবে। করোনার মতো কোনও ভয়ংকর ভাইরাস আবার আসবে, মানুষকে ঘরবন্দি করবে। তখন হয়তো উপায় না দেখে মানুষ আবার সেই পুরোনো ঘরোয়া বিনোদনে ফিরবে। কে জানে, নিপা বা অন্য কোনও ভাইরাস হয়তো সেই দামামা বাজানো শুরুও করে দিয়েছে!

লাল কেবিন ও রূপকথার ভোর

শুভময় সরকার

ভোরবেলা বেরোনোর কারণ আর কিছুই নয়, জায়গাটার পুরোনো গন্ধটা পাওয়া যায় কি না সেটার সন্ধান। সাতসকালে উঠে স্বাস্থ্যসম্মত হাঁটাহাঁটি সৌগতর ধাতে নেই কোনওকালেই। কিছুটা পরিকল্পনাহীন এবারের আসা। তা-ও অন্তত বছরপাঁচেক পর তো বটেই, শেষ এসেছিল এবাড়িতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে, ফলত ভিড় আর হইহট্টগোলের মাঝে এই বাড়ি এবং জায়গাটার পুরোনো গন্ধ খোঁজার পরিসরটুকু মেলেনি। তবে এই বছরপাঁচেকেও অনেকটাই বদলে গিয়েছে মফসসল জীবন। আসলে ঠিক স্মৃতির খোঁজ নয়, এখানকার অদ্ভুত সোঁদা গন্ধটা সৌগত আর কোথাও পায়নি। ও জানে যা কিছু স্মৃতি ওর জীবনের, সেটা সবার জীবনেই থাকে কিন্তু এই বসুভিলা, এবাড়ির বাগান, পুকুর, বাড়ির সামনে রেলস্টেশন, কিছুটা দূরে মন্দির, মন্দির লাগোয়া বট গাছ, লাল স্কুলবাড়ি, পাশেই রেললাইন বরাবর স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল মাঠ সব মিলিয়েই কোথাও এক অন্যরকম পরিবেশ। তবে সবকিছুর মাঝেই রেলের কেবিনটা এক অদ্ভুত আকর্ষণের জায়গা। আজ এই ভোরে বেরিয়ে দিব্য মালুম হয় ওর।

এই ছোট্ট জনপদটিকে ঠিক কী বলা যায় তা নিয়ে সংশয় জাগে মনে, দু'পাশের দুই জেলা শহরের মাঝে এই জায়গা প্রশাসনিকভাবে পঞ্চায়েত, তবে ক্রমবর্ধমান দুই শহরের মহানগরী হয়ে ওঠার আগ্রাসী অশ্বমেধের ঘোড়ার অগ্রগতিতে এই ক্ষুদ্র জনপদ আর সেই অর্থে গঞ্জ নেই। ছোট বয়েসের সেই রহস্যময় টিমটিমে সন্ধেবেলা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এই ভোরে হালকা হিমেল হাওয়ায় পুরোনো গন্ধটা একটু হলেও ফিরে পায় সৌগত। আশ্বিনের মাঝামাঝি, পুজোর আগ দিয়ে এই সময়টার কিছুটা স্মৃতিমেদুরতা আছে, আর তাছাড়াও পুরোনো গন্ধ থাকুক কিংবা না থাকুক, এই বসুভিলার আনাচে-কানাচে সেই আদি সোঁদা গন্ধটা সৌগতর মনের সঙ্গে মিশে রয়েছে, তাই বাস্তবের গন্ধ অনেকসময় তেমন জরুরিও নয়। শীত আসতে ঢের দেরি তবে পুজোর আগ দিয়ে এই মফসসল অঞ্চলগুলোতে বেশ একটা শীত শীত আমেজ অনুভব করা যায়। বসুভিলা একসময় বেশ গমগমে ছিল। এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবার হিসেবে বসুভিলার বেশ দাপটও ছিল। এ বাড়ি যিনি তৈরি করেন সেই বসন্তলাল বসু প্রয়াত হয়েছেন বহুকাল আগেই। ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পরিশ্রম আর শৃঙ্খলায় নিজেকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রীতিমতো দাপুটে মানুষটির অন্যরকম একটা সম্মান ছিল এই অঞ্চলে। তখন এখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসত, বাকি দিন টুকটাক জিনিসপত্র পাওয়া গেলেও মাছ সপ্তাহে একদিনই। প্রতি শুক্রবারের হাটে বসন্তলাল তাঁর নিজস্ব জমিদারি মেজাজে পৌঁছে যেতেন যথাসময়ে। পড়ন্ত রোদে লালচে চেহারা আরও লালচে হয়ে যেত। হাতে ছড়ি, পেছনে কাজের খাস লোক প্রতাপ সিংহ এবং আরও দু'-একজন ব্যাগ বহনকারী। ঘণ্টা দুয়েক পর যখন বাড়িতে বাজার করে ফিরতেন, তখন একেবারে রইরই ব্যাপার। দুপুরের ভাতঘুম থেকে উঠে সবাই দেখত বাজারের জিনিসপত্র। একে একে ঝুড়ি আর থলে থেকে নামত সোনা মাগুর, দেশি মুরগি, টাটকা সবজি। বাড়ি ফিরে বিশ্বজয়ের ভঙ্গিতে নিজের ঘরে বসে অপেক্ষা করতেন চায়ের জন্য। যথাসময়ে চা আর দুটো বিস্কুট পৌঁছে যেত। অসম্ভব শৌখিন মানুষটির টেবিলে ফ্লাওয়ারভাসে রাখা থাকত বাগানের ম্যাগনোলিয়া আর পাশেই গীতবিতান। বসন্তলাল সম্পর্কিত এসব ঘটনা কিছুটা সৌগতর দেখা, কিছু কিছু মায়ের কাছে শোনা। সম্পর্কে বসন্তলাল সৌগতর মাতামহ আর এই বসুভিলা ওর আদি মাতুলালয়। গরমের বন্ধে নিয়ম করে এখানে আসা হত একসময়। এই ভোরে বসুভিলার গেট দিয়ে বেরোতে বেরোতে ডানদিকের গোলাপ বাগানটার দিকে তাকায় সৌগত, আগাছায় ভরে আছে। গোলাপ বাগান আর নেই। বাঁদিকে ন'-মামার ব্যায়ামাগারের ব্যায়ামের কিছু স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গেট দিয়ে বেরিয়ে খানিক এগিয়েই রেলের সেই কেবিন, খানিকটা দূরে কাছারির পাশেই স্টেশন। অনেকদিন পর কেবিনটা দেখে পুরোনো গন্ধটা ফিরে পায় সৌগত। এটা পূর্ব কেবিন। রেলের অকৃত্রিম সেই লাল ইটরঙা দেওয়াল এখন বিবর্ণ। জানলাগুলোর কাচ নেই, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে ভেতরেও আগাছা গজিয়েছে বাইরের মতো। একটু দাঁড়ায় সৌগত, ভোরের হালকা হাওয়ায় বড় কাছের মনে হয় পরিত্যক্ত কেবিনটাকে আজ।

(২)

সৌগতর জীবনে সময় কখনও শব্দ করে পালটায়নি, ঘড়ি ঠিকই চলেছিল, সৌগতই থেমে ছিল। তাই প্রতিবার ফেলে আসা জায়গাগুলোর পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না, কষ্ট হয় তারপর প্রাথমিক ধাক্কা সামলে স্মৃতি আঁকড়ে পুরোনো চেনা অলিগলি পথগুলো, চেনা জায়গাগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করে এবং খানিকক্ষণ পর থেকে আবার সব আগের মতো চেনা লাগে, পালটে যাওয়াগুলো চোখ এড়িয়ে যেতে থাকে। গতকাল দুপুরে বসুভিলাতে আসার পর থেকেই বাড়ির সবার সঙ্গে কথার মাঝে যে সময়টাকে খুঁজতে চাইছিল, সেটা হয়ে উঠছিল না, আজ ভোরেই তাই বেরিয়ে পড়া। গতকাল বাড়ি থেকে না বেরোলেও পুরোনো বাড়িটার এঘর-ওঘর ঘুরে বসন্তলালের সেই বার্মাটিকের আলমারিটার কাছে গিয়েছিল ও। আলমারির কাছে গিয়ে হাত বোলায় আলমারিটার গায়ে, আলমারিটাও যেন বহুদিন পর চেনা মানুষটাকে ফিরে পায়। আজ ভোরে কেবিনের সামনে গিয়ে পুরোনো ইচ্ছেটা ফের জেগে ওঠে সৌগতর। এর আগে যতবার বসুভিলাতে এসেছে ততবারই সেই চেনা সিঁড়ি দিয়ে কেবিনের দোতলায় ওঠার ইচ্ছে হয়েছে। শেষ যেবার এসেছিল, সেবার সঙ্গে তিতির ছিল, তিতিরকে নিয়েই ভেবেছিল কেবিনের সিঁড়ি দিয়ে উঠবে। নীলাঞ্জনার প্রবল আপত্তিতে হয়নি। তিতিরেরও ইচ্ছে ছিল কিন্তু মায়ের আপত্তির কাছে আর কথা বলার সাহস পায়নি,

– যত রাজ্যের সাপখোপ, পোকামাকড় আর মাকড়সার আস্তানা ওই কেবিন। কেউ ওঠে ওখানে...! তায় আবার মেয়েকে নিয়ে, উফফফ, এদের ইনফেকশন থেকে কে বাঁচাবে...!

চুপ করেছিল সৌগত, কিছু বলেনি শুধু মনে মনে বলেছিল আরও বড় ইনফেকশনে আক্রান্ত তোমরা নীলাঞ্জনা, স্মৃতির সঙ্গে হাঁটতে না পারাটা একটা রোগ আর এই রোগ ভয়ানক এক সংক্রমণ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়া এই সংক্রমণ থেকে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক বাঁচাতে পারবে না। এসব শোনার সময় বা ইচ্ছে কোনওটাই নেই নীলাঞ্জনার। চুপ করে ছিল তাই সৌগত। এবার একাই এসেছে দিন দুয়েকের জন্য। আজ সকালে বহুদিনের ইচ্ছেটাকে পূরণ করে নিতে চায়।

কেবিনের সিঁড়ির মুখে কাঁটাঝোপ, আগাছা থাকলেও সিঁড়িটা ততটা অগম্য নয়। একাই হাসে সৌগত প্রেম এবং যৌনতার অবাধ যাতায়াতের কথা ভেবে। এমন পরিত্যক্ত একটা জায়গার সদ্ব্যবহার যে নিয়মিত হয়, সেটা সিঁড়িতে উঠতে গিয়েই টের পায়। ইতিউতি ছড়ানো সিগারেট, বিড়ির টুকরো আর চিপসের ছেঁড়া প্যাকেট। কয়েক ধাপ উঠেই একটা ছোট্ট ল্যান্ডিং স্পেস, তারপর একদম উলটোমুখে আরও কয়েকধাপ উঠে কেবিন ঘরের দরজা। ল্যান্ডিং স্পেসে সেই চিরন্তন দেওয়াল লিখন, যা পৃথিবীর একমাত্র আদি এবং সর্বব্যাপী ভালোবাসার ঘোষণাপত্র। লাল ইটের টুকরো দিয়ে লেখা সাধু প্লাস নিকিতা...! এই আশ্বিনের ভোরে দেওয়ালের লেখাটা দেখে মনে পড়ে ওদের স্কুলের বাথরুমে পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই লেখাটা– ত্র্যম্বক প্লাস ঝিলমিল, ঝিলমিলের পাশে প্রথম ব্যাকেটে লেখা ছিল 'হাফলেডি'। সেই ঝিলমিল এতদিনে নিশ্চয়ই ফুললেডিত্ব পেরিয়ে আরও অনেকটা পথ পেরিয়ে গেছে, তবে এই ভোরে কোনও এক অজানা সাধু আর নিকিতার জন্য শুভকামনা জানায় সৌগত।

রাস্তায় দু'-একজন মানুষ বেরিয়েছে। রেলওয়ে কেবিনের এই মাঝের ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে উলটোদিকে বসুভিলাকে সময়ের সাক্ষী মনে হয়, কেবিনটাকেও। দুজনই যেন দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়মিত আলাপচারিতায় মেতে আছে দীর্ঘকাল। কোনও ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, অভিযোগ নেই। শুধু রয়ে গিয়েছে অনন্ত অপেক্ষা। কীসের অপেক্ষা, কার জন্য অপেক্ষা, কেনই বা অপেক্ষা এসব প্রশ্ন অর্থহীন। সকাল, দুপুর আর সন্ধের তিনটে প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিত্যযাত্রীদের নিয়ে এশহর-ওশহর করে আর বাকি সব দূরপাল্লার ট্রেনগুলো ঝমঝম করে দু'দিক কাঁপিয়ে চলে যায়, সে যাওয়ায় উপেক্ষা থাকে, তাই ছোট থেকেই দু'বেলার প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর অপেক্ষায় থাকত সৌগত। গরমের ছুটির সেই দেড়টা মাস এই বিশাল বসুভিলায় অনেকটাই একা কাটত ওর। সব মামারাই তখন দূরে কিংবা দু'পাশের শহরে কর্মসূত্রে থিতু। মাঝেমধ্যে এই বসুভিলাতে আসা। এক মামাই শুধু থাকত আর দাদু-দিদিমা, দাদুর খাস লোক প্রতাপ সিং, অন্যান্য কাজের লোক এবং বাগানের মালি। সারাদিন যেমন-তেমন কাটলেও সন্ধের পর যেন কাটতেই চাইত না। যে মামা এ বাড়িতে থাকত, সে-ও পেশার কাজে শহরে যেত নিত্যযাত্রী হয়ে। ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে রাত। মামাতো দাদা-দিদিরা কিংবা সমবয়সিরাও ছুটিছাটা ছাড়া আসতেই পারত না, তবে সৌগতদের থাকাকালীন কেউ কেউ আসত। ফলে দু'বেলার এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর জন্য অনন্ত অপেক্ষা থাকত সৌগতর। যদি এ বাড়ির কেউ নামে। মাঝে মাঝে নামতও। কখনও বা সপরিবারে সবাই দিন দুয়েকের জন্য। নির্জন বাড়িটা সেই দুটো দিন মেতে উঠত কোলাহলে, ফের সেই নির্জনতা ফিরে আসত দু'দিন পর।

(৩)

রেলের সম্পত্তি, বেওয়ারিশ নয়, সম্ভবত সে কারণেই পরিত্যক্ত হলেও কেবিনঘরের দরজায় তালা লাগানো আর কাঠের দরজার ফ্রেমের ধুলোমাখা কাচ দিয়ে অস্পষ্ট হলেও ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। ভেতরে সিগন্যালিংয়ের জন্য ইস্পাতের লিভারগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে এখনও। কোনও অজানা কারণে দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যায়নি লোহাগুলো। সম্ভবত স্টেশনের আরপিএফ ক্যাম্পের জন্য। আজ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অপেক্ষাটা যেন ফিরে পায় সৌগত, যে অপেক্ষায় থাকত কেবিনের ভেতরের মানুষটা, এ অঞ্চলের সব মানুষগুলো। তারপর ট্রেনের খবর এলে নিখুঁত হাতে লিভার টেনে সিগন্যাল দিয়ে দিত কেবিনম্যান। নিরাপদে যাত্রী সহ ট্রেন পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব চলতেই থাকত আর রয়ে যেত একের পর এক অপেক্ষার ট্রেন। কোনওটা দাঁড়াত, কোনওটা উপেক্ষা করে চলে যেত। তবু কেবিনের সেই মানুষটি উপেক্ষার ট্রেনগুলোকে নিরাপদে পার করানোর দায়িত্ব পালন করত নিরন্তর, দিনের পর দিন।

কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়ায় সৌগত। ভোরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে। এ শব্দ বড় চেনা। দূর প্রান্তর থেকে সব ভেদ করে যেভাবে কালবৈশাখীর শব্দ এগিয়ে আসে, সেভাবেই চেনা শব্দটা এগিয়ে আসছে ক্রমাগত। দরজার সামনের ছোট্ট ল্যান্ডিংস্পেসের বাউন্ডারি ওয়ালে কনুই রেখে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ায়, ভেতরের সিগন্যালের লিভার টেনে সবুজ পতাকা নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকত কেবিনম্যান, ঠিক সেভাবেই। দিনে ঠিক দুটো ক্যাভেন্ডার সিগারেট খেতেন দাদু বসন্তলাল, প্যাকেটের ওপর সাদা-নীল ইউনিফর্মের একটি মানুষের ছবি থাকত, মাথায় নেভাল টুপি, ঝাপসা মনে পড়ে। বড় আকর্ষণ করত ছবির সেই মানুষটি। সারা জীবন ধরে ওরকম একটা ইউনিফর্ম পরে কেবিনে দাঁড়ানোর লালিত ইচ্ছেটাকে আজ যেন পূরণ করে নিতে চায় সৌগত। ট্রেনের শব্দটা এগিয়ে আসছে, তবে খুব দ্রুত নয়, মালগাড়ি। বাজারের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে মালগাড়ি এগিয়ে আসে, দেওয়ালের ওপর কনুই রেখে পতাকা নাড়ার মতো হাত নাড়ে, লাইন ক্লিয়ার, একে একে বগিগুলো পার হয়ে যায় ইস্ট কেবিন, হাত নাড়তেই থাকে সৌগত। মালগাড়ির শেষে গার্ডের ছোট্ট বারান্দাওয়ালা রেলিংঘেরা জায়গাটায় রাতজাগা ক্লান্ত গার্ডবাবু একা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর হাত নাড়া দেখে। ছোট থেকে মালগাড়ির গার্ডবাবু হয়ে এই শেষ বগিতে চড়ে বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল সৌগতর। মালগাড়িটা স্টেশন পেরিয়ে দূরে আরও দূরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, চারপাশটা আবার জেগে উঠছে এই আশ্বিনের ভোরে। সৌগত স্পষ্ট দেখতে পায় বসন্তলাল ছড়িহাতে প্রতাপ সিং আর বাগানের মালিদের নিয়ে গোলাপ বাগানের দেখভাল করছেন আর ওদিকে স্টেশনে দুটো লোকাল ট্রেন ক্রসিংয়ের জন্য পাশাপাশি লাইনে দাঁড়িয়ে। লাইন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে বসুভিলা থেকে দূরে চলে যাওয়া মানুষগুলো, মামা-মাসি-তুতো ভাইবোনেরা। গমগম করবে বসুভিলা ফের, আজ শুক্রবারের হাট থেকে সোনা মাগুর, দেশি মুরগি, তাজা সবজি আসবে বিকেলে। দিদিমা তার আগে পায়রাদের ধান খাওয়াবে, সময় জাগছে। ধুলোপড়া ঝাপসা কাচের ওপাশ দিয়ে কেবিন ঘরের ভেতরের বহুযুগ আগে অচল হয়ে যাওয়া দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আসলে সময় চলছে, থেমে ছিল সৌগত।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। নিজের গন্তব্য ঠিক করতে পারে না সৌগত। বসুভিলাতে আশি পেরোনো ন'-মামা, মামিমা, ছেলেরা, ছেলের বৌরা, নাতি-নাতনিরা সবাই ঘুমোচ্ছে এই ভোরে। কেউ জানবে না আজ বসন্তলাল, কেবিনম্যান, সিগারেটের প্যাকেটের সেই ইউনিফর্ম পরা লোকটা, প্রতাপ সিংহ সবাই ফিরে এসেছিল। কেউ দেখেনি, সৌগত দেখেছে। বহুদিন পর ঘড়িটা আজ ঠিকঠাক চলছে ফের।

ছোটগল্প

> গতকাল বাড়ি থেকে না বেরোলেও পুরোনো বাড়িটার এঘর-ওঘর ঘুরে বসন্তলালের সেই বার্মাটিকের আলমারিটার কাছে গিয়েছিল ও। আলমারির কাছে গিয়ে হাত বোলায় আলমারিটার গায়ে, আলমারিটাও যেন বহুদিন পর চেনা মানুষটাকে ফিরে পায়।

উত্তরের সাহিত্যিক

শুভময় সরকার

স্কুলজীবনেই লেখায় হাতেখড়ি। আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নিয়মিত কবিতা দিয়ে পথ চলা শুরু। নয়ের দশকের শেষদিক থেকে ক্রমশ গল্পের দুনিয়ায় ঝুঁকেছেন। গল্পকার হিসেবে সেই সময় পরিচিতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। 'মল্লার' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। সেই 'মল্লার' লিটল ম্যাগাজিনের আঙিনায় আজ অনিবার্য এক নাম। আজকাল শিলিগুড়িতেই স্থায়ী বাস। উত্তর-পূর্ব ভারত তো বটেই, জলপাইগুড়িতেও অনেকটা সময় কেটেছে। পড়াশোনার ফাঁকে কলকাতার অলিগলিপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র পক্ষ থেকে সম্মানিত হয়েছেন। 'সাহিত্য আকাদেমি' থেকে পেয়েছেন ট্রাভেল গ্র্যান্ট। লেখক এবং সম্পাদক হিসেবে এপার বাংলা, ওপার বাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্মানিত হয়েছেন। গল্প, কবিতা ছাড়াও সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রচুর লিখেছেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একাধিক। রয়েছে উপন্যাসও। তাঁর অনূদিত নাটক 'সাহিত্য আকাদেমি'র সংকলনে স্থান পেয়েছে। পড়াশোনা ইংরেজি নিয়ে। তাঁর গল্প অনূদিত হয়েছে ইংরেজিতে, সংকলিতও হয়েছে।

অণুগল্প

ইচ্ছে পূরণ

মৌসুমি মজুমদার

হেমন্তের পাকা আমন ধানের সোনালি রঙের আলোকরশ্মির ছটায় মনপ্রাণ ভরে উঠছে অর্কর। গ্রামের রাস্তা ধরে গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে বাবার কথা মনে পড়ে, 'মাটি হাসলে মানুষ হাসে।'
নতুন ধানের গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। ঢেঁকির তানে মুখরিত গ্রামের আঙিনা। খুশির আবহ দেখে বুঝতে অসুবিধে নেই পৌষ সংক্রান্তি দোড়গোড়ায়। ছেলেবেলার সেই কাঁচা রাস্তা, পুকুরে মাছ ধরা, প্রাচীর টপকে ফল চুরির আনন্দই আলাদা ছিল। ছুটে চলা জীবনে হারিয়েছে, শীতকালে খড়কুটো পুড়িয়ে আগুন পোহানো, বনভোজন, নানান উৎসব আর প্রিয় মানুষগুলোকে।
বহু বছর বাদে বিশেষ কাজে পৈতৃক বাড়িতে আসা। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে, কথায়, গল্পে কত স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠছে। সেই সরলতা, গভীর অনুভূতি ও একরাশ মমতায় মনের ভার অনেকটা লাঘব হয়।
উঠোনজুড়ে আলপনা আঁকা, পুজোর তোড়জোড়ে পৌষ সংক্রান্তির তুমুল ব্যস্ততা। পিঠে-পায়েসের গন্ধে উৎসব আরও ঘনীভূত। কলাপাতায় নতুন চাল, গুড়, সন্দেশ, পিঠে সাজিয়ে গোরু-কাককে খাওয়ানোর ঘটনায় সাদাকালো কত ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাড়ির ছেলেরা একবার পিঠে বানানোর দায়িত্ব নেওয়ায়, ঠাম্মার সেকি উৎকণ্ঠা! সারা শরীরে চালের গুঁড়ো আর চোখমুখের ক্লান্তি দেখে মায়েদের রহস্যময় হাসি। লবণাক্ত সেই পায়েস মুখে তোলার কথা মনে পড়লে, আজও পেটের ভেতরে কেমন গুড়গুড় করে ওঠে।
তবে বাড়ি সহ জমিটায় হাসপাতাল করার সিদ্ধান্তটা পাকাপাকি হতেই, অর্ক স্বস্তির শ্বাস নিল।

সে ও কবিতা

পঙ্কজকুমার ঝা

কাঞ্চন কোনওদিনই পুরস্কারের আলোকিত মঞ্চে দাঁড়াতে আগ্রহী ছিল না। সাহিত্যসভা থেকে আমন্ত্রণ এলে সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলত— কবিতাই আমার একমাত্র পরিচয়। কাঞ্চনের বসবাস ছিল এক ক্ষুদ্র ঘরে; একটি জানলা, একটি কাঠের টেবিল, আর টেবিলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কাগজ— যেন ছিন্ন আত্মার মানচিত্র। সেই কাগজগুলিতেই বাস করত তাঁর সবচেয়ে আপন সত্তা— কবিতা। কবিতা কোনও সুন্দরী নারী নয়, নিছক শব্দের বিন্যাসও নয়; কবিতা ছিল তার নিঃশ্বাস, তার অস্তিত্বের নীরব আশ্রয়।
যেদিন ব্যর্থতার ভারে সে নুয়ে পড়ত, কবিতা নিঃশব্দে তার কাঁধে হাত রাখত। প্রত্যাখ্যানের দিনগুলিতে কবিতা কিছু না বলেই পাশে বসে থাকত— সহমর্মিতার গভীর নীরবতায়। একদিন কবিতা প্রশ্ন করেছিল, 'আমার কাছে আসতে ইচ্ছে হয় না তোমার?' কাঞ্চন হেসে বলেছিল, 'তোমার দেওয়া স্নেহই যথেষ্ট।'
বছর পেরোল, প্রাপ্তি এল না; তবু কাঞ্চন জানত— ভালোবাসা জোর করে অর্জন করা যায় না। সম্মান নয়, পদক নয়— শুধু সেই না-ভোলার ভালোবাসাই তাকে প্রেমের অর্থ শিখিয়েছে।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

কবিতা

চিলাপাতা জঙ্গল জানে

সুবীর সরকার

চিলাপাতা জঙ্গল জানে শিবজির গল্প।
বুড়ি বাসরার জলে গোড়ালি ডুবিয়ে দেখি দূরের
ভুটান পাহাড়
বিমল রাভার ঘাট।
বাঁশবাড়ি লাইনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে অগ্নু
ওরাওঁ
মথুরার ভরা হাটে আজও উপকথা হয়ে ঘুরে বেড়ায়
মণ্ডল জোতদারের হাতি
আমি একা একা চলে যাই চিন্তাহরণ পালের
বাড়ি
বুকের ভেতর কান্না। বুকের ভেতর হাতিমাহুতের কত
গান

উত্থানের পাণ্ডুলিপি

কিশোর মজুমদার

ধোঁয়াটে আকাশের নীচে
পড়ে থাকা এক জীর্ণ পাণ্ডুলিপি,
যাতে লেখা ছিল এক অদ্ভুত বিজয়ের আভা।
অশান্ত সমুদ্রের বাঁকে
সেই আলোক-রেখা আজও কাঁপে,
যেন কোনো এক আদিম বাসুকির ফণা
তুলে ধরা ভয়।
ক্ষমতার কবজাগুলো আজ মরচে পড়া, স্থির—
যেখানে বুদ্ধির এলেম হার মেনেছে অন্ধ লোভে।
স্মৃতির লণ্ঠন হাতে কে যেন করে চলে অতল জরিপ,
কতটা সভ্যতা লুট হল, কতটা রক্ত হল নীল আফিম।
ভাঙা বেঞ্চের ওপর রাখা এক বোতল তরল সাবান,
ধুয়ে ফেলতে চায় ইতিহাসের গায়ে লেগে থাকা কালো দাগ।

কেউ কেউ বৃষ্টিতে লীন হয়

চিরঞ্জীব রায়

কেউ কেউ বৃষ্টিতে লীন হয়
বিরক্তি গায়ে মেখে কেউ স্রেফ ভিজে যায়
পাখির ওড়ায় কেউ ঋতি খোঁজে
জেনেশুনে পথ ভোলে বনমাঝে

কারও কাছে গাছ মানে সোনাদানা
কেটেকুটে সাফ করে দিতে চায়
কেউ তার সুগন্ধী সুখটাকে
সযত্নে বালাপোশে মুড়ে রাখে

কেউ সুখ ছিঁড়েখুঁড়ে ময়নাতদন্ত করে
দেখে, যদি স্বরূপটা চেনা যায়।

কেউ চায় সব আলো জ্বেলে দিতে
নিঃশেষে সব খেলা খেলে নিতে
আর কেউ নিক্তিতে মেপে নিতে
ঠিকঠাক সব চায়।

ভূমি

অনুভব দে

১
বইমেলায় কবিরা বই হাতে তুলে দিচ্ছে
নামগুলো দেখে
কবিতাকে চেনার চেষ্টা করছি
কবি বড় অচেনা হয়ে যাচ্ছে
২
আড্ডায় একদিন শোনা গেল
বাহনের পেছনের লেখা
কেউ বইয়ে সংকলন করেছেন

ওকে টাটা হর্ন প্লিজ
লেখাগুলো ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে

ওদের কোন আলাদা ভাষা নেই
৩
মহাসড়ক
এখন মহাদেশের নামে
আকাশ ছুঁইছে বাতিস্তম্ভ
দিনেরবেলা ট্রাকেরা বিশ্রাম নেয়
এক একটি রাজ্য
অনেকগুলি সংস্কৃতি
হেঁটে গেলে নানান খাবারের গন্ধ পাওয়া যাবে
বাতিস্তম্ভর নাম
দেশ

স্বপ্ন এবার হয়ে যাবে কি সত্যি?

অল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেদের কোচকে বরখাস্ত করেছে ইংল্যান্ডের দুই ক্লাব। ইতিমধ্যে তাঁদের পরিবর্তও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আজকের 'খেলতে খেলতে'-র পাতায় রইল সেই বিষয়েই আলোচনা।

ট্রফি থেকে ট্রানজিশন

অগ্নিব্রত গুপ্ত

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পর যখন ক্লাব বিশ্বকাপেও দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলছিল লুইস এনরিকের প্যারিস সাঁ জাঁ ঠিক তখনই ফাইনালে ঘটল ছন্দপতন। সৌজন্যে চেলসি এবং তাদের কোচ এনজো মারেস্কা। তার আগে এই ভদ্রলোকের কোচিংয়ে চেলসি উয়েফা কনফারেন্স লিগও জিতেছিল। অথচ এহেন মারসেকাকেই তার কয়েক মাসের মধ্যে সরিয়ে দিল চেলসি। এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই অবাক সকলে।

আসলে টড বোহেলির নেতৃত্বে চেলসির নতুন মালিকানা আসার পর ক্লাবের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে বড় নামের পেছনে ছোটা এবং দ্রুত সাফল্যই ছিল মূল লক্ষ্য, এখন সেখানে চলছে একেবারে ভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট। যার মূলভিত্তি তরুণ প্রতিভা খুঁজে বের করা, ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সবমিলিয়ে চেলসিকে আধুনিক ইউরোপিয়ান মডেলের ক্লাবে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই নতুন ধাঁচের সঙ্গে একটা বড় দ্বন্দ্ব থেকেই যাচ্ছে, সেটা হল ধৈর্যের প্রয়োজন বনাম দ্রুত ফলাফলের চাপ।

গত কয়েক বছরে একের পর এক কোচ বদল সেই বাস্তবতাই তুলে ধরে। মালিকপক্ষ যতই ভবিষ্যতের কথা বলুক, মাঠে ফল খারাপ হলেই ধৈর্য খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়। মারেস্কাকে নিয়োগ করা হয়েছিল এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। যিনি একজন আধুনিক চিন্তার কোচ হিসেবে ধীরে ধীরে দলকে গুছিয়ে তুলবেন। শুরুতে কিছু ওঠানামা থাকলেও, তাঁর অধীনে চেলসি নিজেদের ফুটবল পরিচয় তৈরি করতে শুরু করেছিল। মারেস্কার দর্শনে চেলসি শুধু দুটি ট্রফিই জেতেনি, বরং দলের খেলার ধরনেও স্থিতিশীলতা এসেছিল।

এই কারণেই মারেস্কাকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই তাড়াহুড়ো বলে মনে হয়েছে। তাঁর সময়ে চেলসি শুধু ভালো ফুটবল খেলেনি, দল হিসেবে পরিণতও হয়েছিল। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত উন্নতিতে। মোয়েস কাইসেদো, যিনি শুরুতে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ছিলেন, মারেস্কার কোচিংয়ে ধীরে ধীরে মিডফিল্ডের প্রধান ভরসায় পরিণত হন। রিস জেমস দীর্ঘ চোট কাটিয়ে আবার দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন। তরুণ এস্তেবাও কিংবা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে আসা গার্নাচোর মতো প্রতিভারা তাঁর অধীনে আরও আত্মবিশ্বাসী এবং ধারালো ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন।

মারেস্কার জায়গায় আসা লিয়াম রোজেনিওরের ওপরেও চাপ থাকবে প্রচণ্ড। তাঁর দল শুধু ভালো ফুটবল খেললেই চলবে না। তাঁকে ফলাফল আনতে হবে, বড় ম্যাচ জিততে হবে, সর্বোপরি ট্রফির লড়াইয়ে থাকতে হবে।

বড় ম্যাচে দলের মানসিকতাতেও স্পষ্ট উন্নতি দেখা গিয়েছিল। বার্সেলোনা এবং লিভারপুলের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় দেখিয়ে দিয়েছিল যে মারেস্কার চেলসি কঠিন পরিস্থিতিতেও লড়াই করতে জানে। তাই এমন একজন কোচকে হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া ক্লাবের ধারাবাহিকতার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত কি না-সেই প্রশ্নটা থেকেই যায়। সম্প্রতি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে আর্সেনালের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হারলেও সেই ম্যাচটা অনেক দিক থেকেই ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছিল। ফলাফল পক্ষে না গেলেও দল যেভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছে, ম্যাচে ফিরে আসার চেষ্টা করেছে-তা দেখিয়েছিল স্কোয়াড মানসিকভাবে সঠিক জায়গাতেই আছে। এমন পারফরম্যান্সের পর কোচ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তাই আরও বেশি বিতর্ক তৈরি করেছে।

এখন সেই জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন লিয়াম রোজেনিওর। তাঁর জন্য কাজটা মোটেও সহজ নয়। তিনি এমন একজনের জায়গা নিচ্ছেন, যিনি ইতিমধ্যেই দলের মধ্যে জয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন। তবে রোজেনিওর নিজের স্ট্রাসবুর্গে প্রমাণ করেছেন যে তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে সংগঠিত এবং আধুনিক ফুটবল দল বানাতে তিনি দক্ষ। তাঁর ফুটবল দর্শনের মূল শক্তি হল শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রেসিং, দ্রুত ট্রানজিশন এবং ট্যাকটিক্যাল ভারসাম্য। চেলসির বর্তমান স্কোয়াডের গঠন দেখলে বোঝা যায়, এই স্টাইলের সঙ্গে দলটা ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে। কোল পালমার, পেড্রো নেটো এবং গার্নাচোর মতো গতিময় ও টেকনিক্যাল খেলোয়াড়রা তাঁর সিস্টেমে আরও কার্যকর হয়ে উঠতে পারেন। মিডফিল্ডে কাইসেদো ও এনজো ফার্নান্দেজের জুটি রোজেনিওরের অধীনে আরও সুসংগঠিত ভূমিকা পাবে বলে আশা করা যায়।

আর্সেনালের বিপক্ষে সাম্প্রতিক ম্যাচে যে রেজিলিয়েন্স দেখা গিয়েছে, সেটাই রোজেনিওরের জন্য সবচেয়ে বড় আশার জায়গা। দল মানসিকভাবে শক্ত আছে, লড়াই করার ইচ্ছা আছে-এটাই নতুন কোচের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। যদি তিনি দ্রুত খেলোয়াড়দের আস্থা অর্জন করতে পারেন এবং নিজের কৌশল মাঠে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে চেলসি আবার ধারাবাহিক জয়ের পথে ফিরতে পারবে। তবুও বাস্তবতা হলো, চাপ তাঁর ওপরেও থাকবে। নতুন মালিকানা কাঠামোতে শুধু ভালো ফুটবল খেললেই চলবে না-ফলাফল আনতে হবে, বড় ম্যাচ জিততে হবে, ট্রফির লড়াইয়ে থাকতে হবে। মারেস্কা যে মানদণ্ড তৈরি করে গেছেন, সেটাকে ধরে রেখে আরও এগিয়ে নেওয়াই হবে রোজেনিওরের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

সবমিলিয়ে চেলসি এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। একদিকে নতুন কোচ, নতুন পরিকল্পনা—অন্যদিকে সমর্থকদের পুরোনো প্রত্যাশা, জয়ের অভ্যাস এবং সাফল্যের দাবি। লিয়াম রোজেনিওর এই কঠিন চ্যালেঞ্জ কতটা সফলভাবে সামলাতে পারবেন, সেটাই ঠিক করে দেবে চেলসির আগামী দিনের গল্প কোন পথে এগোবে।

রেড ডেভিলস নাকি রেড ডেভিড?

শৌভিক চক্রবর্তী

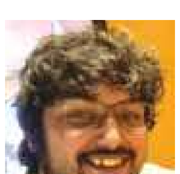

৪৭০, ঠিক এতদিন ধরেই নিজের চুল কাটেননি ফ্র্যাঙ্ক লেট। নামটা শুনে তাঁকে চেনা খানিক কঠিন হলেও যদি বলা হয় তিনিই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সেই ফ্যান যিনি সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রিয় ক্লাব টানা পাঁচ ম্যাচ না জিতলে নিজের চুল কাটবেন না। তাঁর সেই ঘোষণার পর প্রায় ৪৭০ দিন অতিক্রান্ত। ইউনাইটেডের টানা পাঁচ ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন এখনও অধরা। রেড ডেভিলসরা এখন যেন অচিরেই হয়ে গিয়েছে রেড ডেভিড। এরইমধ্যে বাকি সিজনের জন্য মাইকেল ক্যারিক ইউনাইটেডের ডাগ-আউটে দাঁড়াতে চলেছেন সেই অফিসিয়াল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ইউনাইটেড ম্যানেজার হিসেবে এটি তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস, সবমিলিয়ে ২০১৩ পরবর্তী সময়ে ক্লাবের দ্বাদশতম ম্যানেজার তিনি। মোয়েস, লুই ভান গল, মোরিনহো, টেন হ্যাগের পর রুবেন অ্যামোরিমও পারলেন না ইউনাইটেডের 'গ্লোরি ডে' ফিরিয়ে আনতে। অতীতে মোরিনহো বা টেন হ্যাগ অন্তত ট্রফি জিতিয়েছিলেন, কিন্তু অ্যামোরিম সেখানেও ব্যর্থ। তাঁর হাইলাইন থ্রি-ব্যাক সিস্টেম প্রিমিয়ার লিগের মতো ফাস্ট-ফরোয়ার্ড লিগে খাপ খায়নি। চোট-আঘাত আর ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টের কারণে অ্যামোরিম পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড পাননি ঠিকই, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে চলতি সিজনে ইউনাইটেডের স্কোয়াড ডেপথ মোটেও খারাপ ছিল না। অথচ এমবিউমো, কুনহা এবং বেঞ্জামিন সেস্কো আসার পরেও পারফরম্যান্স আহামরি হয়নি, লিগ টেবিলে দল এখন সপ্তমে।

রুবেন অ্যামোরিমের মূল দর্শন ছিল ৩-৪-৩, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী ৩-৩-১-৩ কিংবা ৩-৫-২-এ রূপান্তরিত হত। মূল মন্ত্র ছিল অবিরাম ছোটা। তিনজন সেন্টার ব্যাক, ডাবল পিভট এবং দুজন ওভারল্যাপিং উইংব্যাক নিয়ে গঠিত এই ছকে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে কখনও উইংয়ে শিফট করতে হত। কিন্তু এই সিস্টেমে শুরুতেই যিনি ব্রাত্য হয়ে পড়েন, তিনি বেঞ্জামিন সেস্কো। সেস্কো প্রপার নাম্বার নাইন, যিনি লেওয়ানডস্কির মতো বলের জন্য অপেক্ষা করেন এবং স্পেস খুঁজে থ্রু পাস ধরতে পছন্দ করেন। তিনি ক্রিয়েটিভ হোল্ডার নন, অথচ অ্যামোরিম তাঁকে দিয়ে সেই কাজটাই করাতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে মাঝমাঠে ব্রুনো ছাড়া আর কোনও দক্ষ ডিস্ট্রিবিউটার নেই। ম্যাসন মাউন্ট আক্রমণে ধারহীন, ডিপ মিডে ক্যাসেমিরো এখন বড্ড মন্থর। উগার্তে তো লিস্টের বাইরেই চলে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড সমর্থকরা নিশ্চয়ই স্কট ম্যাকটমিনেকে মিস করছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই সিস্টেমের সবচেয়ে উপযুক্ত গোলস্কোরার জোসুয়া জার্কজিকে অ্যামোরিম বেশিরভাগ সময় বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছেন।

রুবেন অ্যামোরিম খেলছিলেন উইং ধরে, আর সেখানেই ছিল সব গণ্ডগোল। উইংব্যাক হিসেবে তাঁর প্রথম পছন্দ মাৎজারাউই চোটপ্রবণ এবং সিজনের মাঝপথে আফ্রিকান নেশনস কাপে ব্যস্ত। বদলে সুযোগ পাওয়া দিয়োগো ডালোট ফর্মের ধারেকাছেও নেই। মিসপাস আর দুর্বল ট্যাকলের কারণে তিনি এখন কার্যত দলের কাছে বোঝা হয়ে গিয়েছেন। সাম্প্রতিক এফএ কাপে ব্রাইটনের কাছে হারের পেছনেও ডালোটের ম্যান-মার্কিংয়ের ভুল প্রকট ছিল। প্যাট্রিক ডোরগু প্রতিশ্রুতিমান হলেও এখনও ধারাবাহিক নন। অ্যামোরিমের সিস্টেমে সবচেয়ে বেশি খাটতে হয় ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে। ক্যাসেমিরো সেখানে পুরোপুরি অকেজো। কোবি মাইনু বক্স-টু-বক্স প্লেয়ার হলেও প্রপার হোল্ডার নন। ফলে কাউন্টার অ্যাটাকে ইউনাইটেডকে সবসময়ই দিশেহারা দেখিয়েছে। চলতি সিজনে সেটপিস থেকে ইউনাইটেড সবচেয়ে বেশি গোল করলেও, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব ব্রুনোর। কিন্তু ব্রুনো যখনই অনুপস্থিত থাকেন যেমন উলভস, লিডস বা বার্নলের বিপক্ষে ম্যাচে। দেখা গিয়েছে দল তখনই দিশেহারা হয়ে পয়েন্ট হারিয়েছে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এখন 'Country Roads' গানের সুরে মিশে আছে 'WE WANT OUR CLUB BACK' স্লোগান। ফার্গুসন পরবর্তী ইউনাইটেড যেন এক বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রতিচ্ছবি। মালিকপক্ষের অদূরদর্শিতা আর বারবার কোচ বদল ক্লাবকে অস্থির করে তুলেছে। লিভারপুল বা আর্সেনাল তাদের প্রসেসে বিশ্বাস রেখেছে, কিন্তু ইউনাইটেড বোর্ড অ্যামোরিমকে সেই সময় দেয়নি। সেইসঙ্গে পজিশন অনুযায়ী প্লেয়ার নির্বাচনে স্কাউটাররা গত কয়েক বছর ধরেই ব্যর্থ।

এবার দায়িত্ব ক্যারিকের ওপর। আর্সেনালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে তাঁর প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল। এবার সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা- ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি এবং ইউরোপের বর্তমান সেরা দল আর্সেনাল। ঘরোয়া কাপ থেকে বিদায় এবং ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় না থাকা ইউনাইটেডের জন্য এই সিজনটা বড়ই মলিন। জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতেও তেমন কোনও হেলদোল দেখা যায়নি, যদিও কার্লোস বালেবা বা এলিয়ট অ্যান্ডারসনের মতো ফুটবলার মিডফিল্ডের অভাব পূরণ করতে পারতেন।

২০১৩-র পর এক যুগ কেটে গিয়েছে, লিগের মুকুট আর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফেরেনি। সমর্থকরা আজও সেই ২০০৮ সালের লুঝনিকি স্টেডিয়ামের রাতের স্বপ্ন দেখেন। লিভারপুলের মতো ত্রিশ বছরের খরা কাটাতে হবে না তো? এই অজানা আশঙ্কায় বুক বেঁধেও কোনও এক রহস্যময় টানে সমর্থকরা আজও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ছোটেন। ক্যারিকের সামনে প্রশ্নপত্র কঠিন, কিন্তু একবুক আশা নিয়ে রেড ডেভিলরা তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে।

মহাকালেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক বিরাট

নির্ণায়ক যুদ্ধে রোকোর ভরসায় ভারত

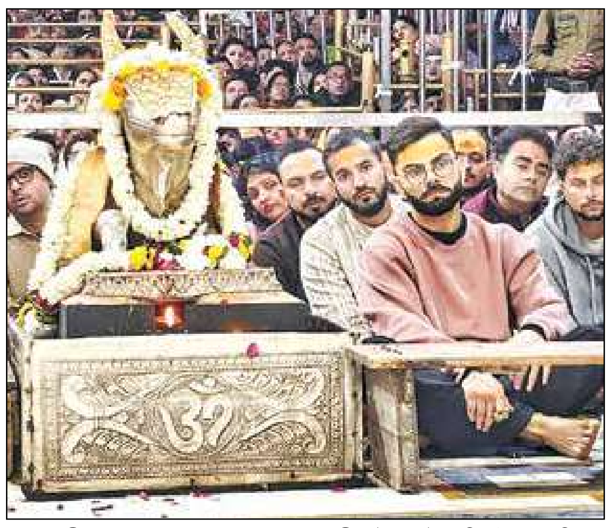

কুলদীপ যাদবের সঙ্গে মহাকালের আশীর্বাদ প্রার্থনায় বিরাট কোহলি।

ইন্দোর, ১৭ জানুয়ারি : কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নন শুভমান গিল।

বিষাক্ত পানীয় জল খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় কয়েকদিন ধরেই তোলপাড় ইন্দোর। জল নিয়ে তাই কোনও ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটতে নারাজ ভারত অধিনায়ক। ৩ লাখ টাকার বিশেষ জল পরিশোধক যন্ত্র নিয়েই ইন্দোরের টিম হোটেলে পা রেখেছেন শুভমান।

বিরাট কোহলি এদিন স্বস্ত্রীক পুজো দিলেন উজ্জয়নের মহাকালেশ্বর মন্দিরে। সঙ্গী কুলদীপ যাদব, লোকেশ রাহুলও। মন্দিরের গর্ভগৃহেও যান। ভক্তি, নিষ্ঠা মেনে পুজো দেন। শুক্রবার দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর পুজো দেন মহাকালেশ্বর মন্দিরে। আজ বিরাট।

ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার পাশাপাশি প্রার্থনা দলের জন্যও। আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই সিরিজের নির্ণায়ক দ্বৈরথ। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জয়ে পাখির

> **ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড**
>
> **তৃতীয় ওডিআই আজ**
>
> **সময় :** দুপুর ১.৩০ মিনিট
> **স্থান :** ইন্দোর
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

চোখ। ব্যাট-বলের যে টক্করে মহাকালেশ্বরের আশীর্বাদ নিলেন বিরাট।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে কোহলি স্পেশালে জয় এসেছিল। রাজকোটে লোকেশ রাহুলের সেঞ্চুরি ঢাকা পড়ে ড্যারেল মিচেলের দুরন্ত ইনিংসে।

রবিবাসরীয় দ্বৈরথে দুই দলের সামনেই সিরিজ জয়ের হাতছানি। হোম অ্যাডভান্টেজ ভারতের পক্ষে। যদিও কিউয়িদের প্রশংসনীয় লড়াইয়ে ঘরের মাঠেও টিম ইন্ডিয়াকে ফেভারিট বলা যাচ্ছে না। বল হাতে কাইল জেমিসন, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের সঙ্গে ব্যাটিংয়ে মিচেল আগ্রাসন—শুভমান ব্রিগেডের জন্য আবারও কড়া চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।

২০২৪-এর গত সফরে টেস্টে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল কিউয়িরা। সেই ক্ষত উসকে দিয়ে এবার মাইকেল ব্রেসওয়েলদের লক্ষ্য ওডিআই সিরিজ। যা আটকাতে নির্ণায়ক যুদ্ধে উইনিং টিম কম্বিনেশনের খোঁজে গম্ভীররা। রাজকোটে লোকেশের দুরন্ত প্রচেষ্টার পাশে ব্যাটিংয়ে সংগত বলতে শুভমানের হাফ সেঞ্চুরি।

আগামীকাল 'মরণবাচন' ম্যাচে রাজকোটের ব্যর্থতা ঝেড়ে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ব্যাট কতটা চওড়া হয়, সেদিকে চোখ থাকবে। এক-আধটা ম্যাচ বাদ দিলে বিরাট টানা রানের মধ্যে। র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষেও রয়েছেন। রোহিতকে নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে

ব্যাটিং অনুশীলনে চলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। সাময়িক বিশ্রামে যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, জিতেশ শর্মা, প্রসিধ কৃষ্ণারা। শনিবার ইন্দোরে।

শুরু করছে। সম্ভাবনা তৈরি করেও বারবার ২০-৩০-এ ফিরছেন।

রাজকোট ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিতের যে ফর্ম, পারফরমেন্সের দিকে আঙুল তোলেন সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। যা নিয়ে নতুন করে গম্ভীর বনাম রোহিত সমীকরণ সামনে আসছে। তবে এই মুহূর্তে দলের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা রবীন্দ্র জাদেজা। জাড্ডুর অলরাউন্ড শোয়ের দেখা মিলছে না বেশ কিছুদিন ধরে। অথচ, হাতে বিকল্পও নেই।

সমালোচকদের অভিযোগ যে অভাব মেটাতে পারত, সেই অক্ষর প্যাটেলকে দলেই রাখেনি নির্বাচক কমিটি, থিংকট্যাংক! কুলদীপ যাদবকেও নিষ্প্রভ দেখিয়েছে মিচেলদের সামনে। শেষ ম্যাচের জন্য ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায় আয়ুষ বাদোনিকে ডাকা হয়েছে। তবে বাদোনি মূলত ব্যাটিং অলরাউন্ডার। যদিও টিম সূত্রের খবর, কাল ওডিআই ক্যাপও পেয়ে যেতে পারেন বাদোনি। সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ নীতীশকুমার রেড্ডির ওপর কোপ পড়বে সেক্ষেত্রে। প্রসিধ কৃষ্ণার পরিবর্তে পেস ব্রিগেডে সম্ভবত অর্শদীপ সিং।

চোট আঘাত, দলের একাধিক প্লেয়ারের অফফর্ম সিরিজের ফয়সালা ম্যাচের আগে রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। কিউয়িদের সামনে সেখানে কিছু হারানোর নেই। বোলিং কমজোরি। অনভিজ্ঞ। কিন্তু গত দুই ম্যাচে সীমিত রসদকেই দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল।

মুগ্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের কথায়, কীভাবে প্রতিবন্ধকতা, দুর্বলতা ঝেড়ে লড়াইয়ের রসদ আত্মস্থ করে মাঠে নামে কিউয়িরা, তা দেখার জন্য ব্রেসওয়েলদের সাজঘরে থাকতে চান। অবশ্য অতীত রেকর্ড বলছে বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ মিলিয়ে ভারতে মোট ১৬বার ওডিআই সফর করলেও ব্ল্যাক ক্যাপসরা কখনও ভারতের মাটি থেকে সিরিজ বা ট্রফি জেতেনি।

ব্রেসওয়েলরা সেই 'মিথটাকে' ভাঙতে চান এবার। মাঝের ওভারে কুলদীপ বনাম মিচেল যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ। রাজকোটে ভারতীয় চায়নাম্যান স্পিনারকে দাঁত ফোটাতে দেননি মিচেল। পালটা জবাবের জন্য মুখিয়ে থাকবেন কুলদীপ। জাদেজার ফর্মে ফেরাও পাশাপাশি জরুরি। যেমন জরুরি কিউয়ি ব্যাটিংকে শুরুতে ধাক্কা দিতে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানাদের নতুন বলে উইকেট নেওয়া।

হোলকার স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিং সহায়ক হিসেবে পরিচিত। ১৪ বছর আগে এই মাঠেই ঘটেছিল গম্ভীরের দীর্ঘদিনের সতীর্থ বীরেন্দ্র শেহবাগে ২১৯ রানের বিস্ফোরণ। এখানে শেষ দুই ম্যাচ ভারত করেছিল ৩৯৯ ও ৩৮৫। শেষটা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আগামীকাল নতুন দিন। নির্ণায়ক টক্কর। কোচ গম্ভীরের 'শেহবাগ' কে হয়, এখন সেটাই দেখার।

তৃতীয় ওডিআইয়ের আগে শ্যাডো প্র্যাকটিসেই বড় ইনিংসের প্রস্তুতি রোহিত শর্মার। শনিবার।

বিশ্বকাপে খেলা তো সবারই স্বপ্ন : সিরাজ

বাদ পড়লেও দলকে শুভেচ্ছা

ইন্দোর, ১৭ জানুয়ারি : ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের সঙ্গে ভিকট্রি ল্যাপে আবেগে ভেসেছেন। যদিও মাঝের ২ বছরে ছবিটা বদলে গিয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু আসন্ন টি২০ বিশ্বযুদ্ধে ডাক পাননি। জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে অগ্রাধিকার পেয়েছেন অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা। হতাশা স্বাভাবিক মহম্মদ সিরাজের।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের আসর। বাড়তি উন্মাদনা। অথচ, দলের সঙ্গে থাকার বদলে টিভিতে চোখ রাখতে হবে। আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচের আগের দিন সেই আক্ষেপ সিরাজের গলায়। 'হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস'-এর কথায়, বিশ্বকাপ খেলা সবারই অন্যরকম স্বপ্ন।

নিজে ডাক না পেলেও টি২০ দলকে বিশ্বকাপের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না। সিরাজ বলেন, 'গত টি২০ বিশ্বকাপে খেলেছিলাম। কিন্তু এবার দলে নেই। দেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলা প্রতিটি প্লেয়ারের কাছে অন্যরকম স্বপ্ন। আর খাতায়-কলমে বেশ ভালো দল হয়েছে। দল সাফল্যের মধ্যেও রয়েছে। ওদের জন্য শুভেচ্ছা রইল। আশাকরি, ট্রফি ভারতেই থাকবে।'

তাঁর বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক হলেও টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের পাশেই দাঁড়ালেন সিরাজ। বলেন, 'বাদ পড়া, আবার দলে ঢোকা, এরকম কিছু হয়নি আমার সঙ্গে। মূলত বিশ্রামের কারণেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে (ওডিআই) খেলেছি, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বিশ্রাম। টানা টেস্ট ম্যাচ খেলার ফলে বাড়তি ওয়ার্কলোড থাকে। তরতাজা হয়ে নামতে একজন পেসারের পর্যাপ্ত বিশ্রাম জরুরি।'

গম্ভীর জমানায় দলের সাজঘরে পরিবেশ কেমন? কান পাতলেই ফিসফিসানি, রোহিত, বিরাটের মতো হেডকোচের সুনজরে সিরাজও নেই। যদিও বিতর্কে যেতে নারাজ সিরাজ। বলেন, 'দলের পরিবেশ বেশ ভালো। সিনিয়াররা সবসময় তাদের মতামত জানায়। আর হারজিত খেলার অঙ্গ। সামনেই বড় টুর্নামেন্ট রয়েছে। তার জন্য প্রস্তুতিও চলছে। সেদিক থেকে সাজঘরের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

পাশে দাঁড়াচ্ছেন রবীন্দ্র জাদেজার (০/৪৪, ০/৫৬)। সিরাজের দাবি, এনিয়ে মাথা খারাপের কিছু নেই। দলও ভাবিত নয়। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিরাজ বলেন, 'জাদেজার ফর্ম নিয়ে চিন্তার কোনও জায়গা আছে বলে আমি মনে করি না। একটা-দুটো উইকেট পেয়ে গেলেই সব বদলে যাবে। তখন জাদেজাকে অন্যরকম বোলার লাগবে।'

> **জাদেজার ফর্ম নিয়ে চিন্তার কোনও জায়গা আছে বলে আমি মনে করি না। একটা-দুটো উইকেট পেয়ে গেলেই সব বদলে যাবে। তখন জাদেজাকে অন্যরকম বোলার লাগবে।**
>
> **-মহম্মদ সিরাজ**

রাজকোটে দ্বিতীয় ম্যাচে ড্যারেল মিচেল প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন ভারতীয় বোলিং নিয়ে। একবগ্গা দাপটে অনায়াসে টপকে গিয়েছেন ভারতের ২৮৪ রানের চ্যালেঞ্জ। সিরাজ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। একইসঙ্গে দাবি, দুই ম্যাচেই ভারত ভালো খেলেছে। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং, বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে খারাপ শুরুর পরও লোকেশ রাহুল স্কোরকে দারুণ জায়গায় পৌঁছে দেন।

ইন্দোরেও থাকছে মিচেল-কাঁটা। যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সিরাজ পালটা দাবি, 'রাজকোটে সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ক্যাচ পড়ে যায়। যদি তা ধরা যেত, তাহলে পরিস্থিতি আলাদা হত। বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার। সুযোগ নষ্ট করলে তার ভালোমতো খেসারত দিতেই হয়। মিচেলকে ফেরানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি আমরা। কিন্তু ঘুরেফিরে ক্যাচ ফেলা বিপক্ষে গিয়েছে।'

'পাশে থাকার জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ'

সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়ানোর ছবি পোস্ট করে ভক্তদের ধন্যবাদ জানালেন ড্যামিয়েন মার্টিন।

মৃত্যুকে হারিয়ে বাড়িতে মার্টিন

সিডনি, ১৭ জানুয়ারি : ব্যাট হাতে লড়াইটা তাঁর রক্তে।

স্টিভ ও, রিকি পন্টিংয়ের জমানায় অস্ট্রেলিয়া দলের তারকাদের ভিড়ে অন্যতম তারকা ছিলেন। এবার ব্যাট নয়, জীবন যুদ্ধে মৃত্যুর মুখ থেকে কার্যত বেঁচে ফিরলেন ড্যামিয়েন মার্টিন। মেনিনজাইটিসের আক্রান্ত হয়ে কোমায় চলে গিয়েছিলেন। সপ্তাহখানেক যমে-মানুষে টানাটানি। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা। কঠিনতম যুদ্ধে জিতে বাড়ি ফেরার খবর নিজেই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সকলকে পাশে থাকার জন্যও।

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, ম্যাথু হেডেনদের সতীর্থ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমার পরিবার, বন্ধু, অগণিত মানুষ, যারা আমার সুস্থতা কামনা করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য এই পোস্ট। গত ২৭ ডিসেম্বর জীবনের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। আটদিন কোমায় কাটাতে হয়েছে। লড়াই করেছি।'

বাড়ি ফিরে এবার লড়াই ধীরে ধীরে পুরোনো রুটিনে ফেরা। সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়ানোর ছবি পোস্ট করে ড্যামিয়েন মার্টিন আরও লিখেছেন, 'বাড়ি ফিরতে পেরে আমি খুশি। ভালো লাগছে সমুদ্র সৈকতে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে।'

পোস্টে মার্টিন আরও লিখেছেন, 'আমার বাঁচার সম্ভাবনা ৫০-৫০ ছিল। ৮ দিন লড়াই করে কোমা থেকে ফেরা। শুরুর দিকে হাঁটতে, কথা বলতেও পারছিলাম না। দিন চারেক পর হাঁটা শুরু করি। এখন কথা বলতেও পারছি। আমার যে দ্রুত উন্নতি দেখে চিকিৎসকরাও চমকে গিয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এখন বাড়িতে।'

চিন্নাস্বামীতেই খেলার সুযোগ বিরাটদের

বেঙ্গালুরু, ১৭ জানুয়ারি : ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর খেলা দেখার সম্ভাবনা ফের উজ্জ্বল। দীর্ঘ টানাপোড়েন কাটিয়ে আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের ছাড়পত্র দিল কর্ণাটক সরকার। অর্থাৎ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু যদি মনে করে, চিন্নাস্বামীতে তাদের আইপিএলের ম্যাচ খেলতে পারবে। গত বছর আইপিএল বিজয়োৎসব ঘিরে চিন্নাস্বামীতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১১ জন সমর্থক

আইপিএল আয়োজনে ছাড়পত্র

প্রাণ হারান। তারপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নিরাপত্তার কারণে মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচও সরানো হয় চিন্নাস্বামী থেকে। টালবাহানার কারণে হোমগ্রাউন্ড বদলের কথা ভাবছে বিরাট কোহলির ফ্র্যাঞ্চাইজি।

তবে আজকের নাটকীয় পরিবর্তনের পর আরসিবি কী করে সেটাই দেখার। কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা (কেসিএ) মরিয়া ছিল আইপিএলের ম্যাচ রাজ্যে রাখতে। দীর্ঘ আলোচনার সুফল, শর্তসাপেক্ষে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ছাড়পত্র।

কেসিএ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'শর্তসাপেক্ষে কর্ণাটক সরকার অনুমতি দিয়েছে। চিন্নাস্বামীতে ক্রিকেট আয়োজনে আর বাধা রইল না। সরকারের সমস্ত শর্ত পূরণ করে ম্যাচ আয়োজনে আমরা প্রস্তুত। দর্শকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষার দিকে বাড়তি নজর দেওয়া হবে।'

আবারও হার হরমনপ্রীতদের, দাপট মেগের

নভি মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দাপুটে জয় ইউপি ওয়ারিয়র্সের। টানা দ্বিতীয় হারের মুখ দেখল হরমনপ্রীত কাউরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

এদিন শুরুতে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৮৭ রান করে ওয়ারিয়র্স। সৌজন্যে মেগ ল্যানিং-ফোবি লিচফিল্ড জুটি। ৫ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর তাঁরাই জুটিতে ১১৯ রান যোগ করেন। ব্যক্তিগত ৬১ রানে আউট হন লিচফিল্ড। ৭০ রান করেন ল্যানিং। ঝকঝকে এই ইনিংস খেলার পথে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে সর্বাধিক (১১টি) অর্ধশতরানের মালিক হলেন তিনি।

শেষ ছয় ওভার তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে মুম্বই।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে মুম্বই। ইউপি বোলারদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের সামনে ছন্দ হারায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। বড় রান করতে ব্যর্থ অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরও। ৬৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে একটা সময় লজ্জাজনক হারের আশঙ্কা চেপে বসে মুম্বই শিবিরে। শেষবেলায় অ্যামেলিয়া কের-আমনজ্যোৎ কাউর জুটির লড়াই কিছুটা ম্যাচে ফেরায় হরমনপ্রীতের দলকে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ১৯ নম্বর ওভারে ২৪ বলে ৪১ রান করে আমনজ্যোত ফিরতেই সব আশা শেষ। ২০ ওভার শেষে ওয়ারিয়র্সের থেকে ২২ রান দূরে থামে মুম্বই। তাদের স্কোর ৬ উইকেটে ১৬৫। অ্যামেলিয়া অপরাজিত থাকেন ৪৯ রানে।

প্রতিযোগিতায় শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি ইউপি ওয়ারিয়র্সের। প্রথম তিন ম্যাচ হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিল তারা। তারপর এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় জয়ে অনেকটাই স্বস্তি পেল ইউপির দলটি। অন্যদিকে, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য এই হার কেবল এক সতর্কবার্তা। পাঁচ ম্যাচে এই নিয়ে তৃতীয় হারের মুখ দেখল তারা।

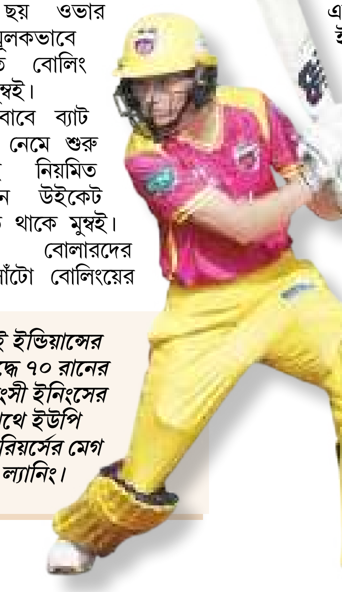

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৭০ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের পথে ইউপি ওয়ারিয়র্সের মেগ ল্যানিং।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতেই সুর বেঁধে দিলেন রজার ফেডেরার ও আন্দ্রে আগাসি। ডাবলস ম্যাচে তাঁরা মুখোমুখি হন লেটন হিউয়িট ও প্যাট র‍্যাফটারের। মেলবোর্নে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

ক্ষুধার্ত আলকারাজ, ৪৫-এও অদম্য ভেনাস

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : তরুণ তুর্কির ইতিহাস গড়ার হাতছানি। একইসঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রত্যাবর্তন।

এভাবেই বর্ণনা করা যায় এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকে। রবিবারই বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্টের পর্দা উঠছে। প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে নজর কাড়তে তৈরি দুরন্ত ছন্দে থাকা স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। মহিলাদের বিভাগে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তবে সবাইকে ছাপিয়ে এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলোচনার কেন্দ্রে ৪৫-এর ভেনাস উইলিয়ামস।

বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে একনম্বরে থাকা আলকারাজের সামনে এবার বড় সুযোগ কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম পূর্ণ করার। ইউএস ওপেন, ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন জেতা হলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এখনও অধরা স্প্যানিশ তরুণের। চারবার মেলবোর্নে খেলেও কখনও কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। তাই এবার আলকারাজ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

আরও বেশি 'ক্ষুধার্ত'। রবিবার প্রথম রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়ালটনের বিরুদ্ধে নামবেন আলকারাজ।

মহিলাদের বিভাগে এবারও খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার সাবালেঙ্কা। দুইবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী বেলারুশ তারকাকে গতবার রানার-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এবার আরও একবার হার্ড কোর্টে নিজের আধিপত্য প্রমাণে মরিয়া সাবালেঙ্কা। তবে তাঁর লক্ষ্যপূরণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন ইগা সোয়াতেক, জেসিকা পেগুলার মতো তারকারা। ওয়াইল্ড কার্ডে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে সুযোগ পেয়েছেন ৪৫ বছরের ভেনাস উইলিয়ামস। মেলবোর্নের কোর্টে প্রত্যাবর্তনের আগে ভেনাস জানিয়েছেন, তিনি এখনও চ্যালেঞ্জ ভালোবাসেন। কোর্টে নামার রোমাঞ্চ উপভোগ করেন। তবে প্রথম রাউন্ডেই সামনে কঠিন পরীক্ষা। তাঁর প্রতিপক্ষ সার্বিয়ান খেলোয়াড় ওলগা দানিলোভিচ। তবুও মিথ ভেঙে রূপকথার গল্প লেখার স্বপ্ন দেখছেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী এই কিংবদন্তি।

সার্ভিসেস ম্যাচের বাংলা দল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিজয় হাজারে ট্রফির ব্যর্থতা ঝেড়ে ফের রনজি ট্রফিতে লাল বলে ফেরা। ২২ জানুয়ারি কল্যাণীতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। এদিন গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচের দল ঘোষণা করল বাংলা।

ঈশ্বরণের নেতৃত্বে শক্তিশালী দল গড়া হয়েছে। মহম্মদ সামি ছাড়াও পেস ব্রিগেডে রয়েছেন আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার। স্পিন বিভাগে আছেন বিজয় হাজারেতে ছন্দে থাকা শাহবাজ আহমেদ। ব্যাটিংয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে তারুণ্য।

বাংলা বর্তমানে ৫ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে। গ্রুপ লিগে বাংলার শেষ ম্যাচ লাহলিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। তার আগে ২২ জানুয়ারি কল্যাণীতে শুরু

রনজি ট্রফি

হোম ম্যাচে সার্ভিসেসকে হারিয়ে নকআউটের রাস্তা মসৃণ করে নিতে বদ্ধপরিকর লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল।

গত কয়েকদিন ধরে পুরোদমে প্রস্তুতি চলছে। স্পট বোলিং, টেল এন্ডারদের ব্যাটিং প্রস্তুতিতে বাড়তি জোর। এদিনও অনুশীলন করেন অভিমন্যুরা। আগামীকাল বিশ্রাম। সোমবারই সদলবলে কল্যাণীতে পৌঁছোবে সার্ভিসেস ম্যাচের জন্য ঘোষিত ১৯ জনের বাংলা দল।

বাংলা দল : অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপকুমার ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুমন্ত গুপ্ত, শুভম চ্যাটার্জি, চন্দ্রহাস দাশ, সাকির হাবিব গান্ধি, সুমিত নাগ, শাহবাজ আহমেদ, রাহুল প্রসাদ, মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, বিকাশ সিং, শুভম সরকার, সৌম্যদীপ মণ্ডল ও সুমিত মোহান্ত।

আজ অসম যাচ্ছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে অংশগ্রহণ করতে রবিবার অসম যাচ্ছে বাংলা ফুটবল দল। তার আগে শনিবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে প্রস্তুতি সারল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা।

২১ জানুয়ারি নাগাল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে সন্তোষ অভিযান শুরু করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা। তার আগে দলের হেডকোচ সঞ্জয় সেন বলে গেলেন, 'যে কোনও প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ কঠিন। সেটা মাথায় রেখেই খেলতে হবে। তার ওপর ম্যাচটা আবার নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। যারা মণিপুর, মিজোরামের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার মূলপর্বে জায়গা করেছে। তাই সতর্ক থাকতেই হবে।' দলের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট কোচ সঞ্জয়। অসমে গিয়ে আরও দুই দিন অনুশীলন করবে দল। তবে বঙ্গ ব্রিগেডের কোচ বলছিলেন, 'আমরা পাঁচটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি। আরও ম্যাচ খেলতে পারলে ভালো হত।'

বাংলা দলের মাঝমাঠের ভরসা তন্ময় দাস বললেন, 'ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের তকমা আমাদের কাছে বাড়তি চাপ নয়, বরং এটাই অনুপ্রেরণা। সঞ্জয় স্যারও বলেছেন গতবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এবারেও। বলেছেন ট্রফি নিয়েই ফিরতে হবে।'

হাত মেলালেন না দুই অধিনায়ক

বিহানের অফব্রেকে জয় বৈভবদের

অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত- ২৩৮ (৪৮.৪ ওভারে)
অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশ- ১৪৬ (২৮.৩ ওভারে)

(ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ১৮ রানে জয়ী ভারত)

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে বৈভব সূর্যবংশী (উপরে)। ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ে ভরসা দিলেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু।

বুলাওয়াও, ১৭ জানুয়ারি : বৃষ্টিটাই কি শাপে বর হল?

২৩৯ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে ১৭.২ ওভারে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশের স্কোর তখন ৯০/২। মর্যাদার যুদ্ধে 'দাদা' ভারতের বিরুদ্ধে টাইগার ব্রিগেডের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতেই সামাজিক মাধ্যমে ওপার বাংলা থেকে ভেসে আসছিল একের পর এক ভারত বিরোধী পোস্ট। তখন কি আড়ালে হাসছিলেন ক্রিকেট দেবতা? বৃষ্টি থামতেই ভেজা আউটফিল্ডের চ্যালেঞ্জ নিয়েই বিহান মালহোত্রার (১৪/৪) অফব্রেক ম্যাচের সমীকরণ বদলে দেয়। ম্যাচে দ্বিতীয়বার বৃষ্টি দাপট দেখানোর পর ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে বাংলাদেশের টার্গেট দাঁড়ায় ২৯ ওভারে ১৬৫। অধিনায়ক আজিজুল হাকিম (৫২) একটা দিক আগলে চেষ্টা করলেও বাঁহাতি স্পিনার খিলান প্যাটেলের (৩৫/২) সঙ্গে জুটি বেঁধে পার্টটাইম স্পিনার বিহান ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন বাংলাদেশকে। শেষপর্যন্ত ২৮.৩ ওভারে তারা ১৪৬ রানে গুটিয়ে যায়।

ম্যাচের শুরুতেই ছিল চমক। একাদশে রয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশের অধিনায়ক আজিজুল, কিন্তু টস করতে এলেন তাঁর ডেপুটি জাওয়াদ আবরার। শোনা যাচ্ছে, হাকিম সময় মতো তৈরি হতে পারেননি, তাই এই পরিবর্তন। তবে প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে আবরার সফল। কুইন্স স্পোর্টস পার্কের বৃষ্টিভেজা বাইশ গজে টসে জিতে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে তিনি ব্যাট করতে পাঠিয়ে দেন।

টসের পরই বিতর্ক। আয়ুষ মাত্রে ও আবরার হাত মেলাননি। আয়ুষ কয়েন আকাশে ছুড়লে আবরার 'টেল' বলেন। কয়েন মাটিতে পড়ার পর ম্যাচ রেফারি ডিন কস্কার জানান, বাংলাদেশ টস জিতেছে। এর পরই আয়ুষের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে সোজা সঞ্চালক রোহন গাভাসকারের দিকে এগিয়ে যান বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক। যা অনুমান করে আবরারের সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করেননি আয়ুষও।

বৃষ্টির কারণে এদিন টসের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। আর্দ্রতা কাজে লাগিয়ে শুরুতেই ভারতকে চেপে ধরেন বাংলাদেশের দুই মিডিয়াম পেসার আল ফাহাদ (৩৮/৫) ও ইকবাল হোসেইন ইমন (৪৫/২)। তৃতীয় ওভারে ফাহাদের জোড়া ধাক্কা- ফিরে যান আয়ুষ (৬) ও বেদান্ত ত্রিবেদী (০)। কিছুক্ষণ পর আউট বিহানও (৭)। তারপরও পিচ-পরিস্থিতি ভুলে বাংলাদেশি বোলারদের ওপর ছড়ি ঘোরালেন বৈভব সূর্যবংশী। ৬৭ বলে ৭২ রানের ইনিংসে যুব পর্যায়ে বৈভব (১০৪৭ রান) ওডিআই রানে টপকে গেলেন বিরাট কোহলিকে (৯৭৮ রান)। ভারতীয়দের মধ্যে যুব পর্যায়ে সর্বাধিক রান অবশ্য বিজয় জোলের (১৪০৪ রান)। বৈভব রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে।

বৈভবের হাফ ডজন বাউন্ডারি ও তিন ছক্কায় সাজানো ইনিংসের পাশে মুম্বইয়ের প্রবাসী বাঙালি অভিজ্ঞান কুণ্ডু (১১২ বলে ৮০) ধৈর্য ধরে দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বৈভবের বিদায়ের পর লাগাতার উইকেট পতনের মাঝে এক দিক ধরে রেখেছিলেন অভিজ্ঞান। কনিষ্ক চৌহানের (২৮) সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে তাঁর ৫৪ রানের জুটি ভারতের দুশো গণ্ডি পেরোনো নিশ্চিত করে। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ৪৯ ওভারের ২ বল বাকি থাকতে ভারত অল আউট হয় ২৩৮ রানে।

বাংলাদেশ রানতাড়ায় নামার পর প্রথম ওভারেই আবরারকে (৫) ফিরিয়ে দেন দীপেশ দেবেন্দ্রন। কিন্তু এরপরই রিফাত বেগের (৩৭) সঙ্গে জুটি বেঁধে হাকিম ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই জুটি ভেঙে কনিষ্ক ভারতকে স্বস্তি দিলেও বৃষ্টির কারণে থমকে যেতে হয়। বৃষ্টি থামলে অবশ্য বিহানের অফব্রেক ভারতকে স্বস্তি দেখানোর সঙ্গে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে ওপার বাংলাকে।

অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশ দলকে হতভম্ব করে বল হাতে ম্যাজিক বিহান মালহোত্রার। তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের। বুলাওয়াওতে শনিবার।

গ্রুপ বদলে শ্রীলঙ্কায় যেতে চায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : নিজেদের অবস্থানে এখনও অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দাবি, টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে কোনও ম্যাচ খেলবে না মুস্তাফিজুর রহমানরা। নিজেদের যে দাবি পূরণে আইসিসি-র কাছে গ্রুপ বিন্যাস বদলে ফেলার প্রস্তাব দিল বিসিবি।

শনিবার আইসিসি-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, 'বৈঠকে আইসিসি-র

আইসিসি-র কাছে প্রস্তাব বিসিবি-র

কাছে বিসিবি অনুরোধ করেছে, বাংলাদেশের সমস্ত ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতে সরিয়ে দেওয়ার। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভারতে সুরক্ষা নিয়ে বোর্ড উদ্বিগ্ন। রয়েছে সংবাদমাধ্যমের কর্মী, সমর্থকদের নিরাপত্তাও।'

বাংলাদেশ বর্তমানে গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে। গ্রুপের বাকি দলগুলি হল ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। চার ম্যাচের তিনটি ইডেনে এবং বাকি ম্যাচ মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলার কথা। বাংলাদেশ চাইছে আয়ারল্যান্ডের (গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে) সঙ্গে জায়গা বদল করে গ্রুপ 'বি'-তে যেতে। আয়ারল্যান্ডের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতেই রয়েছে। ফলে 'বি' গ্রুপে থাকলে সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতে খেলার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ।

> বৈঠকে আইসিসি-র কাছে বিসিবি অনুরোধ করেছে, বাংলাদেশের সমস্ত ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভারতে সুরক্ষা নিয়ে বোর্ড উদ্বিগ্ন। রয়েছে সংবাদমাধ্যমের কর্মী, সমর্থকদের নিরাপত্তাও।
>
> -বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

বাংলাদেশের দাবি মেনে নেওয়া হলে 'বি' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, ওমানের মুখোমুখি হবে মুস্তাফিজুর রহমানরা। অবশ্য এভাবে রাতারাতি গ্রুপ বিন্যাস বদলে ফেলাও সহজ হবে না। সেক্ষেত্রে আইসিসি পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেটাই দেখার। এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি আইসিসি-র। বিসিবি কর্তাদের বিশ্বাস, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্রের ব্যাপারে উভয় পক্ষই আগ্রহী।

এদিকে, আইসিসি-র প্রতিনিধিদলকে ভিসা দেওয়া নিয়েও ভারত-বিরোধিতা বাংলাদেশের। প্রতিনিধিদলে থাকা ভারতীয় সদস্যের ভিসা দেওয়া হয়নি। ফলে, বাকি সদস্যরা বাংলাদেশে গিয়ে সরাসরি বিসিবি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও আইসিসি-র ইভেন্টস অ্যান্ড কর্পোরেট কমিউনিকেশন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনা যেতে পারেননি। তিনি অনলাইনে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

শেফালির লড়াই ম্লান স্মৃতির জবাবে

নভি মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : ব্যাট হাতে ব্যর্থ লরা উলভার্ট, জেমিমা রডরিগজরা। দিল্লি ক্যাপিটালস মহিলা দলের হয়ে একাই লড়লেন শেফালি ভার্মা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কাজে এল না রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার দর্শনীয় ব্যাটিংয়ের জন্য। ১৬৭ রানের টার্গেট নিয়ে নামার পর তাঁর ৬১ বলে ৯৬ রান কখনোই চাপে পড়তে দেয়নি আরসিবি-কে। স্মৃতি পাশে পেয়েছিলেন জর্জিয়া ভলকে (৪২ বলে অপরাজিত ৫৪)। যা দিল্লির টপ অর্ডার ব্যাটাররা করে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফলে সহজেই আরসিবি ১৮.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৯ রান তুলে নেয়। একইসঙ্গে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ সংস্করণে টানা চার ম্যাচে জয় পেল তারা।

এদিন দ্বিতীয় ওভার শেষ হওয়ার আগেই দিল্লির চতুর্থ উইকেটের পতন হয়। দলের রান তখন ১০। এরপর নিকি প্রসাদ (১২) ও স্নেহ রানাকে (২২) এক প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দলকে কিছুটা লড়াইয়ের জায়গায় ফিরিয়ে আনেন শেফালি (৪১ বলে ৬২)। তাঁর আউট হওয়ার পর লাকি হ্যামিল্টনের ১৯ বলে ৩৬ রানের ইনিংসে ভর করে দিল্লি ২০ ওভার ব্যাট করে ১৬৬ রানে পৌঁছায়। আরসিবি-র হয়ে সেরা বোলিং লরেন বেলের। ৪ ওভারে ২৬ রান খরচ করে ৩ উইকেট তুলে নেন তিনি। বেলের গড়ে দেওয়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে আরসিবি-কে চতুর্থ জয়ে এনে দেন স্মৃতি-ভল।

দর্শনীয় ব্যাটিংয়ে স্মৃতি মান্ধানা। নভি মুম্বইয়ে শনিবার।

ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বির রং 'লাল'

লন্ডন, ১৭ জানুয়ারি : এক বছর পর ফের লাল রঙে সেজে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার। শনিবার ডার্বির শেষে 'গ্লোরি গ্লোরি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড' গানে কেঁপে মেতে উঠলেন ম্যান ইউ সমর্থকরা।

'ঘরের ছেলে' মাইকেল ক্যারিকের স্পর্শে গুমোট ভাব কাটিয়ে চেনা মেজাজে রেড ডেভিলস। স্কোর লাইন বলছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ২-০ ফলে হারিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটিকে। কিন্তু ফলাফলটা ৪-০ কিংবা ৫-০ হলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। ম্যান ইউ কোচ হিসেবে জয় দিয়েই দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছেন ক্যারিক। দায়িত্ব নিয়েই দলের মানসিকতার পরিবর্তন করেছেন তিনি। নিট ফল, ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। অবশ্য গোল পাওয়ার জন্য ৬৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। ব্রায়ান এমবেমোই ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন। ৭৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান প্যাট্রিক ডোর্গু।

আরও কয়েকটি গোল হতে পারত। তিনটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। এছাড়া ম্যান সিটি গোলরক্ষক ডোনারুমা বেশ কয়েকটি দুরন্ত সেভ করেন। উলটোদিকে পেপ গুয়ার্দিওলার দল বল পজেশন ধরে রেখেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি। পেনাল্টি বক্সে ম্যান ইউয়ের পায়ের জঙ্গলের কাছেই আটকে গেলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। আপাতত এই ম্যাচ জয়ের সুবাদে ২২ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সমসংখ্যক ম্যাচে সিটির সংগ্রহ ৪৩ পয়েন্ট।

মেদিনীপুরকে ছয় গোল রয়্যাল সিটির

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি ৬-১ গোলে মেদিনীপুর এফসি-কে হারাল। জোড়া গোল আমিল নায়িম ও কামোর। অন্য দুই গোল করেন ইরফান ও সাজন। মেদিনীপুরের গোলস্কোরার জনি। পরে কোপা টাইগার্স বীরভূমের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। বীরভূমের তুরসনভ ও বর্ধমানের কিয়েস্বা গোল করেন। ১২ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে রয়্যাল সিটি। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সও ২৩ পয়েন্ট পেয়েছে।

Bengal SUPER LEAGUE
SUNDARBAN BENGAL AUTO FC v NORTH 24 PARGANAS FC
18th JAN | 1:00 PM
TICKETS AVAILABLE AT CANNING STADIUM
ONLY ON Z বাংলাসোনার Z5

ফুটবলারদের বেতন হ্রাসে হুঁশিয়ারি ফিপ্রোওশেনিয়ার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : এবার আর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে নয়, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলিকে সতর্ক করল ফিপ্রোওশেনিয়া।

শুক্রবার এশিয়া-ওশেনিয়ার ফুটবলারদের সংস্থা চিঠি পাঠায় আইএসএল ক্লাবগুলোকে। সেখানে পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে, লিগ দেরিতে শুরু হলেও ফুটবলারদের চুক্তিকে সম্মান করতে হবে। কোনওভাবেই চুক্তির বাইরে গিয়ে সমঝোতার চেষ্টা করা যাবে না। সময়ের প্রায় সাত মাস পর লিগ শুরু হচ্ছে। যার অর্থ মরশুমের শুরু থেকে ফুটবলাররা বেতন পায়নি। ফলে তাঁদের জমা টাকা খরচ করতে হয়েছে। এমনকি অনেককে অন্য কাজও করতে হয়েছে বলে এই চিঠিতে লিখে হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়, যে সব ফুটবলার নিজে থেকে রাজি হবেন বেতন হ্রাসে, তাঁদের ক্ষেত্রে অসুবিধে নেই। কিন্তু তা না হলে, কোনওভাবেই জোর করে সমঝোতা করানোর চেষ্টা করা যাবে না। ফিপ্রোওশেনিয়া ফুটবলার পাশে আছেন। বেনিয়ম আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখা হয়েছে এই চিঠিতে।

এদিকে, আইএসএল সম্প্রচার স্বত্বের জন্য ১৮ জানুয়ারি দরপত্র প্রকাশ করতে চলেছে এআইএফএফ। ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে চাইতে পারবে আগ্রহী সংস্থাগুলি। এরপর ২৭ জানুয়ারি হবে 'প্রি বিড' মিটিং। ১ ফেব্রুয়ারি দরপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন ধার্য করা হয়েছে। পরদিন দরপত্র খোলা হবে।

ম্যাচের সেরা শম্ভু ঠাকুর (বাঁয়ে) ও সুধন শীল। ছবি : তাপস মালাকার

জোড়া জয় আনবিটেনের

নিশিগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে শনিবার আনবিটেন ২০১৬ ব্যাচ ৯ উইকেটে হারিয়েছে ডেক্যান্ড ডমিনেটর্স ২০১১ ব্যাচকে। প্রথমে ডমিনেটর্স ৯ উইকেটে ৬৯ রান করে। জবাবে আনবিটেন ৫.১ ওভারে ১ উইকেটে ৭৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুধন শীল অপরাজিত ৩৩ রান করেন।

পরে আনবিটেন ১০ রানে জিতেছে লেজেন্ডস ২০১০ ব্যাচের বিরুদ্ধে। প্রথমে আনবিটেন ৫ উইকেটে ১৪৮ রান করে। শম্ভু ঠাকুর ৬৩ রান করে ম্যাচের সেরা হন। জবাবে লেজেন্ডস ৫ উইকেটে ১৩৮ রানে থামে।

লেভান্তেকে হারাল রিয়াল

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারি : লেভান্তের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়। লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে সাময়িকভাবে পয়েন্টের ব্যবধান আরও কমাল রিয়াল মাদ্রিদ।

এদিন লেভান্তের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথমার্ধে গোলমুখ খুলতে পারেনি রিয়াল। ৫৮ মিনিটে ডেডলক ভাঙেন কিলিয়ান এমবাপে। পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ ফরাসি তারকার। ৬৫ মিনিটে রাউল অ্যাসেন্সিওর গোলে জয় নিশ্চিত করে মাদ্রিদ জায়েন্টরা। এই জয়ের পরও ২০ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দুই নম্বরেই রইল রিয়াল মাদ্রিদ। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। রবিবার রাতেই মাঠে নামছে বার্সা। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে কাতালান জায়েন্টরা।

সংহতির জয়

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার সংহতি ক্লাব ২৩২ রানে হারিয়েছে বুড়িরপাট ক্লাবকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে সংহতি ৩৭ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯১ রান তোলে। ঋষি দেবনাথের অবদান ৭২ রান। ম্যাচের সেরা নাজিবুল হক ৬ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে বুড়িরহাট ২৩.৩ ওভারে ৫৯ রানে গুটিয়ে যায়। অভিষেক সাহা ১৬ রান করেন। বিপ্লব মজুমদার ৩৪ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে নাজিবুল হক। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা বিনোদ কুমার পাসোয়ান - কে 18.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55L 73087 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " ডিয়ার লটারি কিছু দশ টাকা খরচের দ্বারা আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছে। আমাকে কোটিপতি বানিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। এই সুবর্ণ সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রণবের ৬০, প্রেমের ৩ উইকেট

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রামভোলা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ২০০৮ প্রাক্তনী ১০ উইকেটে হারিয়েছে ২০০২-'০৩ প্রাক্তনীকে। স্কুলের মাঠে ২০০২-'০৩ টসে জিতে ৯.৪ ওভারে ৭২ রানে অল আউট হয়। কুণাল সিংহ ২০ রান করেন। সুবীর ঘোষ ১১ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ২০০৮ জবাবে বিনা উইকেটে ৭৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রণব মোদকের অবদান ৬০ রান।

পরে ২০১৪ প্রাক্তনী ৮ রানে জিতেছে ২০০৭-'১০ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে। ২০১৪ টসে জিতে ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ৯০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রীতম রায়ের অবদান ৩৭ রান। অসিতকুমার রায় ১২ রানে ২ উইকেট নেন। ২০০৭-'১০ জবাবে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮২ রানে আটকে যায়। অনুপ পণ্ডিত ২১ রান করেন। প্রেম শা ২২ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট।

দিনের শেষ ম্যাচে ২০০৬ প্রাক্তনী ৩৪ রানে হারিয়েছে ২০০১ প্রাক্তনীকে। ২০০৬ টসে জিতে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শোভন কর্মকার রেখে এসেছেন ৮৪ রান। ২০০১ জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৩ রানে আটকে যায়। প্রীতম সরকার ৩১ রান করেন।

ম্যাচের সেরা শোভন কর্মকার (বাঁয়ে) ও প্রীতম রায়। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জয়ী এমজেএন

কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শনিবার এমজেএন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৪১ রানে হারিয়েছে বোঞ্জার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। পুন্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে এমজেএন ২৯.৩ ওভারে ৯৫ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা প্রীতম দত্ত ২০ রান করে। বিপ্রজিৎ ঘোষের অবদানও ২০ রান। ঋক দেবনাথ ১৯ রানে ৩ উইকেট নেয়। জবাবে বোঞ্জার ১৮.৫ ওভারে ৫৪ রানে গুটিয়ে যায়। নবদ্বীপ ঘোষ করে ১২ রান। প্রীতম ৪ রানে ৩ উইকেট নেয়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে প্রীতম দত্ত। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন®
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়